পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 187 Friday, 7 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৮৭ সংখ্যা ❋ ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, শুক্রবার, ৭ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

অখিলেশের বাড়িতে অভিষেক ও ডেরেক!

নয়াদিল্লি, ৬ জুনঃ বুধবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে ছিল ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন জোটের প্রায় সব দলের প্রতিনিধিরা। আর তার পরের দিন বৃহস্পতিবার সকালেই সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের বাসভবনে হাজির হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই চলে অভিষেক-অখিলেশ বৈঠক। প্রায় ৪৫ মিনিট কথা হয় তাঁদের মধ্যে। অভিষেকের সঙ্গে তৃণমূলের তরফে হাজির ছিলেন ডেরেক ও ব্রায়েন। বৈঠকে কী কথা হল, তা নিয়ে মুখ খোলেনি কোনও পক্ষই। আবার অভিষেক ফেরার পর তাঁর বাসভবনে হাজির হন আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস, তৃণমূল, এসপি সহ ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি ২৩৬টি আসন পেয়েছে। কংগ্রেস একাই ৯৯টি আসন পেয়েছে। ফল প্রকাশের পর খাড়্গের বাড়িতে বৈঠকে বসেছিলেন সব দলের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

এবার অখিলেশের বাড়িতে অভিষেক হাজির হওয়ার পর বাড়ছে নয়া জল্পনা। তবে কি ইন্ডিয়া জোটের পাশাপাশি আঞ্চলিক দলগুলিও আলাদাভাবে কথাবার্তা বলছে? আঞ্চলিক শক্তিগুলোকে জোটবদ্ধ হওয়ার কথা বারবার বলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, শুধু অখিলেশ-অভিষেকের বৈঠকের পাশাপাশি এদিনই আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন শিব সেনার সঞ্জয় রাউত। এরপরা অভিষেকের বাড়িতে যান আপ নেতা রাঘব চাড্ডা ও সঞ্জয় সিং। সেই কারণেই জল্পনা বেড়েছে আরও। তবে অখিলেশের বাসভবন থেকে বেরনোর সময় এ বিষয়ে কোনও কথা বলেননি অভিষেক। তাঁর দাবি, এটা নিছকই সৌজন্য সাক্ষাৎ। সঞ্জয় সিংও এ বিষয়ে কোনও কথা বলেননি। উল্লেখ্য, বাংলা থেকে ২৯টি আসন পেয়েছে তৃণমূল আর উত্তর প্রদেশ থেকে সপা পেয়েছে ৩৭টি আসন। দুই দলই ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম বড় শরিক। বুধবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের পর, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে জানিয়েছেন, ঘণ্টা দুয়েক আলোচনা করেছেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাঁদের। তিনি বলেন, সংবিধান বাঁচানোর লক্ষ্যে মানুষ ভোট দিয়েছে। ইন্ডিয়া জোট মোদির স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে লড়বে।

লোকসভায় বিরোধী দলনেতার পদে রাহুল গান্ধি?

নয়াদিল্লি, ৬ জুনঃ সরকার গঠন সম্ভব নয়। তবে প্রধান বিরোধীর আসনে কংগ্রেসই। স্বাভাবিকভাবেই লোকসভার প্রধান বিরোধী দলনেতা কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। আর এই বিষয়ে পাল্লা ভারী রাহুল গান্ধির দিকেই। 'ভারত জোড়ো যাত্রা' থেকেই রাহুল গান্ধির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠেছে। তার প্রভাবই ভোটবাক্সে দেখা গিয়েছে বলে কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি। রায়বরেলি ও ওয়েনাড-দুটি কেন্দ্র থেকেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন রাহুল গান্ধি। স্বাভাবিকভাবেই এবার সংসদেও রাহুল গান্ধি সামনে থেকে দলকে পরিচালনা করুন বলে হাত শিবিরের অধিকাংশের মত। সূত্রের খবর, কংগ্রেস সাংসদরা দাবি জানাতে চলেছেন, বিরোধী দলনেতার পদের দায়িত্ব নিন রাহুল গান্ধি। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে খুব দ্রুত কংগ্রেসের সংসদীয় দলের বৈঠক ডাকা হচ্ছে। সেই বৈঠকেই বিরোধী দলনেতার নাম চূড়ান্ত হবে। যদিও রাহুল গান্ধি বা কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত মেলেনি।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস নিয়ে উদ্বিগ্ন কলকাতা হাইকোর্ট

এল বড় নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলে সরাসরি রাজ্যের ডিজিকে ইমেল মারফত অভিযোগ জানাতে পারবেন আক্রান্ত ব্যক্তি। কর্তব্যযোগ্য বা আদালতগ্রাহ্য অপরাধ হলে সঙ্গে সঙ্গে ডিজি স্থানীয় থানাকে উপযুক্ত ধারায় এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেবেন। এফআইআর দায়ের করার পর উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে পুলিশ। নির্দেশ বিচারপতি কৌশিক চন্দের ডিভিশন বেঞ্চের। রাজ্যে ক'টি ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের অভিযোগ এসেছে এবং ক'টি ক্ষেত্রে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ এবং কী পদক্ষেপ করা হয়েছে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট দেবেন রাজ্যের ডিজি। এমনটাই নির্দেশ আদালতের। এফআইআর দায়েরের সঙ্গে সঙ্গে সেটা রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে। একইসঙ্গে এফআইআর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন পড়লে রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী পদক্ষেপ করবে। ''আমরা রাজ্যের সমস্ত মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই।'' স্পষ্ট মন্তব্য আদালতের। সোজা কথায় ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস নিয়ে এদিন বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা যায় আদালতকে। ''এ রাজ্যের ক্ষেত্রে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস কোন অপরিচিত শব্দ নয়। সরকার যদি রাজ্যবাসীর জীবনরক্ষায় ব্যর্থ হয় তাহলে আদালত উপযুক্ত নির্দেশ দেবে।'' এদিন এ মন্তব্যও করেছেন বিচারপতি। বিচারপতি কৌশিক চন্দ বলেন, ''আমরা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দেখেছি যে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস চলছে। এটা বন্ধ করতে হবে।'' এদিকে তাঁর এ মন্তব্যের পরেই পাল্টা রাজ্যের দাবি, রাজ্যে আজ পর্যন্ত নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু আছে। যে গণ্ডগোলের কথা বলা হচ্ছে সেটা নির্বাচন কে কেন্দ্র করে নাও হতে পারে। পাল্টা বিচারপতি বলেন, ''আগের বিধানসভা ভোটের পর যা হয়েছিল এখনো তাই হচ্ছে। আপনাদের (রাজ্য) লজ্জিত হওয়া উচিত। আপনারা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস হচ্ছে না? এই রাজ্য ছাড়া আর কোথাও এই অভিযোগ আছে?'' লাগাতার এই প্রশ্নগুলিও করতে থাকেন। এরপরই সাফ নির্দেশ দিয়ে বলেন, ''রাজ্য যদি এটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে বা সমস্ত তথ্য আদালতে সামনে পেশ না করে তাহলে আগামী ৫ বছর কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দিতে হবে। এই ধরনের ঘটনা আটকাতেই হবে। প্রয়োজন হলে আমরা নির্দেশ দেব যাতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।'' ভোটের সময় থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিন সওয়াল-জবাব চলাকালীন এ মন্তব্যও করতে দেখা যায় মামলাকারীর আইনজীবীকে। পাল্টা বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায় জানতে চান, ''আমরা কী করে জানব যে ১১ জনকে হত্যা করা হয়েছে?'' উত্তরে মামলাকারীর আইনজীবী বলেন, ''আমাদের কাছে সব তথ্য আছে।'' এরপরই ফের রাজ্যকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতি কৌশিক চন্দ বলেন, ''কোন পদ্ধতিতে এটা আটকানো সম্ভব সেটা আমাদের জানান। এমন একটা পদ্ধতির কথা জানান যাতে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর দায়ের করতে পারে। স্থানীয় থানায় না গিয়েও মানুষ কিভাবে এফআইআর দায়ের করতে পারবে সেটা জানান। আমরা চাই না যে ব্যক্তি একবার আক্রান্ত হয়েছেন তিনি থানায় গিয়ে আরও হেনস্থার মুখে পড়েন। একজন ব্যক্তিও যদি ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের শিকার হন তাহলে তিনি যাতে এফআইআর দায়ের করতে পারেন সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'' সাফ বলেন বিচারপতি কৌশিক চন্দের। একইসঙ্গে বিচারপতি এও বলেন, ''এটাই একমাত্র রাজ্য যেখানে নির্বাচন কমিশন ঠিক করেছে নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বাহিনী মোতায়েন থাকবে।'' তখন আবার রাজ্যের আইনজীবী পাল্টা উত্তরপ্রদেশ-ত্রিপুরার কথা তুলে ধরেন। পাল্টা বলেন, ''উত্তরপ্রদেশ এবং ত্রিপুরাতেও বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'' তখনই বিচারপতির পাল্টা মন্তব্য, ''যদি কোনও এফআইআর দায়ের করতে না হয় তাহলে আমরা খুশি হব।'' বিচারপতির মন্তব্যের পরেই রাজ্য বলে, ''প্রত্যেক থানা, পুলিশ সুপার, ডিজি এবং আইজির নিজস্ব ই-মেইল আইডি আছে। কেউ থানায় না গিয়েও অভিযোগ জানাতে পারেন।'' এরপরই ১০ মিনিটের মধ্যে রাজ্যকে ডিজির ইমেইল আইডি জানানোর নির্দেশ আদালতের। ঠিক ১০ মিনিট পরে রাজ্যের ডিজির ইমেইল আইডি দিয়ে দেন রাজ্যের আইনজীবীরা। এদিকে এরপরই আবার মাঠে নামতে দেখা যায় কেন্দ্রকে। ''রাজ্য যদি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সহযোগিতা না করে তাহলে আমরা তথ্য পাব কী করে?'' সেই প্রশ্ন তোলা হয় কেন্দ্রের তরফে।

দিলীপের 'কাঠিবাজি' মন্তব্যের পাল্টা সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ 'রাজনীতিতে সবাই কাঠি নিয়ে ঘুরতে থাকে' বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের পর থেকেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। তৈরি হয়েছে জল্পনা। বৃহস্পতিবার এই দিলীপের এই বক্তব্যেরই পাল্টা মন্তব্য করলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এক সাক্ষাৎকারে জানালেন দল এই বিষয়ে সহমত পোষণ করবে বলে মনে হয় না। আজ সুকান্ত দিলীপ ঘোষের কেন্দ্র পরিবর্তন নিয়ে মন্তব্য করেন। বলেন, ''আমরা আশা করেছিলাম কেন্দ্র পরিবর্তন হলেও জিতে আসবেন তিনি। দুর্ভাগ্যবশত সেটা হয়নি। আর দিলীপদার হার আমরা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। কারণ উনি এমন একজন নেতা বরাবর লড়াই দিয়েছেন। পার্টিকে এখানে তুলে এনেছেন।'' এরপরই কাঠি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো

প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''বহু আগে তো আমিই বলেছিলাম বাঙালিদের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার কাঠি। তা সেই বাঙালি রাজনীতিতে থাকুক বা অন্য কোথাও থাকুক। অসুবিধা তো নেই কাঠি ব্যবহার তো করবেই।'' সুকান্তর এই মন্তব্যের পরই প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি পরোক্ষে দিলীপ ঘোষের মন্তব্যকে সমর্থন করছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি? তিনিও কি কারোর দিকে আঙুল তুলছেন? নাকি নিছকই প্রতিক্রিয়া দিলেন শুধু। প্রসঙ্গ গত মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর দেখা যায় 'দুঁদে' দিলীপকে পরাজিত করে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে জয়ী হন তৃণমূলের কীর্তি আজাদ। রেজাল্ট বেরনোর পরের দিনই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, ''চক্রান্ত এবং কাঠিবাজি রাজনীতির অঙ্গ। আমি ব্যাপারটা সেভাবেই নিয়েছি। তার পরেও যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি। কিন্তু সফলতা আসেনি। রাজনীতিতে সবাই কাঠি নিয়ে ঘুরতে থাকে।''

মোদির শপথ গ্রহণের দিন বদল

স্টক মার্কেট কেলেঙ্কারিতে যুক্ত মোদি-শাহ?

সরকার গঠনের আগেই আক্রমণাত্মক রাহুল

নয়াদিল্লি, ৬ জুনঃ প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণের দিন বদলাল। তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ৮ তারিখ নয়, নরেন্দ্র মোদি ৯ জুন শপথ গ্রহণ করবেন বলে সূত্রের খবর। নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণের দিন বদল হওয়ায় অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদে চন্দ্রবাবু নাইডুরও শপথ গ্রহণের দিন বদলাল। তিনি আগামী ১২ জুন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন। ৪ জুন, মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরদিনই অর্থাৎ ৫ জুন, বুধবারই নরেন্দ্র মোদি তাঁর দ্বিতীয় দফার মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন এবং নিজে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে গিয়ে দ্বিতীয়বারের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফাপত্র দেন। তারপর এনডিএ বৈঠকের পর নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণের দিন ৮ জুন স্থির হয়। কিন্তু, বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ করেই সেই দিন বদলে গেল। যদিও কেন শপথ গ্রহণের দিন বদলাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দলের তরফেও এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। অন্যদিকে, ওয়াইএসআর কংগ্রেস নেতা জগন্মোহন রেড্ডির দলকে পরাজিত করে ফের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছিনিয়ে নিয়েছেন এনডিএ জোট শরিক তেলেগু দেশম পার্টি নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে তিনিই বসবেন। প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদি শপথ গ্রহণের পরদিন অর্থাৎ আগামী ৯ জুন নাইডুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণের দিন বদল হওয়ায় নাইডুও তাঁর শপথ গ্রহণের দিন বদলালেন। ৯ জুনের পরিবর্তে আগামী ১২ জুন, বুধবার অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবেন তিনি। এদিকে নতুন সরকার এখনও গঠন হয়নি। তার আগেই, বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

নির্বাচন চলাকালীন, বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বারংবার লগ্নিকারীদের শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিজেপির দুর্দান্ত জয়ের ইঙ্গিত পেয়ে, ফল প্রকাশের আগের দিন রেকর্ড বৃদ্ধি ঘটেছিল শেয়ার বাজারে। কিন্তু, পরদিন ফলাফল বুথ ফেরত

সমীক্ষাগুলিকে মিথ্যে প্রমাণ করে দেওয়ার পরই, বড়-সড় ধস নেমেছিল শেয়ার বাজারে। মাথায় হাত পড়ে গিয়েছে খুচরো লগ্নিকারীদের। এই পুরো বিষয়টিকে এদিন ভারতের ইতিহাসে সবথেকে বড় স্টক মার্কেট কেলেঙ্কারি বলে দাবি করেছেন রাহুল। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৪ জুন শেয়ার বাজারের বিপর্যয়ের বিষয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির তদন্ত দাবি করা হয়েছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রোনোলজি বোঝান রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, ''১৩ মে বিদায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, একটি নির্দিষ্ট সংবাদ চ্যানেলে, ৪ জুনের আগে শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছিলেন লগ্নিকারীদের। ১৯ মে, ওই একই চ্যানেলে নরেন্দ্র মোদি খোদ বলেছিলেন, ৪ জুন স্টক মার্কেটে রেকর্ড হবে। ২৮ মে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন তিনি। এরপর, ১ জুন সামনে এসেছিল বুথ ফেরত সমীক্ষাগুলির ফল। তাতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল ৩৭০ থেকে ৪০০ আসন পেতে চলেছে বিজেপি।'' রাহুল দাবি করেন, বিজেপির অভ্যন্তরীন মূল্যায়নে নাকি বলা হয়েছিল, ২২০ আসন পেতে পারে বিজেপি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও নাকি জানিয়েছিল, ২০০ থেকে ২২০ পেতে পারে বিজেপি। অর্থাৎ, বিজেপির যে খারাপ ফল হতে চলেছে, তা জানতেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এরপর ৩ জুন, স্টক মার্কেট আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। আর ৪ জুন ভোটের ফল বের হওয়ার পর, এক ধাক্কায় পড়েছিল স্টক মার্কেট। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, ৩০ এবং ৩১ মে স্টক মার্কেটে, তার আগের দিনগুলির তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ লগ্নি এসেছিল। রাহুলের দাবি, যারা জানতেন স্টক মার্কেটে কিছু করসাজি চলছে, তাঁরাই এই সময়ে লগ্নি করেছিলেন। হাজার কোটি টাকা লগ্নি করা হয়েছিল। বিদেশি লগ্নিকারীরাও টাকা লাগান। এরপর, ৪ জুন ৩০ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয় খুচরো লগ্নিকারীদের। এরপরই রাহুল বলেন, ''এটা ভারতের স্টক মার্কেটের সবথেকে বড় কেলঙ্কারি।'' স্টক মার্কেটের এই কেলেঙ্কারি নিয়ে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও তুলেছেন-১. কেন প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লগ্নিকারীদের স্টক মার্কেটে বিনিয়োগের পরামর্শ দিলেন? লগ্নির পরামর্শ দেওয়াটা কি তারই কাজ? ২. কেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর মালিকানাধীন একই মিডিয়া হাউসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে লগ্নির পরামর্শ দিলেন? ওই ব্যবসায়িক গোষ্ঠী স্টক মার্কেটে কারসাজি করার অভিযোগে সেবির তদন্তের আওতায় আছে বলেও জানান তিনি। ৩. বিজেপি, ভুয়ো এক্সিট পোলস্টার এবং সন্দেহভাজন বিদেশি লগ্নিকারীদের মধ্যে সম্পর্ক কি? রাহুল জানান, এই বিদেশি লগ্নিকারীরা, এক্সিট পোল ঘোষণার একদিন আগেই বিনিয়োগ করেছিল এবং বিশাল লাভ করেছিল। যার জন্য ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে ৫ কোটি পরিবারকে, যারা স্টক মার্কেটে লগ্নি করে। ব্যয়ে একটি তাদের মধ্যে সংযোগ কী? রাহুল বলেন, ''এটা যে একটা আর্থিক কেলেঙ্কারি, এই বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। ৫ কোটি ভারতীয় খুচরো লগ্নিকারীর ক্ষতি করে, হাজার হাজার কোটি টাকা লাভ করেছেন কেউ। আর তাঁদের স্টক কেনার জন্য ইঙ্গিত দিয়েছিলে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এটা ফৌজদারি অপরাধ। তাই আজ আমরা দাবি জানাচ্ছি, যৌথ সংসদীয় কমিটি এই ঘটনার তদন্ত করুক।''

শূন্য থেকে খাতা খুলল বাম-কংগ্রেস

লোকসভার ভোটের ভিত্তিতে কোন ১২টি বিধানসভায় এগিয়ে তারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ একুশের বিধানসভা ভোটে বিধানসভায় শূন্য হয়ে গেছিল বাম কংগ্রেস। পরে অবশ্য সাগরদিঘির উপ-নির্বাচনে জিতেছিল। তবে বাম সমর্থিত সেই কংগ্রেস প্রার্থী তৃণমূলের জার্সি পরে নিয়েছেন। এবার লোকসভা ভোটেও ভরাডুবি হয়েছে বাম ও কংগ্রেসের। তাদের দুজনেরই ভোট শতাংশ কমেছে। তবে মন্দের ভাল হল, লোকসভা ভোটের বিধানসভা আসনওয়াড়ি ফলাফলে ১২টি আসনে এগিয়ে রয়েছে তারা। ওই ১২টি আসনের সবগুলিই উত্তরবঙ্গে (মুর্শিদাবাদ সহ)। দক্ষিণবঙ্গে জোট করেও খাতা খুলতে পারেনি তারা। রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের চাকুলিয়া বিধানসভায় এগিয়ে রয়েছেন বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী আলি ইমরান রামজ তথা ভিক্টর। তিনি তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর তুলনায় চাকুলিয়া বিধানসভায় প্রায় ১২০০ ভোট বেশি পেয়েছেন। বিজেপির তুলনায় ওই বিধানসভায় প্রায় ৮ হাজার ভোট বেশি পেয়েছেন ভিক্টর। রায়গঞ্জে ভিক্টর ও কৃষ্ণ কল্যাণীর মধ্যে ভোট ভাগাভাগি হওয়ার সুবিধা পেয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কার্তিক পাল। ভিক্টর ২ লক্ষ ৬২ হাজার ভোট পেয়েছেন। মালদহ উত্তর আসনটিতে জিতেছেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। এই আসনেও তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে ভাল ভোট ভাগাভাগি হয়েছে। চারটি বিধানসভায় সবার চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস। বাম সমর্থিত সেই কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাক আলম চাঁচোল, রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর ও মালতিপুর বিধানসভায় এগিয়ে রয়েছেন। মুস্তাক আলম পেয়েছেন মোট ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ভোট। তবে চাঁচোলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ভোটের ফারাক খুবই সামান্য। মাত্র সাড়ে তিন ভোট। আবার রতুয়ায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা তৃণমূলের থেকে প্রায় ৩৩ হাজার ভোট বেশি পেয়েছেন মুস্তাক। চারটি বিধানসভায় তিনি এগিয়ে থাকলেও গাজোল, হাবিবপুর, মালদায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী। মালদহ দক্ষিণ আসনে জিতেছেন কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরী। তিনি চারটি বিধানসভায় তৃণমূল ও বিজেপির তুলনায় বেশি ভোট পেয়েছেন। ওই চার বিধানসভা হল- মোথাবাড়ি, সুজাপুর, ফারাক্কা ও সামসেরগঞ্জ। এই চারটি বিধানসভাতেই কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে তৃণমূল ও বিজেপির থেকে এগিয়ে। বহরমপুর লোকসভায় কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী কেবল একটি বিধানসভাতেই লিড পেয়েছেন। তা হল বহরমপুর বিধানসভা। আর মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনে সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিমও কেবল একটি আসনেই লিড পেয়েছেন। তা হল রানিনগর বিধানসভা। লোকসভা নির্বাচনে মোটের উপর এই ১২টি বিধানসভায় এগিয়ে রয়েছেন বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীরা।

রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশিত, প্রথম দশের ৪ জন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আর এবারে জয়জয়কার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের। প্রথম দশের মেধাতালিকায় একেবারে ৪ জনই পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সংসদ বোর্ডের। এমনকি শীর্ষ দুটি স্থানও পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সংসদ বোর্ডের জেলার ছাত্র। সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁরা সফল হতে পারেননি, তাঁদেরও ভেঙে না পড়ে লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে চলার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবারে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে প্রথম হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বাঁকুড়ার ছাত্র কিংশুক পাত্র। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন কল্যাণীর ছাত্র শুভ্রদীপ পাল। শুভ্রদীপও পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের ছাত্র। তৃতীয় হয়েছেন বিবাস্বন বিশ্বাস। কৃষ্ণনগরের ছাত্র বিবাস্বন অবশ্য আইএসসি বোর্ডের ছাত্র। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছেন যথাক্রমে ইরাদ্রি বসু খাস্তু ও ময়ূখ চৌধুরী। শিলিগুড়ির ছাত্র ইরাদ্রি ও কলকাতার সাউথ পয়েন্টের ছাত্র ময়ূখ সিবিএসই বোর্ডের ছাত্র। ষষ্ঠ হয়েছেন আইএসসি বোর্ডের ছাত্র, হুগলির ত্রিবেণীর বাসিন্দা ঋতম ব্যানার্জি। আবার সপ্তম ও নবম স্থানটি ছিনিয়ে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের ছাত্র। আলিপুরদুয়ারের ছাত্র অভিক দাস সপ্তম এবং কলকাতা বরাহনগরের বাসিন্দা সৌনক কর দশম হয়েছেন। আর অষ্টম ও দশম স্থান পেয়েছেন সিবিএসই-র ছাত্র অথর্বা সিঙ্ঘানিয়া ও বিজিত মোইশ। কলকাতা কাঁকুড়গাছির বাসিন্দা অথর্বা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুরের বাসিন্দা বিজিত। গত ২৮ এপ্রিল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়েছিল। এবছর মোট ৩২৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয় এবং ১,৪২,৬৯৪ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন, যার মধ্যে ৯৯,৫,৭৪ জন ছাত্র এবং ৪৩,১২০ জন ছাত্রী ছিলেন। এবারে আন্দামান থেকে ১২, দমনের ৬, জম্মুর ৩৮ জন শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া মিজোরাম থেকে বহু ছাত্রী ছাত্র যোগ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১,১২,৯৬৩ পড়ুয়া সফল হন। এবারে ৩ পর্যায়ে কাউন্সিলিং হবে।

'১৪ এবং '১৯-এর থেকে কতটা আলাদা হচ্ছে চব্বিশের মোদি মন্ত্রিসভা? বাড়ছে শরিক, নতুন মুখ

নয়াদিল্লি, ৬ জুনঃ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গিয়েছে ১৭তম লোকসভা। শুরু হয়ে গিয়েছে তৃতীয় মোদি সরকার গঠনের প্রস্তুতি। ২৯২ আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এনডিএ, কিন্তু, বিজেপি আটকে গিয়েছে ২৪০ আসনে। এর ফলে, শরিকদের নিয়ে চলার বাধ্যবাধকতা চেপেছে মোদি সরকারের উপরে। শরিকরা পাশে না থাকলে, সরকারই থাকবে না। এই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ২০১৪ বা ২০১৯ সালে ছিল না। বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। কাজেই, ২০২৪-এর মোদি মন্ত্রিসভা যে ২০১৪ এবং ২০১৯-এর তুলনায় অনেকটাই আলাদা হবে, তা বলাই বাহুল্য। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এবার মোদি মন্ত্রিসভায় শরিকদের অংশগ্রহণ অনেকটাই বাড়তে চলেছে। একই সঙ্গে, বিজেপি থেকেও বেশ কয়েকজন নতুন মুখ জায়গা পেতে পারে মন্ত্রিসভায়। এনডিএ-তে মোট ২৪টি দল রয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে, এর মধ্যে ১৫টি দলের প্রার্থীরা লোকসভায় জায়গা করে নিয়েছেন। ২৪০ আসনে জিতে প্রথমে আছে বিজেপি। এরপর আছে চন্দ্রবাবু নায়ডুর টিডিপি (১৬), নীতীশ কুমারের জেডিইউ (১২), একনাথ শিন্ডের শিবসেনা (৭), চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি (আর) (৫) এবং জয়ন্ত চৌধুরীর আরএলডি (২)। ২০১৯-এ, এনডিএ

শরিকদের প্রত্যেককে একটি করে মন্ত্রী পদ দিয়েছিল বিজেপি। কিন্তু এবার পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। সূত্রের খবর, লোকসভার অধ্যক্ষের পদের দাবিতে অনড় টিডিপি। অন্তত আটটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক চাইছে টিডিপি। এর মধ্যে রয়েছে-নীতিন গডকরীর সড়ক-পরিবহন মন্ত্রক। এছাড়া, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য-প্রযুক্তি, গ্রামোন্নয়ন, নগরোন্নয়নের মন্ত্রক চাইছে টিডিপি। এছাড়া, অর্থ দফতরের একটি রাষ্ট্রমন্ত্রী পদও চেয়েছে তারা। টিডিপির জেনারেল সেক্রেটারি তথা তাঁর ছেলে, নাড়া লোকেশকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করার শর্ত দিয়েছেন চন্দ্রবাবু। এছাড়া, কেন্দ্রে বিজেপিকে সমর্থন দেওয়ার পরিবর্তে অন্ধ্র প্রদেশের জন্য স্পেশাল প্যাকেজও চেয়েছেন তিনি। অমরাবতী শহর নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বরাদ্দও চেয়েছেন তিনি। পোলাভরম প্রকল্পের জন্যও অতিরিক্ত আর্থিক বরাদ্দ চেয়েছেন তিনি। এবার আসা যাক নীতিশ কুমারের কথায়। জেডিইউ-ও তিনটি মন্ত্রী পদের কমে সন্তুষ্ট হবে না বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁর চাহিদা রেলমন্ত্রক, জলশক্তি এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। এছাড়া, নজর রয়েছে নীতিন গড়করির পরিবহন মন্ত্রকের দিকেও। বিহারের জন্যও স্পেশাল প্যাকেজ এর দাবি করছেন নীতিশ। এছাড়া, জেডিইউ চেয়েছে নীতিশকে এনডিএ-র আহ্বায়ক করা হোক। সেই সঙ্গে জেডিইউ নিশ্চয়তা চেয়েছে, আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নীতিশ কুমারকেই মুখ্যমন্ত্রী মুখ করে লড়তে হবে বিজেপি তথা এনডিএ-কে। এর পাশাপাশি, সাতজন সাংসদ নিয়ে একনাথ শিন্ডের শিবসেনা তিনজন পূর্ণমন্ত্রী এবং দুজন রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ চেয়েছে। শোনা যাচ্ছে, 'ফুড অ্যান্ড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন' মন্ত্রক চেয়েছেন চিরাগ পাসওয়ান। প্রসঙ্গত, এক সময় এই মন্ত্রক ছিল তাঁর বাবা রামবিলাস পাসওয়ানের হাতে। জেডিএস-এর কুমারস্বামী চেয়েছেন কৃষি মন্ত্রক। মন্ত্রক চেয়েছে আরএলডি-ও।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মোদী, অস্ট্রেলিয়া থেকে শুভেচ্ছা পাঠালেন অ্যান্টনি

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ পরপর ৩ বার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। খুব শীঘ্রই দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন তিনি। তার আগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে শুভেচ্ছা-বার্তা। এবার অস্ট্রেলিয়া থেকে শুভেচ্ছা-বার্তা পাঠালেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনিজ।লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এনডিএ-র অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবেনিজ। বৃস্পতিবার মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের মধ্যে কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও উচ্চমাত্রায় পৌঁছবে বলে আশা রাখছেন তিনি। তিনি এও লেখেন, নির্বাচনে জয়ের জন্য নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।

ফের ফুঁসছে কপিলি নদী, ভয়াবহ বন্যার কবলে নগাঁও জেলার কামপুর রাজস্ব সার্কল

নগাঁও (অসম), ৬ জুন ঃ বুধবার রাত থেকে ফের বাড়ছে কপিলি নদীর জল। ফলে নগাঁও জেলার অন্তর্গত কামপুর রাজস্ব সার্কল এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকায় নতুন করে জটিল রূপ ধারণ করেছে বন্যা পরিস্থিতি। বন্যাক্রান্ত বহু মানুষজনকে নিজের বাড়িঘর ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে।ইতিমধ্যে কামপুর রাজস্ব সার্কলের ৯৮টি গ্রামের প্রায় ২ লক্ষ ৬৮ হাজার মানুষ বন্যার কবলে পড়েছেন। এখন পর্যন্ত ২৯টি ত্রাণ শিবির স্থাপন করেছে প্রশাসন। উল্লেখ্য, তিনদিন আগে কামপুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বন্যা জল কমেছিল। কিন্তু গত রাত থেকে কপিলি নদীর জল পুনরায় বাড়তেথাকায় সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বানভাসি মানুষজন।

জলকষ্ট থেকে স্বস্তি পেতে চলেছে দিল্লি, হিমাচলকে জল ছাড়ার সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ জলকষ্ট থেকে কিছুটা হলেও এবার স্বস্তি পেতে চলেছে রাজধানী দিল্লি। জলসঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে তিন রাজ্য থেকে বাড়তি জল চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল আম আদমি পার্টির সরকার। অবশেষে বৃহস্পতিবার দিল্লি সরকারের পক্ষেই রায় দিল দেশের শীর্ষ আদালত। হিমাচল প্রদেশকে আজ থেকে প্রতিদিন দিল্লিকে ১৩৭ কিউসেক জল দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।পাশাপাশি হরিয়ানার ক্যানাল এলাকা দিয়ে যাতে জল ঠিক মতো দিল্লিতে পৌঁছয় সেটি সুনিশ্চিত করতে হবে হরিয়ানা সরকারকে। এই নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১০ জুন।

মুম্বইয়ের চেম্বুর এলাকায় সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ

মুম্বই, ৬ জুন ঃ মুম্বইয়ের চেম্বুর এলাকায় এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন। গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ঘর-বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে চেম্বুর এলাকায় এই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। চেম্বুর দমকল স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার কে ভি শিরকে বলেছেন, তদন্ত শুরু হয়েছে। আমরা বিস্ফোরণের বিষয়ে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ

মোদির শপথ গ্রহণ! অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ প্রতিবেশী দেশের শীর্ষ নেতৃত্বদের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ এখনও পর্যন্ত যা খবর, সপ্তাহান্তে তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি । তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন একাধিক বিশ্বনেতা । কারণ, মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ-সহ বেশ কয়েকটি প্রতিবেশী দেশের শীর্ষ নেতাদের আমন্ত্রণ জানাতে পারে ভারত । বুধবার সূত্রের তরফে এমনটাই জানা গিয়েছে ।এবারের লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি ভারতীয় জনতা পার্টি । সরকার গড়তে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স অর্থাৎ এনডিএ (এনডিএ) জোটের উপর ভরসা রাখতে হয়েছে

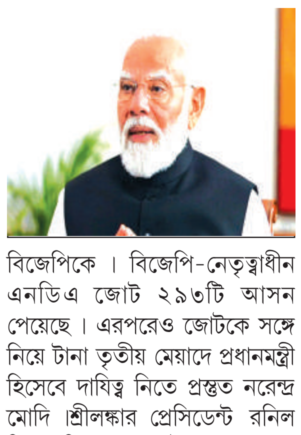

বিজেপিকে । বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট ২৯৩টি আসন পেয়েছে । এরপরেও জোটকে সঙ্গে নিয়ে টানা তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দাযিত্ব নিতে প্রস্তুত নরেন্দ্র মোদি ।শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টে রনিল বিক্রমাসিংহের কার্যালয়েত তরফে জানিয়েছে, মোদির তরফে প্রেসিডেন্টকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানা হয়েছে এবং এই আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছেন বিক্রমাসিংহে । জানা গিয়েছে, বিক্রমাসিংহে নির্বাচনে জয়ের জন্য মোদিকে ফোনে অভিনন্দনও জানিয়েছেন । বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গেও ফোনে কথা হয়েছে নরেন্দ্র মোদির । তিনি মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন । পাশাপাশি মোদিও হাসিনাকে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি তা গ্রহণ করেছেন বলে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গিয়েছে ।সূত্রের খবর, একইসঙ্গে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহল প্রচন্ড, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ জগনাউথকে মোদির শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে । প্রচন্ডের সঙ্গে মোদি আলাদাভাবে ফোনে কথাও বলেছেন । আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণগুলি বৃহস্পতিবার পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে ।আঞ্চলিক গোষ্ঠী সার্ক (সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন) দেশগুলির নেতারা এর আগে মোদির প্রথম শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন । বিমসটেক দেশগুলির নেতারা ২০১৯ সালে মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন । যখন তিনি টানা দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হন । নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ৮ জুন শপথ নিতে পারেন ।

মুসলিমরা চাকরি, পরিশ্রুত পানীয় জল, হাসপাতাল চান না,তাই ভোট দেন মমতাকে ভরাডুবিতে সাফাই শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ভোটের ফলাফল সামনে আসার পর কাঁথির বিজেপি জেলা কার্যালয় থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শুভেন্দু অধিকারী । সেখানে তিনি কড়া ভাষায় শাসকদল ও রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের নিন্দায় সরব হন । এর পাশাপাশি, রাজ্যের অধিকাংশ মুসলিমদের উন্নয়ন বিমুখ বলেন ।লোকসভা ভোটের ফলাফলে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আসন সংখ্যার নিরিখে আমরা ২১টি আসন পাবো বলে মনে করেছিলাম । ২১ সালে ৭৭টা বিধানসভায় আমরা জিতেছিলাম । এবার একশোর কাছাকাছি বিধানসভাতে আমাদের লিড ছিল । এবারের লোকসভা ভোটে আমরা ১২টিতে জয়লাভ করেছি । একটি-দুটিতে গণনা চলছে ।এর সঙ্গেই তিনি বলেন, আমরা কেন্দ্রে ৩০০-এর কাছাকাছি আসন জিতে ক্ষমতায় এসেছে । কোনও ভাবে তৃণমূলের প্ররোচনায় পা দিতে বারণ করছি । ২০২১ এর মতো পোস্ট পোল ভায়লেন্স হবে ধরে নিয়ে আমরা কনট্রোল রুম খুলেছি । আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে কৃতজ্ঞ যে, ভোট মেটার পরও ১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখছে ।এর পর বিরোধী দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৭ লক্ষেরও বেশি ব্যবধানে জয়লাভের প্রসঙ্গে নাম না করে বলেন, ২০০৪ সালে অনিল বসু ৬ লক্ষের বেশি ভোটে জয়লাভ করেছিলেন । কিন্তু পরের ভোটে তাঁকে খুঁজেও পাওয়া যায়নি । যে নন্দীগ্রামে আমি ২০২১-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলাম, সেখানে এই ভোটে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে কয়েক হাজার ভোটে লিড দেওয়ার জন্য, জিতিয়ে দেওয়ার জন্য এখানকার মানুষকে ভোট দিয়েছেন । তার জন্য আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই ।রাজ্যের অধিকাংশ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এ রাজ্যের অধিকাংশ মুসলিমরা চাকরি চান না, পরিশুদ্ধ পানীয় জন চান না । নিজেদের উন্নয়ন চান না । তাই তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিয়েছেন । রাজ্যের মুসলমানদের প্রায় ৯০ শতাংশ মমতাকে ভোট দিয়েছেন । তাই তৃণমূল ৪৬ শতাংশ ভোট দেওয়া হয়েছে । দিলীপ ঘোষকে তো হারিয়ে দেওয়া হয়েছে । এটা কি প্রকৃত ভোটের ফলাফল? দিলীপ ঘোষকে পুনরায় রাজ্য সভাপতি দাবি প্রসঙ্গে শুভেন্দু জানান, এ বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না । আমি তো আর রাজ্য সভাপতি ঠিক করি না । আমাদের আরও কাজ করতে হবে । আমরা একমাত্র বিরোধী পার্টি যাদের জনগণ স্বীকৃতি দিয়েছে। আপনি জিতলে যেমন পুষ্পবৃষ্টি হবে, তেমনই হারলে তিরস্কার শুনতে হবে । শেষে সন্দেশখালির নিয়ে শুভেন্দু জানান, ওখানে পরাজয়ের কোনও কারণ নেই । সেখানে পুলিশ প্রশাসনের ম্যাল প্র্যাকটিস হয়েছে । ওখানে আশ্চর্য-আশ্চর্য ফল হয়েছে । এ রাজ্যে আমাদের লড়াই চলছে চলবে

বুধে হাজিরা দেননি,ঋতুপর্ণাকে ফের সমন ইডি-র, এবার আগামী সপ্তাহে হাজিরার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ লিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে ফের ডেকে পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে আগামী সপ্তাহে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি-র দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে ইডি দফতরে বুধবার ডেকে পাঠানো হয়েছিল ঋতুপর্ণাকে। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, আগামী সপ্তাহে তাঁকে আবার সিজিও দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছে। যদিও আনুষ্ঠানিক

ভাবে এই বিষয়ে সবিস্তারে কিছু জানায়নি ইডি। ওই সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, প্রায় কোটির অঙ্কে আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে জানতেই ঋতুপর্ণাকে তলব করা হয়েছে।রেশন দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে ইডি দফতরে বুধবার ডেকে পাঠানো হয়েছিল ঋতুপর্ণাকে। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। সূত্রের খবর, বিদেশে থাকার কারণে ইডি দফতরে যেতে পারেননি ঋতুপর্ণা। এ কথা তিনি ইডি আধিকারিকদের ইমেল করে জানিয়ে দেন। এ-ও জানান, বৃহস্পতিবারের পর তাঁকে ডাকা হলে তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে যেতে পারবেন।এর আগেও ঋতুপর্ণাকে তলব করেছিল ইডি। তবে অন্য মামলায়। অর্থলগ্নি সংস্থা রোজভ্যালির আর্থিক নয়ছয়ের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২০১৯ সালে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। হাজিরাও দিয়েছিলেন তিনি। তার পর আবার বুধবার তলব করা হয় রেশন দুর্নীতি মামলায়।রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্য, রেশন ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান-সহ শাসকদলের কয়েক জন নেতা ও তাঁদের ঘনিষ্ঠকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে ইডি। রেশন দুর্নীতির তদন্তেই সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়ে গত ৫ জানুয়ারি আক্রান্ত হয়েছিলেন ইডির আধিকারিকেরা।

উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং করতে গিয়ে বিপর্যয়, মৃত ৯, উদ্ধার ১৩, মৃতের সংখ্যা বেড়ে নয়

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ উত্তরাখণ্ডের দুর্গম পার্বত্য এলাকায় ট্রেকিংয়ে গিয়েছিল ২২ জন ট্রেকারের একটি দল। কিন্তু সেখানে গিয়ে খারাপ আবহাওয়ার জেরে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছিল তাঁদের। এর জেরেই ওই দলের পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। ওই ট্রেকার দল সহস্ত্র ট্রেকে গিয়েছিল। তবে প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই দলের ন'জনের মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ জনের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এখনও পর্যন্ত। বুধবার থেকে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারও তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।গত ২৯ মে

উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী-টিহরী সীমানায় সহস্ত্র তাল অভিযানে গিয়েছিলেন ২২ জন। পাহাড়ের ১৫ হাজার ফুট উচ্চতায় ওঠার পর নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল দলটি। সেই দলে কর্নাটকের ১৮ জন ছিলেন। এক জন মহারাষ্ট্রের এবং তিন জন গাইড ছিলেন। ৭ জুন তাঁদের ফেরার কথা ছিল। উত্তরকাশীর জেলাশাসক মেহেরবান সিংহ বিস্ত জানিয়েছেন, খারাপ আবহাওয়ার জন্য মঙ্গলবার বিকেল ৪টের সময় ওই দলটি কুরফিতে আটকে পড়েছিল। জেলাশাসক আরও জানিয়েছেন, উত্তরাকাশী এবং টিহরী বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্রের কাছে খবর পৌঁছতেই রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি দল উদ্ধারকাজে নামে। যেখান থেকে ট্রেকিং শুরু হয়েছিল, সেই কুশ কল্যাণ বেস ক্যাম্পে যায় বিপর্যয় মোকাবিলা দল। তল্লাশি অভিযান এবং উদ্ধারকাজের জন্য দু'টি হেলিকপ্টারও নামানো হয়। উদ্ধারকাজে নামে বায়ুসেনাও। মঙ্গলবার থেকে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া আর দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় উদ্ধারে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। দু'দিন ধরে উদ্ধারকাজ চালিয়ে ১৩ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবারেই পাঁচ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার আরও চার জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পাঁচটি দেহ উদ্ধার হলেও এখনও বাকি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

তৃণমূলের চিন্তার কারণ এখন পুরসভার শোচনীয় ফল!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ উত্তরবঙ্গের গুটিকয়েক আসন বাদ দিলে দক্ষিণে কার্যত নিরঙ্কুশ জয় ঘরে তুলেছে তৃণমূল। নির্বাচনে বিপুল সাফল্য এলেও শহরাঞ্চলের ভোটারদের তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা শাসক দল তৃণমূলকে চিন্তায় রাখল। পুরসভার ফলে পাহাড় থেকে সমতল- সর্বত্রই এক ছবি। নিজেদের দখলে থাকা পুরসভায় পিছিয়ে পড়ার পাশাপাশি পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান থেকে শুরু করে ধরাশায়ী হয়েছেন হেভিওয়েটরাও। পর্যালোচনায় উঠে আসছে খারাপ পরিষেবা থেকে শুরু করে দুর্নীতি এমনকী, তোলাবাজির অভিযোগও। দলের নেতৃত্ব অবশ্য মানছেন, খামতি কোথাও একটা রয়েছে। আপাতত সেই খামতি পূরণই তাঁদের কাছে 'প্রাইম টাস্ক'। উত্তর এবং দক্ষিণ- কলকাতার দু'টি আসনের পাশাপাশি বড় ব্যবধানে জয় এসেছে যাদবপুর কেন্দ্রেও। তার মধ্যেও শাসক দলকে চিন্তায় রাখছে ওয়ার্ড ভিত্তিক ফলাফল। সেখানে বেশ কিছু আসনেই পিছিয়ে রয়েছেন শাসক দলের কাউন্সিলাররা।এদের কেউ কেউ বিধায়ক, মায় মন্ত্রীও। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩২টিতেই এগিয়ে ছিলেন ঘাসফুলের প্রার্থীরা। তথ্য অনুযায়ী, এবারে ১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৪৯টি ওয়ার্ডে পিছিয়ে

পড়েছে তৃণমূল। এর মধ্যে ৪৫ জনই শাসক দলের কাউন্সিলার। রয়েছেন পাঁচ মেয়র পারিষদ সদস্যও। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটেও তৃণমূল ৫১টি ওয়ার্ডে বিজেপির তুলনায় কম ভোট পেয়েছিল।এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, 'বিধানসভা-লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট আলাদা। পুর ভোটে এই ফল থাকবে না। তবে কেন এমন হলো তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে।' দক্ষিণ কলকাতার ৮৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে এবারে ২১টিতে পিছিয়ে পড়েছে তৃণমূল। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে এরমধ্যে ৮১টি ওয়ার্ড দখলে রেখেছিল তারা। তবে স্বস্তির খবর একটাই, এখানে সবকটি বিধানসভাতেই শাসক দল এগিয়ে রয়েছে। কলকাতা উত্তরের ৬০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি ওয়ার্ডে জোড়াফুল শিবির পিছিয়ে পড়েছে। পাশাপাশি শ্যামপুকুর এবং জোড়াসাঁকো বিধানসভাতেও এগিয়ে গিয়েছে বিজেপি।রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত, পরিষেবা একটা বড় কারণ। পানীয় জলের পাশাপাশি জঞ্জাল অপসারণ নিয়ে বেশ কিছু ওয়ার্ডে অভিযোগ রয়েছে। এলাকায় জল জমার অভিযোগ নিয়ে সম্প্রতি মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এক কাউন্সিলার। এর পাশাপাশি শহর কলকাতায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, দুর্নীতি। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষা থেকে রেশন, দুর্নীতির অভিযোগ ঘিরে বিতর্কের পাশাপাশি বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার শহুরে ভোটারদের তৃণমূল-বিমুখ করেছে।কলকাতার পাশাপাশি শহরতলিতেও খারাপ ফল চিন্তায় রেখেছে শাসক দলকে। বারাসত লোকসভার চারটি পুরসভাতেই তৃণমূলের ফল শোচনীয়। বারাসত পুরসভার ৩৫ টি ওয়ার্ডের মধ্যে শাসক দল এগিয়ে মাত্র ৬টি ওয়ার্ডে। অশোকনগর পুরসভাতেও ২৩ টির মধ্যে মাত্র ৬টি ওয়ার্ডে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী, জেলবন্দি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কেন্দ্র হাবড়া পুরসভায় সবকটি কেন্দ্রেই পিছিয়ে তৃণমূল। একমাত্র মধ্যমগ্রাম পুরসভার ২৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৮টিতে বিজেপির থেকে এগিয়ে রয়েছে জোড়াফুল।বনগাঁ পুরসভায় ২২টির সবকটিতেই ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। এখানকার প্রাক্তন পুরপ্রধান শঙ্কর আঢ্যও রেশন দুর্নীতিতে জেল বন্দি। এখানে এটাই ভরাডুবির মূল কারণ বলে ধারণা শাসক দলের নেতাদের। গোবরডাঙ্গা পুরসভার ১৭ টির মধ্যে ১৫টিতেই পিছিয়ে তৃণমূল। দুর্নীতির পাশাপাশি পুর পরিষেবাও এর পিছনে বড় কারণ বলে মনে করছে শাসক দল। পূর্ব বর্ধমান কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৬০ হাজারেরও বেশি ভোটে তৃণমূল প্রার্থী শর্মিলা সরকার জয়ী হলেও সেখানে কাঁটা হয়ে রয়েছে এই কেন্দ্রের তিনটি পুর এলাকার ফল। কাটোয়া, কালনা এবং দাঁইহাট তিনটি পুর এলাকাতেই পিছিয়ে থেকেছেন শর্মিলা। এক্ষেত্রে সংগঠনিক দুর্বলতার মতো বিষয়ের সঙ্গে উঠে এসেছে পুর পরিষেবা নিয়ে নাগরিকদের অসন্তোষ। এরই পাশাপাশি জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম হোক বা উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্র। সর্বত্র ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। এখানে পিছিয়ে পড়ার কারণ, পরিষেবা নিয়ে বাসিন্দাদের অসন্তোষ বলেও মত বাসিন্দাদের।

লক্ষ্মী ভাণ্ডারই অস্ত্র! ঘরের লক্ষ্মীরা তাই পদ্ম থেকে বিরত

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃভোট-যুদ্ধের প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্তিনে ছিল লক্ষ্মী-ভাণ্ডার প্রকল্প। মোকাবিলায় বিজেপির হাতে কী ছিল? লোকসভা ভোটে একগুচ্ছ আসন খুইয়ে বাংলার পদ্ম নেতাদের অনেকেই ঘনিষ্ঠমহলে বলছেন, নানারকম বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ছাড়া সেরকম কিছুই ছিল না, যা দিয়ে তৃণমূলের লক্ষ্মী-ভাণ্ডার অস্ত্র ভোঁতা করা যায়।২০২১-এ ভোটে জিতে লক্ষ্মী-ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের ঠিক আগে প্রকল্পের টাকা ৫০০ থেকে বাড়িয়ে মাসিক ১০০০ করে দেন মমতা। তাঁর দাবি অনুযায়ী, এই প্রকল্পের সুবিধা পায় বাংলায় ২ কোটি ১৫ লক্ষেরও বেশি মহিলা। প্রত্যাশিত ভাবেই ভোট-প্রচারে তৃণমূল নেতৃত্ব হাতিয়ার করেন লক্ষ্মী-ভাণ্ডারকে।তৃণমূল যখন এই প্রকল্পের সাফল্য ঢাক পিটিয়ে প্রচার করছে, তখন বিজেপির দিক থেকে লক্ষ্মী-ভাণ্ডার নিয়ে ভেসে এসেছে শুধুই কটাক্ষ। কোচবিহারের বিজেপি নেত্রী দীপা চক্রবর্তীকে এ কথাও বলতে শোনা যায়, তিন মাস পরই লক্ষ্মী ভাণ্ডার বন্ধ হয়ে যাবে- যা তৃণমূলের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দেয়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর প্রায় সব সভা থেকেই সে কথা উল্লেখ করে বিজেপিকে আক্রমণ করা শুরু করেন।বিজেপি মনে করছে, এর প্রভাব ভোটবাক্সে পড়েছে। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, 'লক্ষ্মী-ভাণ্ডার প্রকল্পের কারণে রাজ্যের মানুষ ঢেলে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে, এ কথা আমরা মনে করি না। কিন্তু আমাদের কোচবিহারের এক নেত্রীর বক্তব্যকে সম্বল করে তৃণমূল প্রচার শুরু করে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মী ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবে। এর প্রভাব পড়েছে। কিছু মানুষ সেটা বিশ্বাস করেছে। সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণেই আমরা সর্বত্র তৃণমূলের সেই প্রচারের মোকাবিলা করতে পারিনি।'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লক্ষ্মী-ভাণ্ডার প্রকল্প যে বিজেপির বিড়ম্বনা বাড়াবে, তা প্রথমে কিছুটা আঁচ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি নির্বাচনী সভা থেকে প্রতিশ্রুতি দেন, বিজেপি বঙ্গে ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ভাতা বাড়িয়ে দু'হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এরপরই শুভেন্দুকে বলতে শোনা যায়, বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে অর্থের পরিমাণ তিন হাজার টাকা হবে।এ পর্যন্ত তা-ও ঠিক ছিল। এর পর বাংলায় ভোটে প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর প্রতিশ্রুতি ছিল, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ভাতা একশো টাকা করে বাড়ানো হবে!'- যা শুনে রাজ্যের বহু মানুষের মতো চমকে ওঠেন বাংলার বিজেপি নেতারাও। ভোটের মরশুমে বিভ্রান্তি ছড়ায়, লক্ষ্মী ভাণ্ডারের পরিণতি ঠিক কী হবে? সুকান্তর কথামতো দু'হাজার টাকা? শুভেন্দুর প্রতিশ্রুতি মেনে তিন হাজার? শাহের আশ্বাসে ১০০ টাকা বা।বে? নাকি কোচবিহারের ওই বিজেপি নেত্রীর হুঁশিয়ারিই সত্যি হবে!বঙ্গ-বিজেপির একাংশের উপলব্ধি, লক্ষ্মী-ভাণ্ডার সংক্রান্ত এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারগুলিই তৃণমূলের মহিলা ভোটব্যাঙ্ক আরও অটুট করেছে। বুধবারই বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ রাজ্য সরকারের লক্ষ্মী-ভাণ্ডার প্রকল্পকে ঢালাও সার্টিফিকেট দিয়ে বলেন, 'লক্ষ্মী-ভাণ্ডার একশো শতাংশ এফেক্ট করেছে এ বারের ভোটে। আমাদের দলের কর্মীদের স্ত্রীও লক্ষ্মী ভাণ্ডারের জন্য তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন।'

বারামতীতে জয়ে আনন্দিত সুপ্রিয়া সুলে, সমর্থনের জন্য ভোটারদের জানালেন ধন্যবাদ

বারামতী, ৬ জুন ঃ মহারাষ্ট্রের বারামতী তাঁর নির্বাচনী কেন্দ্র হিসেবেই পরিচিত, এবারই নিজের কেন্দ্র বারামতীতে জিতেছেন এনসিপি-এসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে। এই জয়ের জন্য বারামতীর ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। সুপ্রিয়া বলেছেন, যারা আমাকে সমর্থন করেছেন আমি তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই জয় ভোটার ও আমার দলের নেতা-কর্মীদের।বৃহস্পতিবার পুণে-তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুপ্রিয়া বলেছেন, আমাদের জন্য এই বছর কঠিন ছিল। এই নির্বাচনে কৃষকদের সমস্যা, জল সংকট, বেকারত্ব এবং দুর্নীতি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়েছিল। ভোটাররা আয়কর, সিবিআই, ইডি প্রত্যাখ্যান করেছে... আজ থেকে আমরা রাজ্যের খরা-পীড়িত এলাকা পরিদর্শন শুরু করব।

এনডিএ-শরিক হবে না মেঘালয়ের 'ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি', স্পষ্ট করলেন দলের সভাপতি

শিলং, ৬ জুন ঃ বিজেপি নেতৃত্বাধীন ' ন্যাশানাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স' (এনডিএ)-এর শরিক হবে না মেঘালয়ের ' ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি' (ভিপিপি)। দল ধর্মনিরপেক্ষ এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। স্পষ্ট করেছেন ভিপিপি সভাপতি আর্ডেন্ট মিলার বাসাইয়াওমইত। বৃহস্পতিবার আর্ডেন্ট মিলার বাসাইয়াওমইত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, তাঁরা বিভিন্ন ধারায় বিশ্বাসী এবং নীতিধারী রাজনৈতিক দলগুলির সাথে জোট গঠন থেকে বিরত থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ভিপিপি-র প্রতিশ্রুতি এবং সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর জোর দিয়ে বলেন, তাঁরা দেশ তথা দেশের জনগণের সমর্থন করেন।তাই, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার তাগিদে তাঁরা ইন্ডি জোটকে সমর্থন করতে পারেন, বলেন বাসাইয়াওমইত। তিনি বলেন, তবে এখনই ভিপিপি আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডি জোটের অংশীদার হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি। প্রয়োজনে সমর্থন করার কথা ভাবা হবে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, শিলং সংসদীয় আসনে ভয়েস অব দ্য পিপল পার্টি-র প্রার্থী ড. রিকি অ্যান্ড্রু জে সিংকন বিজয়ী হয়েছেন। কংগ্রেস প্রার্থী তিনবারের সাংসদ ভিনসেন্ট এইচ পালাকে ৩,৭১,৯১০

সংকটে শহর!বন্ধ ৫ টি প্ল্যাটফর্ম, শিয়ালদহে ঢুকবে না ১৪৭ টি ট্রেন!

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃশুক্র থেকে রবি শিয়ালদহ শাখায় প্রচুর ট্রেন বাতিল, বন্ধ ৫ টি প্ল্যাটফর্ম। ১৪৭টি লোকাল ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে না এসে দমদম জংশন অথবা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন দিয়ে গন্তব্যে যাতায়াত করবে।বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে রবিবার বেলা ২টো পর্যন্ত শিয়ালদহ স্টেশনে ২১ টির মধ্যে ১৬ টি প্ল্যাটফর্ম চালু থাকবে। মোট ৪০০ কর্মী টানা কাজ করবেন।নৈহাটি, কল্যাণী, কল্যাণী সীমান্ত, ব্যারাকপুর, রানাঘাট, শান্তিপুর, বনগাঁ, হাসনাবাদ লোকাল ঢুকবে না শিয়ালদহ স্টেশনে।শিয়ালদহ ডিভিশনে বারো বগির ট্রেন চালানোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ, এবং নন ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলবে বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকেই। ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ১৭ জুন থেকে দমদম স্টেশনের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে ফের।৩০ তারিখের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ হবে বলে জানা গিয়েছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শিয়ালদহ স্টেশনের ২১ টি প্ল্যাটফর্মের সবকটিই ১২ বগির লোকাল ট্রেন ঢোকার উপযুক্ত হয়ে যাবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭জুন মার্ট ঃশুক্রবার, ২৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২৪ জ্যৈষ্ঠ মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৪ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩
পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১
পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২
পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১
পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩
পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১
পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১
পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২
পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৭শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল -৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০২মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। আজ, আপনি অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। সংসারে শান্তি হতে পারে। **বৃষভ রাশিঃ**আধ্যাত্মিক চেতনার উত্থান কোন সাধু ব্যক্তির কাছ থেকে স্বর্গীয় জ্ঞান আহরণের জন্য আপনাকে কোন ধর্মীয় স্থানে পরিদর্শন করাতে পারে।শুভদিন। **মিথুন রাশিঃ**যদি আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হবে। অর্থ ব্যয় **কর্কট রাশিঃ**আপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। অনুগ্রহপূর্ণভাবে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করুন।। **সিংহ রাশিঃ**খাওয়া এবং পান করার সময়ে সাবধান হোন। অসাবধানতা আপনাকে অসুস্থ করতে পারে। দীর্ঘসময়ের স্থগিত বকেয়া এবং পাওনাগুলি শেষমেশ পুনরুদ্ধার করা যাবে। **কন্যা রাশিঃ**আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। **তুলারাশিঃ**আপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। অনুগ্রহপূর্ণভাবে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করুন। বিবাহের যোগ হবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্লান্ত এবং অবসন্ন হয়ে পাবেন। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না।। **ধনু রাশিঃ**আপনার সংদেহ প্রকৃতি আপনাকে পরাজয়ের মুখ দেখাতে পারে।। **মকর রাশিঃ**বাইরের কাজকর্ম আপনাকে লাভ দেবে। দুর্গের মত শৈলীতে ভালোবাসা এবং সর্বদা নিরাপত্তার চিন্তা কেবলমাত্র আপনার শারীরিকের পাশাপাশি মানসিক বিকাশকেই ব্যাহত করে। আর্থিক উন্নতি হবে **কুম্ভ রাশিঃ**অত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। **মীন রাশিঃ**অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে।সময়ের ভালবাসা আপনার প্রিয়জনের জন্য ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হবে।

বিরোধীদের ওপর শাসক ঘনিষ্ঠ দূস্কৃতিদের আক্রমন চলছে জয়নগর লোকসভার একাধিক বিধানসভায়

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ জুনঃ ভোট পরবর্তী সন্তাস চলছে রাজ্য জুড়ে। ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে শাসক বিরোধীদের ঘরবাড়ি ভাংচুর, হুমকি ও বাড়ি ছাড়ানোর ভয় দেখানো চলছে। এক্ষেত্রে বিরোধীদের কোনো অভিযোগ নিতে চাইছে না পুলিশ বলে অভিযোগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৃনমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ও ঘটছে। বুধবার রাতে জয়নগর লোকসভার একাধিক অঞ্চলে বিরোধী বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর হুমকি ও বাড়ি ভাংচুরের ঘটনা চলছে।অভিযোগ তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। তবে তৃনমূল কংগ্রেসের তরফে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। জানা যায়,বুধবার রাতে জয়নগর লোকসভার বাসন্তী বিধানসভার জ্যোতিষপুর ও মসজিদবাটি পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ঘরবাড়ি ভাংচুর করার পাশাপাশি তাদের মারধর ও করা হয়েছে। বুধবার রাতে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার মিডিয়া ইনচার্জ ও মুখপাত্র সঞ্জয় নায়েকের ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার দিঘিরপাড় পঞ্চায়েতের উওর কড়াকাঠির বাড়িতে হামলা চালায় তৃনমূল দুস্কৃতি বলে অভিযোগ। এব্যাপারে আক্রান্ত সঞ্জয় নায়েক বলেন, ফল প্রকাশের পর থেকে তৃনমূল ক্রমাগত আমাদের কর্মীদের ওপর আক্রমন করছে সারা জেলা জুড়ে।বহু কর্মী সমর্থক ঘরছাড়া। বুধবার রাতে আমার বাড়িতে প্রবীর মন্ডলের নেতৃত্বে প্রায় ১৫ জন তৃনমূল আশ্রিত দুস্কৃতি দল আমার বাড়িতে আক্রমন করে। প্রথম সদর দরজায় রড,লাঠি লাথি,ইট ও অস্ত্র দিয়ে আমার দরজা ভাঙে।জানলা ভাঙে এবং আমাকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। শাসকদলের এই অত্যাচারে পুলিশ কোনো অভিযোগ নেয় না।

আমাদের কর্মীরা ভীত সন্ত্রস্ট। তবে তাদের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক পরেশরাম দাস। তিনি বলেন ওটা ওদের গোষ্ঠী কোন্দলের ফল। এর সাথে আমাদের কোনো কর্মী সমর্থক যুক্ত নয়। বৃহস্পতিবার সকালে ও ক্যানিং পূর্ব, পশ্চিম ও বাসন্তীর একাধিক জায়গায় বিরোধীদের ঘরভাঙা, জমিদখল, প্রানে মারার অভিযোগ উঠছে।সব মিলিয়ে সরকার শান্ত থাকার বার্তা দিলেও অশান্ত জয়নগর লোকসভা সহ একাধিক লোকসভা কেন্দ্র।

দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, বেতন সহ বিভিন্ন দাবিতে হাওড়া পুরসভায় স্বাস্থ্য কর্মীদের বিক্ষোভ

পুরসভার গেটের বাইরে রাস্তায় বসে অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ জুনঃ দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, নিয়মিত বেতন সহ বিভিন্ন দাবিতে হাওড়া পুরসভায় স্বাস্থ্য কর্মীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে বিক্ষোভ দেখান। পরে তাঁরা পুরসভার গেটের বাইরে রাস্তায় বসে অবরোধ শুরু করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হাওড়া থানার পুলিশ। অবরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। পরে পুর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কর্মরত স্বাস্থ্য বিভাগের মহিলা কর্মীরা এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, গত তিনমাস ধরে তাঁরা কাজের টাকা পাচ্ছেন না। তাঁদের দৈনিক মজুরির টাকা বৃদ্ধি করা হচ্ছেনা। তাঁদের দিয়ে ফোনে অ্যাপসের মাধ্যমে কাজ করানো হচ্ছে যার ঘোরতর বিরোধী তাঁরা। ফোনের এই অ্যাপসের কাজের জন্যে আলাদা নেটের খরচ দেওয়া হচ্ছেনা। ডোর টু ডোর ঘুরে ডেঙ্গু, সার্ভে, বর্জ্য সংগ্রহ সহ বিভিন্ন কাজ করানো হচ্ছে তাঁদের দিয়ে। অথচ উপযুক্ত পারিশ্রমিক মিলছে না। সব মিলিয়ে কয়েক হাজার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী এদিন জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখান। অবরোধকারী শিখা গোস্বামী বলেন, এখন আমাদের দৈনিক মজুরি ১৭৫ টাকা করে। কিন্তু আদতে দৈনিক মজুরি ২৭৫ টাকা। বেতন কমে যাচ্ছে কেন ? আমাদের মেয়েরা কোনও অ্যাপসে কাজ করবে না। ১০ তারিখ থেকে অ্যাপসের কাজ বন্ধ করে দেব। আমরা ফরম্যাটের কাজ করতে চাই। কিন্তু পুরসভার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে অ্যাপসেই কাজ করতে হবে। আমরা মজুরি পাচ্ছি না। বলা হচ্ছে যারা অ্যাপসে কাজ করতে পারবে না তারা বসে যাক। আরেক আন্দোলনকারী বলেন, আমাদের ৩ মাস বেতন নেই। কিন্তু দিনে দিনে কাজ বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের মজুরি নেই। ফোনের রিচার্জ করব কিভাবে ? আমদের নির্মল সাথী সহ সব কাজ করতে হয়। আগে আমরা ৩০ দিনের মজুরি পেতাম। এখন ২৬ দিনের হয়ে গিয়েছে। চাকরিতে সকলের প্রমোশন হয়। আমাদের ডিমোসন হচ্ছে।

আমরা কাজ করব কিন্তু মজুরি বাড়াতে হবে। আশা কর্মীদের টাকা বাড়ানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ আমাদের টাকা বাড়ানো হোক। এখানে আমাদের কথা শোনা হচ্ছে না। আরেক আন্দোলনকারী সুপর্ণা দত্ত বলেন, আমরা হেলথের ডোর টু ডোর ঘুরে কাজ করি। আমাদের কেউ কোনওরকমভাবে সাহায্য করেনা। আমাদের দিয়ে সবরকম কাজ করানো হয়। কিন্তু ৩ মাস ধরে বেতন দেওয়া হচ্ছেনা। অথচ কাজ বাড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের অ্যাপসে কাজ করতে বলা হচ্ছে।

কিন্তু নেটের টাকা দেওয়া হয় না। আমাদের যা টাকা দেওয়া হয় সেই টাকায় কাজ করা যায় না। আমদের দাবি মজুরি বাড়াতে হবে।

ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত ভাঙড়

ভাঙড়, ৬ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই কার্যত বারুদের স্তপে পরিণত হয়েছিল ভাঙড়। দফায় দফায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ যেন ভাঙড়ে নিত্যদিনের সঙ্গী। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকে ভাঙড় বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে আসছে। বুধবার রাতেও আবার নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়িয়েছে ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ভোগালী ২ নম্বর পঞ্চায়েতের ভুমরু এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, কিছু তৃণমূল কর্মী এদিন আবির খেলার পর এলাকার পার্টি অফিসে বসেছিল। অভিযোগ, সেই সময় আইএসএফের লোকজন ওই তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালায়। বেধড়ক মারধর করা হয়। তাতেই রক্তাক্ত হন বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁদের উদ্ধার করে নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়ে যায় শোরগোল। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে উত্তর কাশিপুর থানার পুলিশ। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তপ্ত এলাকাকে শান্ত করার চেষ্টা চলে। যদিও এখনও পর্যন্ত এ ঘটনায় আইএসএফের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনে ভোট গণনার দিন ভাঙড় বিধানসভা থেকে উদ্ধার হয়েছিল তাজা বোমা।

আবারো ভোট মিটে যাওয়ার পর হাতিশালা মিদ্দেপাড়া এলাকায় ভাঙড়ের আইএসএফ নেতার লালচাঁদ মোল্লার কাঠের ঘর থেকে বারোটি তাজা বোমা দেখতে পায় স্থানীয়রা। এরপর স্থানীয়রা তড়িঘড়ি খবর দেয় পোলেরহাট থানাতে। ঘটনাস্থলে পোলেরহাট থানার পুলিশ পৌঁছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছাড়াই এলাকায় স্থানীয় তৃণমূলের দাবি এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য এলাকায় বোমা মজুদ করছিল আইএসএফের নেতারা। উভয় দুটি ঘটনায় আইএসএফের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পোলেরহাট থানার পুলিশ।

অমৃতা সিনহার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন, এখনই হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বিচারপতি অমৃতা সিংহের বিচার্য বিষয় বদলের আবেদনে এখনই হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৌশিক চন্দ এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এই মামলায় এখনই কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না। মামলাটি ফেরত পাঠানো হয়েছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে।কোনও বিচারপতির রায় পছন্দ না হলে তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা, বিচারপতির এজলাসের সামনে ধর্না এমনকী প্রধান বিচারপতির কাছে কোনও বিচারপতির এজলাস থেকে মামলা সরিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন, কলকাতা হাইকোর্টে এ যাবৎ কালে এমন সব ঘটনাই দেখা গিয়েছে। কিন্তু এবার হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলা দায়ের নজিরবিহীন বলেই মত আইনজীবী মহলের। বিচারপতি সিনহার স্বামীর বিরুদ্ধে একটি মামলায় খবরদারির অভিযোগে পুলিশ তদন্ত শুরু হয়েছিল। সেই মামলায় বিচারপতি সিনহার নামও জড়িয়ে যায়। এই অবস্থায় তাঁর এজলাস থেকে পুলিশ সংক্রান্ত বিচারের দায়িত্ব সরিয়ে দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। যদিও এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আইনজীবী মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রতি হাইকোর্টের বিচারপতিদের বিচার্য বিষয়ে বড়সর পরবর্তন এসেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১০ জুন হাইকোর্টের গরমের ছুটির পর থেকে পুলিশ সংক্রান্ত মামলা বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। এতদিন এই সংক্রান্ত মামলা শুনছিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। একইসঙ্গে, বিচারপতি সেনগুপ্তর এজলাস থেকেও সরে যাবে পুলিশি মামলা। ছুটির পর সেখানে উচ্চ-শিক্ষা বা হায়ার এডুকেশন সংক্রান্ত মামলার শুনানি হবে। এছাড়াও পুরসভা সংক্রান্ত মামলা শুনবেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয় মিছিল ও বৃক্ষরোপণ

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৬ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর বিজয় মিছিল থেকে বৃক্ষরোপণ তৃণমূল কংগ্রেসের। রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল সাফল্যের পরেও তেমনভাবে বিজয় মিছিল চোখে পড়ছে না। তবে স্থানীয় ভিত্তিতে বুথের কর্মীরা বিজয় মিছিল করছে কয়েকটি জায়গায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়ার শ্যামপুর বিধানসভা এলাকার আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের জামিরায় বিজয় মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। সবচেয়ে বড় বিষয় এই বিজয় মিছিল থেকে লাগানো হলো রাস্তার ধারে একাধিক চারাগাছ গাছ। যা এই মুহূর্তে একটি নজির বলে মনে করছে সকলে। বিজয় মিছিল থেকে গাছ লাগানোর ঘটনায় রীতিমতো উচ্চশিত পরিবেশকর্মীরা। পরিবেশ কর্মীদের অভিমত যেভাবেই হোক গাছ লাগানো হচ্ছে এটাই বড় কথা। উল্লেখ্য নির্বাচনের পরেই ওই এলাকায় বিজেপির সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অশান্তি হয়েছিল কিন্তু নির্বাচনে ফল প্রকাশের পরে ওই এলাকায় বিজয় মিছিল করে এবং গাছ লাগিয়ে শান্তির বার্তা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। জানিয়েছেন আমরদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামল মন্ডল,আমড়দহ পঞ্চায়েতের প্রধান মৌসুমী মাইতি, পঞ্চায়েতের সদস্য সোয়েব মীর প্রমুখ।

ধৃত চার হেভিওয়েট আইএসএফ নেতা

ভাঙড়, ৬ জুনঃ ভোট পরবর্তী হিংসায় ভাঙড়ে গ্রেপ্তার চার হেভিওয়েট আই এস এফ নেতা। ধৃতদের নাম ওহিদুল ইসলাম, কারিমুল ইসলাম, ইছা মোল্লা ও বাবর আলি। ওহিদুল কাটাডাঙা গ্রামের বাসিন্দা, তিনি ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। কারিমুল চালতাবেড়িয়া এলাকার দাপুটে নেতা। তিনদিন আগে বোমা তৈরি করার সময় পঞ্চায়েত সদস্য আজহারউদ্দিন সহ পাঁচজন গুরুতর জখম হন। সেই ঘটনায় কারিমুল ও ওহিদুল জড়িত এমনটা প্রমান পাওয়ার পর উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। আর চন্ডিহাট গ্রামের বাসিন্দা ইছা মোল্লা ও বারব আলির কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ভোট পরবর্তী একাধিক হিংসায় জড়িত তাঁরা। ধৃতদের বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক প্রত্যেকের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বৃক্ষরোপণ সহ নানা অনুষ্ঠানে পালিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৬ জুনঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হলো পদযাত্রা বৃক্ষরোপণ সহ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আজ বুধবার ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস,ঐই উপলক্ষে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের হাওড়া ডিভিশনের উদ্যোগে ও কুলটিকরি মাদার টেরিজা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শ্যামপুর মন্ডলপাড়া বুষ্টিং পাম্প স্টেশনের চত্বরে অনুষ্ঠিত হলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও পরে পরিবেশ বাঁচানোর আহ্বান, বৃক্ষরোপণ, ও জল অপচয় বন্ধ করার আহ্বান সম্বলিত প্লাকার্ড হাতে নিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ শ্যামপুর মন্ডলপাড়া বুষ্টিং পাম্প স্টেশনের কাছ হতে পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় শ্যামপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত,পরে সেখানে পরিবেশ বাঁচানোর জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান উপলক্ষে কুলটিকরি মাদার টেরিজা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক দীপ প্রামানিক বলেন আমরা সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পরিবেশ বাঁচানোর জন্য আহ্বান জানাচ্ছি এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জেলা ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বসুর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এলাকায় জনসংযোগ ও জল জীবন মিশনের কর্মসূচি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং এবিষয়ে মানুষের সচেতনতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের হাওড়া জেলা ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বসু, জেলার ডি পি এম এফ শুভশ্রী ভট্টাচার্য, শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা জবা মন্ডল,কুলটিকরি মাদার টেরিজা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক দীপ প্রামানিক সহ অন্যান্য।

কোন্নগরে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত তৃণমূলই, বন্দুকের বাট দিয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ৬ জুন ঃ ভোট পরবর্তী হিংসার খবর আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। কিন্তু তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত তৃণমূলই! বন্দুকের বাট দিয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ। দুই নেতার মধ্যে গন্ডোগোলের জেরে উত্তেজনা কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টার পাড়ায়। ঘটনায় একাধিক জন আহত হয়েছেন। আহতরা ভর্তি উত্তরপাড়া হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনে জয়লাভের পর তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উন্মাদনা চলতে থাকে।বুধবার রাতে কোন্নগর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টার পাড়ায় একটি ক্লাবে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা হয় তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে। সেখানেই দুই তৃণমূল কর্মী খাবার পাতা আনতে গেলে তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বচসা হয়। ধাক্কা মেরে স্কুটি থেকে ফেলে বন্দুকের বাট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কোন্নগরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ চক্রবর্তীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অভিযোগ অস্বীকার করেছেনে কাউন্সিলর। তিনি বলেন, ''বহিরাগতরা তাণ্ডব করেছে। তার প্রতিরোধ করেছে এলাকাবাসী। আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল নেতা দিব্যেন্দু ভট্টাচার্যের অনুগামী দুই জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিব্যেন্দুর সঙ্গে বিশ্বরূপের দ্বন্দ্ব পুরনো। দিব্যেন্দু বলেন, ''ভাস্কর সাহা ও ঋক দাস দুই তৃণমূল কর্মী পাতা আনতে যাচ্ছিল রাস্তায় তাদের বেধরক মারে।

তাঁদের স্কুটিতে আগুন দেয়। কাউন্সিলের সঙ্গে লোক নেই। এর আগেও এমন করেছে। আমি দলকে জানিয়েছি। কাউন্সিলর বিশ্বরূপ চক্রবর্তীর দাবি, ''রাত বারোটার সময় কয়েকজন যুবক জোরে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল। পাড়ার লোকরা প্রতিবাদ করায় তাঁদের মারধোর করা হয়। আমি পরে খবর পেয়ে গিয়ে দেখি বহিরাগতদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে এলাকাবাসী। পাড়ার কয়েকজনও আহত হয় ঘটনায়। এখানে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কোনও বিষয় নেই।

লক্ষ-লক্ষ টাকার সরকারি পানীয় জলের লোহার পাইপ চুরির অভিযোগে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত সাত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জুন ঃ লরি বোঝাই করে লক্ষ-লক্ষ টাকার সরকারি পানীয় জলের লোহার পাইপ চুরির অভিযোগ। আগ্নেয়াস্ত্র সহ হাতেনাতে সাত জনকে গ্রেফতার করল হরিপাল থানার পুলিশ। পাশাপাশি লরিটিকেও আটক করেছে তারা। ধৃতদের কাছ উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, শাবল ও কাটার। সঙ্গে লোহার পাইপ কাটার একাধিক যন্ত্রপাতি মিলেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ছ'জনের বাড়ি মুর্শিদাবাদে। একজনের বাড়ি বিহারে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার চন্দননগর মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে হরিপাল থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, হুগলি জেলার বিভিন্ন ব্লকে পানীয় জলের পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। তবে ভোটের কারণে কাজ কয়েকদিন বন্ধ ছিল। আর সেই সুযোগ কাজে লাগায় দুষ্কৃতীরা। জেলার একাধিক ব্লক থেকে চুরি হচ্ছিল লোহার পাইপ। পুলিশ আরও জানিয়েছে, বুধবার রাতে এক দল দুষ্কৃতী হরিপাল থানার ইলিপুর শ্রীপতিপুর পঞ্চায়েতের পাশে জড়ো করে রেখেছিল লোহার পাইপগুলি। লক্ষ লক্ষ টাকার পাইপ লরি বোঝাই করে চুরির তাল করেছিল তারা।

গোপন সূত্রে সেই খবর পেয়ে হানা দেয় হরিপাল থানার পুলিশ। লোহার পাইপ বোঝাই লরি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি সাত জন দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে পাকড়াও করে।

বৃহস্পতিবার ধৃতদের চন্দনগর মহকুমা আদালতে তোলার পর পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তদন্ত শুরু করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত পরিবারের পাশে কান্দি থানা

কলকাতা, ৬ জুনঃ ফের মানবিক মুখ দেখা গেল কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহার। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি শহরের জীবধরপাড়া এলাকার বাসিন্দা ধর্ম বিত্তার বনমেরো ক্যান্সারে আক্রান্ত। বর্তমানে ধর্ম বিত্তার ব্যাঙ্গালুরু তে চিকিৎসাধীন আছেন। পরিবারের সামর্থ ছিল না সেই ভাবে চিকিৎসা করানোর জন্য। ধর্ম বিত্তার গ্রীন পুলিশের কর্মরত এবং তার বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করে সংসার চালান। ফলে চিকিৎসা করানোর জন্য সেই পরিমাণ অর্থ ছিল না পরিবারের কাছে। বিষয়টি কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহা কে জানানো হয়। বৃহস্পতিবার কান্দি থানাতে ডেকে ধর্ম বিত্তার তার বাবা রবীন বিত্তার তার হাতে এক লক্ষ টাকা তুলে দিলেন । বর্তমানে সে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। কান্দি থানার পুলিশ অফিসার ও কান্দি থানার আইসি তারা নিজেদের উদ্যোগে এই এক লক্ষ টাকা তুলে দিলেন।

ডানকুনির শ্রী শ্রী চাঁমুণ্ডা মন্দিরে ফল হারিনি কালী পূজা উপলক্ষে ভক্তদের ঢল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জুনঃ আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই শক্তিরূপে নারী পুজিতা হয়ে আসছেন। দেশে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে দুর্গা, কালি , জগদ্ধাত্রী পূজা হয়ে থাকে। অন্যায়ের প্রতীক আশুরিক শক্তির বিনাশের জন্য দেবী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। কিন্তু মনুষ্য জন্মে কোন নারীকে তার স্বামী দেবী রূপে পূজা করেছেন এমন ঘটনা সত্যিই বিরল। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ১৫৭ বছর আগে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তার স্ত্রী মা সারদাকে দেবী জ্ঞানে পুজো করেন। যা ফল হারিনি কালীপুজো নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে এই পুজো রাজ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বহু জায়গায় কোথাও বাড়িতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, আবার সার্বজনীন পূজো হিসাবেও এই পূজা হয়ে থাকে। ডানকুনিতে মনোহরপুর পল্লী মঙ্গল সমিতির সহযোগিতায় শ্রী শ্রী চাঁমুণ্ডা মন্দিরে পুরোনো রীতি মেনেই পূজা আজও হয়ে আসছে। কমিটির পক্ষে দিলীপ ঘোষ, প্রসেনজিৎ রায়, শ্যামাপদ ঘোষরা বলেন, মা এখানে শান্তরূপে পুজিতা হন। প্রাচীন রীতি মেনে আমাদের শ্রী শ্রী চাঁমুণ্ডা মন্দিরে পূজো হয়। পূজায় ভোগ তরকারি গোটা ফল সাজিয়ে নিবেদন করা হয়। শুধু তাই নয় প্রাচীন রীতি মেনে আজও ময়দার লুচি, ছোলার ডাল, খিচুড়ি, নয়টি তরকারি, ভাজা, পোলাও, চাটনি, পাপড়, দই, মিষ্টি ও পায়েস সহ কুড়িটি পদের রান্না করে মাকে ভোগ দেওয়া হয়। এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মায়ের মূর্তি উচ্চতায় পাঁচ ফুট। এখানে মাকে বেনারসি শাড়ি, মাথায় মুকুট, টায়রা ও টিকলি, গলায় হার,ও নাকে নথ পরিয়ে মেয়ের মতো সাজিয়ে পুজো করা হয়। সকালে মঙ্গল আরতি দিয়ে শুরু হয়ে হোম, যজ্ঞ, চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার মানুষের মধ্যে মায়ের ভোগ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুজো উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে সন্ধ্যায় সন্ধ্যা আরতি হয়। মন্দির কমিটির পক্ষে শ্যামাপদ ঘোষ, শ্রী বিশ্বনাথ দাস, সঞ্জয় ঘোষরা, বলেন, কয়েক হাজার ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এখানে অসংখ্য ভক্ত পূজার ডালি নিয়ে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দেন। মন্দির কমিটির সম্পাদক বলেন, তারা বাৎসরিক পুজো ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকেন। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এখানে আসেন মায়ের পুজো দেন। মায়ের বেদিতে জল ঢালেন এবং যাদের মানত করা আছে তারা দণ্ডীও কাটেন। এই পূজা উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল পুলিশ ও মহিলা পুলিশের সাথে চারিদিকে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়। সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল বাড়তে শুরু করে। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত কয়েক হাজার ভক্ত মন্দিরে চলে আসেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন ডানকুনি থানার আই,সি সহ প্রশাসনিক অধিকারীরা।

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভায় তৃণমূলের ভোট বাড়লেও কমলো বিজেপি,কংগ্রেস ও বামেদের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ জুনঃ এবারের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়ে গেছে। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে গতবারের ভোটের মার্জিন অনেকটা বাড়িয়ে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ২১৯ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে তৃতীয় বার সাংসদ হিসাবে দিল্লী গেলেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডল।তবে এই লোকসভার অধীন একটি মাত্র পুরসভা হলো জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা। যা ১৫৪ বছরের প্রাচীন। দীর্ঘদিন এই পৌরসভা জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ছিলো। গত ২০২২ সালে এই পৌরসভায় তৃণমূল ক্ষমতায় আসে। তবে রিগিং ও সন্ত্রাস করে তৃনমূল এই পৌরসভা দখল করে বলে অভিযোগ। গত ২০১৯ সালে এই পৌরসভা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন থাকা কালীন লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের প্রার্থী থাকার পরেও বিজেপির ডা.অশোক কান্ডারী ২৬৩৫ ভোটে তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডলের চেয়ে বেশি ভোট পান এই পৌরসভা থেকে। তিনি এই পৌরসভা এলাকা থেকে লিড পান। এর পরে ২০২১ সালের বিধানসভা ও ২০২২ সালের পৌরসভার নির্বাচনে তৃনমূল লিড পায়।যদিও ২০২২ সালে সন্ত্রাস, বুথ দখল করে তৃনমূল এই পৌরসভায় ক্ষমতায় আসার অভিযোগ ওঠে। তৃনমূলের দখলে বর্তমানে এই পৌরসভার ১৪ টি ওয়ার্ডের ১২ টি ওয়ার্ড কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই এর ১ টি করে ওয়ার্ড।২০১৯ সালের সঙ্গে ২০২৪ সালের ভোটের তুলনা করে দেখা গেল বিজেপি, কংগ্রেস বামজোট কিংবা এস ইউ সি আই এর ভোট কমেছে। বেড়েছে তৃনমূল কংগ্রেসের ভোট। এই বারের নির্বাচনে প্রথম এসে বেশ কিছু ভোট পেয়েছে আই এস এফ। তাছাড়া নোটায় ভোট কমেছে। গত ২০১৯ সালে এই পৌরসভা এলাকায় বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ছিলো ৮৩৯৭ টি ও তৃনমূলের ভোট ছিলো ৫৭৬২ টি ভোট। আর এবারে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট ৮১২২ টি ভোট, তৃনমূলের প্রাপ্ত ভোট ৮১৪৩ টি ভোট, এস ইউ সি আই এর প্রাপ্ত ভোট ৮৭৬ টি, কংগ্রেস বাম জোটের আর এসপির প্রাপ্ত ভোট ৬৯৮ টি, আই এস এফের প্রাপ্ত ভোট ৯৯ টি এবং নোটায় প্রাপ্ত ভোট ২০৪ টি ভোট। ২০১৯ সালে বিজেপি ২৬৩৫ টি ভোটে লিড দিলেও এবারে এই পৌরসভায় মাত্র ২১ ভোটে লিড পায় তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিমা মন্ডল। তবে এবারে এই পৌরসভার ১৪ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯ টি ওয়ার্ডে বিজেপি লিড পায়,৪ টি ওয়ার্ডে তৃনমুল লিড পায় এবং ১ টি ওয়ার্ডে তৃনমুল ও বিজেপি একটি একটি করে লিড পায়। মোট ২৭ টি বুথের মধ্যে ১৮ টি বিজেপি, ৯ টি তৃনমূল লিড পায়। এই পৌরসভার ২,৩,৪,৫,৭,৮,১০,১৩ও ১৪ নং ওয়ার্ড বিজেপি লিড পায় এবং তৃনমূল লিড পায় ১,৬,৯ ও ১২ নং ওয়ার্ডে এবং ১১ নং ওয়ার্ডে বিজেপি ও তৃনমূল একটা একটা করে লিড পায়। তৃনমুলের ভোট বাড়লেও সামনে ২০২৭ সালে এই পৌরসভার ভোট আছে, তার আগে বিধানসভার নির্বাচন। তাই এই ভোটটাকে কতটা ধরে রেখে এগোতে পারবে তৃনমূল সেটাই দেখার।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৮৮ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

দিল্লির দিকে তাকিয়ে সবাই

গোটা দেশ দিল্লির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এখন সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে কারা কারা মন্ত্রী হবেন এনডিএ গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে। এদিকে ইন্ডিয়া জোটের নেতারা উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে রাহুল গান্ধিকে সমানে রেখে মল্লিকার্জুন খড়্গে জোট ইন্ডিয়ায় সাংসদের বিরোধী দল হিসাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। সবাই ভেবেছিল যে জোট ইন্ডিয়া বলতে গেলে একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তারা নামমাত্র আসন লাভ করবে। সেটা হল না। জোট ইন্ডিয়া এনডিএ জোটের সঙ্গে বেশ কোমর বেঁধে লড়াই করে ভালো আসন সংগ্রহ করেছে। এবারে সংসদে বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকছে। শাসক দল যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে না। রামকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক ঝড় বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বিজেপি দল সেটা কিন্তু সফল হল না। সাধারণ মানুষের হাতে পয়সা নেই। সরকারি সুবিধা নেহ। ফলে সাধারণ মানুষ একেবারে রাস্তায় পড়ে মারা যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। শিল্পপতি এবং ধনী শ্রেনির দিকে বেশি করে নজর দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি হারালো বিজেপি দল। বহু মুসলমান পাকিস্তান তৈরি হলে তারা পাকিস্তান তৈরি করার বিরোধী ছিল। তাদেরকে সেই সময়ে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তাদের বক্তব্যকে গ্রাহ্য করা হয়নি। তাদের বক্তব্য এবং মতকে যদি গ্রাহ্য করা হতো তাহলে ভারত পাকিস্তান ভাগ হতো না। সাধারণ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে কংগ্রেস জোট ইন্ডিয়ার নেতারা। তার ফলে জোট ইন্ডিয়ার ওপরে সাধারণ মানুষের আস্থা বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী বাসভবনে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে উপস্থিত হয়েছেন বিহারের নেতা নীতীশ কুমার, অন্ধ্রপ্রদেশের নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু এবং মহারাষ্ট্রের নেতা একনাথ শিণ্ডে। মোদি ম্যাজিক এবং মোদি কা গ্যারান্টিকে বহু লোক প্রত্যাখান করেছে। যে কেন্দ্রীয় সরকার বয়স্ক লোকদের ৪০ শতাংশ রেলে ছাড় ছিল সফর করার সময়ে তা কেড়ে নিয়েছিল করোনা সংক্রমণের অজুহাতে। করোনা সংক্রমণ কাটলেও আর ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি বয়স্কদের রেলের সুবিধা। তারা আবার বয়স্কদের চিকিৎসার পাঁচ লক্ষ টাকা গ্যারান্টি দিচ্ছে। লোকেরা আর ভাঁওতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। সাধারণ এবং বয়স্ক মানুষের জন্য মোদি সরকার কী করেছে তার জবাব চাইতে শুরু করে দিয়েছে দেশের জনগণ। পরিযায়ী শ্রমিকেরা পথে পড়ে মারা গিয়েছে। তখন বিবেকানন্দর আদর্শের কথা ভুলে গিয়েছিল বিজেপি দল। ভোট পাওয়ার জন্য বিবেকানন্দর ধ্যানে রত ধ্যানস্থ হলেন। কিন্তু গরিবি হঠাও অভিযান নিয়ে একটি প্রকল্প তৈরি করলো না। গরিবেরা আরও গরিব হল বিজেপি সরকারের আমলে। শিল্পপতিরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কোটি পতি হণ্ডক করলো। এখন পর্যন্ত ন্যুনতম বেতন কাঠামো তৈরি করতে পারেনি কেন্দ্রীয় সরকার। এটাই বড় লজ্জা।

কুচবিহারের নারায়ণী মুদ্রা

কুচবিহার রাজগণের নিজস্ব মুদ্রা প্রচলিত ছিল এই মুদ্রা গুলিকে নারায়ণী মুদ্রা বলা হয়ে থাকে। কুচবিহার র উপাধি নারায়ণ থেকেই মুদ্রা গুলির নারায়াণী । নাম প্রাপ্ত হয়েছিল তা রাজ্যপাক্ষাণে উল্লেখ রয়েছে। তবে নারায়াণী মুদ্রায় শিবের নাম সর্বদা লিখিত হয়েছে। টঙ্ক বা টাকা অথবা মুদ্রায় একক শিবের অথবা হর-গৌরীর অথবা নাম সংযুক্ত করা ভারতের অতি পুরাতন প্রথা ছিল। সেই জন্য প্রাচীনকালে ওই রুপ প্রতীক বা নাম যুক্ত ধাতু নির্মিত মুদ্রাকে শিবাঙ্ক টঙ্ক বলা হত। মুদ্রা তত্ত্ববিদ মিঃ স্টেপল্টনের মতে কুচবিহারের নারায়ণ বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে এদেশে হোসেন শাহী মুদ্রার প্রচলন ছিল এই জন্য নারায়ণী মুদ্রা হোসেন শাহী মুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত হয়েছিল। হোসেন শাহেব মুদ্রার সঙ্গে তুলনা করলে এই অনুমান সঙ্গত হয়।। নারায়ণ রাজগণের সোনা, রূপার ,পিতল এবং তামার মুদ্রার কথা শোনা যায়। কিন্তু তাদের পিতল নির্মিত মুদ্রা ও প্রাচীন সোনার মুদ্রা এই পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ফরাসি ভাষায় লিখিত ইতিহাসে নারায়ণী মুদ্রার উল্লেখ আছে । সমগ্র উত্তরবঙ্গ, নেপাল ,ভুটান ,সিকিম ,তিব্বত এবং আসাম রাজ্যে নারায়ণী মুদ্রার প্রচলন ছিল। আসাম রাজ্যের নিজস্ব মুদ্রা থাকা সত্ত্বেও অহোমরাজগণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত নারায়ণী মুদ্রায় রাজস্ব গ্রহণ করেছেন। ভুটীয়ারা আবশ্যক পরিমাণ রুপার প্রদান করে কুচবিহারের টাকশাল থেকে মুদ্রা প্রস্তুত করে নিত ।১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার অধিকার কালে ভটিয়ারা নারায়াণী মুদ্রার সাঁচ ভুটানে নিয়ে গিয়ে দেবটাকা নামে এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন করেছিল। কুচবিহার নারায়ণী মুদ্রাতে চার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। রাজাদের নামের শেষাংশের নারায়ণ শব্দেরনাকারের নিম্নে এই চিহ্নগুলি অঙ্কিত হতো। প্রাণ নারায়ণের ১৪ রাজশকের (১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দ)একটি মুদ্রায় এই চিহ্ন সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ,তা হলো একটি বিন্দুমাত্র । এর পূর্বে এবং উক্ত রাজার ১৫৫৪ ও ১৫৫৫ শকের (১৬৩২ এবং ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের)মুদ্রায় কোন চিহ্ন ছিল না। প্রাণ নারায়ণের ১৫২ এটি মুদ্রার বিন্দুর পরিবর্তে ঢেরা (অ) এবং ১৬১ রাজশকের মুদ্রায় অর্ধচন্দ্র চিহ্ন পাওয়া গেছে। মহারাজ মোদ নারায়ণ হতে মহারাজ দেবেন্দ্র নারায়ণ পর্যন্ত রাজগণ নিজ নিজ মুদ্রায় অর্ধচন্দ্রের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। মহারাজ ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের মুদ্রাতে ঢেরা(অ) এবং অর্ধচন্দ্র(গ্ধ) চিহ্ন একত্র অঙ্কিত পাওয়া গেছে-তা রাজোপাখ্যানে উল্লেখিত আছে। মহারাজ রাজেন্দ্র নারায়ণের মুদ্রায় একটি ফুলের চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

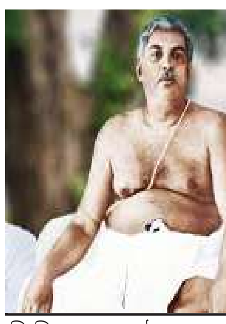

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, শক্তির বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা দান হোক বা শিক্ষা হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছু পাওয়া সম্ভব হবে। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি। তিনি আছেন সাবর মধ্যে৷ সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকতে হবে।। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা পুজো করতে নিত্য করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ কর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল 'রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব।

'চন্দ্র লোকসভা' কেন্দ্রে ভারতের প্রার্থী গুলেদানন্দজি এবারে মহাকাশ গবেষণা প্রসার ও মহাকাশ পরিবেশ দূষণ মুক্ত চান

রবীন্দ্র কুমার শীল

বউবাজারের গুলেদানন্দজি এবারে লোকসভার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি ভারতের মধ্যে লোকসভা অঞ্চলের প্রার্থী হতে চাইছেন না। তিনি বলতে শুরু করেছেন, আমি এমন একটি লোকসভার কেন্দ্রের প্রার্থী হতে চাই তা আগে কোনও কিউ ভাবতে পারেনি। ভারত চাঁদে অভিযান করেছে। চাঁদের ওপরে ভারতের অধিকার রয়েছে। চাঁদে অভিযান করেছিল রাশিয়া, আমেরিকা, চিন এবং ভারত। যদি রাশিয়া আগে থেকেই চন্দ্রাভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারা সেখানে যন্ত্র পাঠিয়ে মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। আর আমেরিকা রাশিয়াকে টেক্কা দিয়ে সেখানে লোক পাঠায়। সেখান থেকে সরাসরি লোক পাঠিয়ে মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিল। সেই চঁদের মাটি কলকাতার আমেরিকান সেন্টারে নিয়ে আসা হয়েছিল জনসাধারণকে দেখানোর জন্য। ভারত তিনবার চন্দ্রাভিযান করে। তিনবারের বেলায় ভারত সাফল্য লাভ করেছিল। এবারে চিন দেখতে তারা কেন পিছিয়ে থাকে। তারা চন্দ্রাভিযানে নেমে পড়েছে। যাই হোক এখন সারা বিশ্বের ভারত, চিন, আমেরিকা এবং রাশিয়া চন্দ্রাভিযান গোষ্ঠীর সদস্য। সেই কারণে এবারে গুলেদানন্দজি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি চন্দ্র লোকসভার কেন্দ্রের প্রার্থী হবেন। চাঁদে তাকে কে ভোট দেবে সেই কথা উচ্চারণ করতই তিনি বলেন কেন যেসব দেশ চাঁদে অভিযান করেছিল সেই সব দেশের নাগরিকেরা ভোট দেবে। সেই ভোটে যারা নির্বাচিত হবে তারা চন্দ্র লোকসভার স্থায়ী সদস্য। এই সদস্যপদ পাঁচ বছরের জন্য সীমায়িত। তারপরে আবার চন্দ্র লোকসভার নির্বাচন হবে। এই সব আজব কথার ফুলঝুরি সকাল সকাল দিতে শুরু করে দিয়েছেন গুলেদানন্দজি। আমাদের তা বেশ শুনতে ভালোই লাগছে। আর এক কাপ হবে নাকি গুলেদানন্দজি। বলে যদি তোরা চা খাওয়াস তাহলে দিতে পারিস। তবে শুধু চা দিলে হবে না, তার সঙ্গে বড়ুয়ার কেক দিতে হবে। চন্দ্রলোকসভার নির্বাচন প্রাথী গুলেদানন্দজিকে বেসি চটিযে লাভ নেই বুঝতে পারলাম। গুলেদানন্দকে চটালে ক্ষতি বেশি। আসরটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে। বেশ জমে উঠেছে আসর। চন্দ্র হবে লোকসভার কেন্দ্র। এটা আগে কেউ কি ভাবতে পেরেছিল? একমাত্র বউবাজারের গুলেদানন্দজি তার ভেবে রেখেছিলেন। তিনি বলেছেন চাঁদকে তো এখন চার ভাবে ভাগ করে নেবে চারটি। দেশ। দক্ষিণ চাঁদের দিকটা ভারত নেবে। উত্তর চাঁদেক দিকটা আমেরিকার নেবে। পশ্চিম চাঁদের দিকটা রাাশিয়ার। পূর্ব চাঁদের দিকটা চিন নেবে। কোনও ঝামেলা হবে না। এবারে ভারত সরকার মহাকাশ মন্ত্রক তৈরি করবে। সেই মহাকাশ মন্ত্রক থেকে মহাকাশ অভিয়ান চলতে শুরু করবে। তবে এবারে যারা চন্দ্র লোকসভার কেন্দ্রের প্রার্থী হবেন তাদের কোনও দলীয় পতাকা থাকবে না। শুধু মাত্র জাতীয় পতাকার মাথায় নিয়ে চাঁদ লোকসভার কেন্দ্রের প্রার্থী হতে পারবে। মহাকাশ জুড়ে প্রচার কার্য চালু হয়ে যাবে। চারটি দেশ চিন, আমেরিকা, রশিয়া এবং ভারতের আকাশে প্রচার শুরু হয়ে যাবে। সাউণ্ড এবং লাইটের মাধ্যমে প্রচার করা হবে মহাকাশে। বিশ্বের সব দেশের নাগরিকেরা সেই প্রচার চাক্ষুষ করতে পারবেন। অভিনব নির্বাচনী প্রচার। এই নির্বাচনের জন্য মহাকাশ নির্বাচন কমিশন গড়তে হবে। মহাকাশ নির্বাচন গঠিত হওয়ার পরে সেখানে একজন নির্বাচন কমিশনার নির্বাচিত করতে হবে। তিনি হবেন মহাকাশ বিজ্ঞানী। মহাকাশ বিজ্ঞানী না হলে তিনি মহাকাশ নির্বাচন কমিশন হতে পারবেন না। 'ওয়ার্ল্ড স্পেস অরগানাইজেশন' নামে একটি অরাজনৈতিক দল তৈরি করা হবে। সেই দলের প্রার্থী হতে ইচ্ছুক গুলেদানন্দজি। তিনি বলেছেন এই 'ওয়ার্ল্ড স্পেস অর্গানাজেশন' রূপ হবে এবেরারে রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো। সব রাষ্ট্রনেতারা এই সংস্থার সদস্যপদ পাওয়ার অধিকারী থাকবেন। তারা আবার ইচ্ছা করলে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। তবে ভেটো পাওয়ার কাউকে দেওয়া হবে না। ভেটো থাকলে বেশ গণ্ডগোল। এদিকে আমেরিকা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তারা যেহেতু চাঁদে লোক পাঠিয়েছে সেই কারণে এই সংস্থায় তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। 'ওয়ার্ল্ড স্পেস অর্গানাইজেশন' যদি ভেটো পাওয়া না থাকলো তাহলে এই সংস্থা গঠন করার কোনো মানে হয় না। ভারত এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। এটা রাষ্ট্রপুঞ্জ নয় যে পাঁচটি শক্তিশালী দেশকে ভেটো পাওয়া দিতে হবে। এখানে কোনও স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদ থাকছে না।' আন্তর্জাতিক স্পেস আদালাত' থাকছে। সেই আদালতে বিচারপতিরা হবে বিশ্বের সেরা বিচারপতিরা। কোনও পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। মহাকাশকে নিরাপদে রাখতে এই আদালত তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখবে। যেসব চন্দ্র লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী পদে জয়লাভ করবেন তাদের চন্দ্রের সাংসদ হিবাসে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য শপথ বাক্য পাঠ করাবেন চারটি দেশের মহাকাশ সংস্থার থেকে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। তিনি 'ওয়ার্ল্ড স্পেস অর্গানাইজেশন'- এর চেয়ারম্যান হিসাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত আসনে থাকবে পারবেন। এরপরে আরও আছে ভারত মঙ্গল অভিযান করেছিল। সূর্য অভিযান শুরু করেছিল। সেই সব অভিযানকে নথি ভুক্ত করা হবে। আগামি দিনে মহাকাশ যান তৈরি করা হবে। সেই মহাকাশ যানে করে বিভিন্ন গ্রহের প্রাণীর অস্তিত্ব করেছে কিনা তার সন্ধান চলতে থাকবে। মহাকাশে এবারে আর কোনও গুপ্তচর যান পাঠানো চলবে না। মহাকাশ থেকে অন্য দেশের উপরে নজরদারি করা চলবে না। এটা একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। মহাকাশে আমেরিকা ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে যে স্পেস সেন্টার রয়েছে সেখানে ভারতের নভশ্চরদের প্রবেশাধিকার দিতে হবে। ভারতও সেখানকার গবেষণার কাজে অংশ গ্রহণ করতে চায়। মহাকাশ কোনও দেশের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত যাতে না হতে পারে তার দিকে বেশ কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে 'ওয়ার্ল্ড স্পেস মানবাধিকার কমিশন'। এই কমিশনের স্থায়ী সদস্য হবে চারটি দেশের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। ভারত চিন রাশিয়া এবং আমেরিককার চারটি দেশের বিজ্ঞানীরা এই 'ওয়ার্ল্ড স্পেস মানবাধিকার কমিশন' এর স্থায়ী সদস্য হবে। একেবারে রাষ্ট্রপুঞ্জ এর মতো শক্তিশালী একটি ওয়ার্ল্ড স্পেস অর্গানাইজেশনকে তৈরি করা হবে। ওয়ার্ল্ড স্পেস অর্গানাইজেশন এর চেয়ারম্যান হবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশ মার্কিন নাগরিক সুনিতা উইলিয়ামস। তাঁর কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রস্তাবের চিঠি পেয়েছেন। তবে উত্তর এখনও পর্যন্ত দেননি। কারণ তিনি একন খুবই ব্যস্ত তাঁর আসন্ন মহাকাশ অভিযান নিয়ে। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য তাঁর তিনবার মহাকাশ সফর বাতিল হয়েছিল। এবারে তিনি এবং আর একজন নভশ্চর বুচ উইলমোরকে সঙ্গে নিয়ে মহাকাশ স্টেশনের দিকে পাড়ি জামালেন। এই নিয়ে তৃতীয় মহাকাশ অভিযান সুনীতা উইলিয়ামসের। এবারে সুনীতা পাইলটের ভূমিকায় এবং বুচ উইলমোর ফ্লাইট কম্যাণ্ডার। এক সপ্তাহ মকাকাশে থাকবে না তারা। তাদের অই অভিযান সাফল্য লাভ করুক বলে বাতা দিয়েছেন চন্দ্রলোকসভার কেন্দ্রের প্রার্থী গুলেদানন্দজি। নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস ফিরে আসলেই ভোট দান পর্ব শুরু হয়ে যাবে। প্রত্যেকে দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। এছাড়া মহাকাশ বিজ্ঞানীদের ভোটাধিকার থাকছে। সবাই মোবাইলে বোতাম ঘিরে বসে ভোট দিতে পারবেন। কারোর কোনও রকম অসুবিধা হবে না। তার আগে সাইবার নিরাপত্তাকে আঁটোসাটো করে রাখা হয়েছে। কোনও রাষ্ট্র নেতারা কোন চাঁদ লোকসভার প্রার্থীকে ভোটদান করলেন তা জানা একেবারে অসম্ভব। ভোটদান পর্বে রাষ্ট্র নেতাদের মোবাইলকে নিয়ন্ত্রণ করবে 'মহাকাশ নির্বাচনী কমিশন'। ওটা এক বিরাট ব্যাপার হবে। বিশ্বের লোকেরা অবাক হয়ে দেখবে। ভারতের পক্ষে চঁন্দ্রলোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হচ্ছেন গুলেদানন্দজি। রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকার প্রার্থী কারা হবেন সেটা ঠিক করবে সে দেশের রাষ্ট্র প্রধারা। তবে বলা হয়েছে যে সব দেশেই এখন থেকে মহাকাশ মন্ত্রক তৈরি করতে হবে। মহাকাশকে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেখানে কোনও স্বৈরতন্ত্র চলবে না। মহাকাশকে দূষণ মুক্ত করতে গুলেদানন্দজি বেস কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যেসব মহাকাশ যান মহাকাশে এখনও ভেঙে পড়ে রয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। মহাকাশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু উত্তর কোরিয়াা কারোর কথাকে একেবারে আমল দিচ্ছে না। সে একের পর এক ভারী ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করে মহাকাশকে দূষিত করছে। তার ওপরে আর্থিক জরিমানা করতে হবে। গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে হবে সে দেশের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। এর জন্য উগাণ্ডার একটি গভীর জঞ্চলে বা কোনও জনমানবহীন দ্বীপে একটি কারাগার তৈরি করতে হবে। সেখান আবাধ্য রাষ্ট্র নেতাদের বন্দি হয়ে থাকতে হবে মহাকাশ দূষণ করার অপরাধে। মহাকাশকে দুষণ মুক্ত করতে পারলে এই পৃথিবীর মানুষেরা বাঁচবে সেটা মনে রাখার দরকার। বিশ্ব পরিবেশ দূষণ বিরোধী দিবস পালিত হল গত ৫ জুন সারা বিশ্ব জুড়ে। এবারে মহাকাশ পরিবেশ দিবস পালন করতে হবে। তার জন্য একটি কমিটি তৈরি করা হবে বলে গুলেদানন্দ জানালেন। মহাকাশে নির্বাচন এই নিয়ে এর আগে কেউ ভাবনা চিন্তা করেনি। গুলেদানন্দজি সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণ করলেন। এবং চন্দ্রকে লোকসভার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। যদিও চাঁদের ভারতের অংশটা হবে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। সেখানে কোনও সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। 'ওয়ার্ল্ড স্পেস অর্গানাইজেশন' এর চেয়ারম্যান সেখানকার হতাকর্তা থাকবেন। ইতিমধ্যে গুলেদানন্দ জানালেন যে এই নিয়ে একটি সংবিধান তৈরি করা হচ্ছে। সেই সংবিধানের ওপরে ভিত্তি করেই নির্বাচন শুরু হবে। ভারতের ইসরো আরও বেশি করে মহাকাশ যান তৈরি করবে যাতে করে চাঁদের লোকসভার জয়ী প্রার্থী মহাকাশ সফর করতে পারেন। সেই দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। চারটি দেশ চিন আমেরিকা, রাশিয়া এবং ভারতের মধ্যে কোনও মহাকাশ নিয়ে দ্বন্ধ দেখা দিতে তার মীংমাসা করবে 'ওয়ার্ল্ড স্পেস আদালত'। মহাকাশকে দূষিত যদি কোনও রাষ্ট্র করতে শুরু করে তাদের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। কোনও দেশ তার সঙ্গে ব্যবসা থেকে শুরু করে খাদ্য, পানীয় জল পর্যত দেবে না। অপরাধ কবুল করলে এবং নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলে তবেই মানবিক সাহায্য দেওয়া যেতে পারে বলে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে।মহাকাশের চেহারা ক্রমশ ধূসর হতে শুরু করেছে। পৃথিবীর আকাশ পরিস্কার থাকছে না। সেখান ধূরসতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শীতকালেই গরম অনুভূত পাওয়া যাচ্ছে। বায়ু ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছে। গাছ লাগাতে হবে। এখন গাছ গালানো ছাড়া আর বাঁচার কোনও পথ খোলা নেই। ক্ষেপনাস্ত্র বোমা থেকে শুরু করে ন্যাপাম বোমা, নিষিদ্ধ বোমা বিশেষ করে পরমানু বোমা পরীক্ষা একেবারে নিষিদ্ধ করতে হবে। মহাকাশের সঙ্গে পৃথিবীর সমুদ্রের একটি যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। সমুদ্রের জল যত বেশি স্বচ্ছ হবে মহাকাশ ততই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে। সমুদ্রকে দূষিত করা চলবে না। দূষণ মুক্ত করতে হবে পৃথিবীর পরিবেশকে। সেই সঙ্গে মহাকাশকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে হবে। বহু যান এখনও ভেঙে পড়ে রয়েছে মহাকাশে। সেই সব জঞ্জাল মহাকাশ যানকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে একেবারে নষ্ট করে দিতে হবে। মহাকাশকে জঞ্জাল মুক্ত করতে হবে। যত বেশি করে মহাকাশ এবং পৃথিবীর সমুদ্র জঞ্জাল মুক্ত হবে ততই বিশ্বটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হতে থাকবে। মহাকাশের পরিবেশকে নষ্ট করার অপরধে ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপকারী দেশগুলির ওপরে বিসাল অঙ্কের অর্থ জরিমানা করতে হবে। সেই জরিমানার টাকা জমা পড়বে 'ওয়ার্ল্ড স্পেস ব্যাঙ্কে'। সেই অর্থা থেরেই মহাকাশ অভিযান চলতে থাকবে। সবাই মহাকাশ গবেষণায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। মহাকাশ গবের্ষণাকে উন্নত করতে 'ওয়ার্ল্ড স্পেস ব্যাঙ্ক' টাকা ধার দেবে। তার জন্য চড়া সুদ ধার্য করা হবে না। এর ফলে বহু দেশ মকাকাশ গবেষণায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তখন সারা বিশ্বের সব দেশ মহাকাশ গবেষণা করতে উৎসাহ বোধ করতে থাকবে।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস পালিত হল কলকাতায়

বিশেষ প্রতিবেদক

একটি বৈদ্যুতিন বার্তা পেয়েছিলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পরিচালক সমিতির তরফ থেকে এই মর্মে যে আমি তারিখ ১৭ ই মে ২০২৪ আর্ন্ত জাতিক জাদুঘর দিবসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধে এক বিশেষ দর্শন করতে চাই কিনা (A special guided tour–Victoria Memorial Architectural Poetry)।, সাগ্রহে সেই অনুরোধ গ্রহণ করে পৌঁছে গেলাম ঠিক বিকেল সাড়ে চারটেয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পরিচালক সমিতির নির্দিষ্ট করা জায়গায় আরও ৪০-৪৫ জনের সঙ্গে, যাঁরা এসেছেন একই উদ্দেশ্যে। শ্রীমতি অশ্বিনী ছিলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের তরফ থেকে এই guided tour এর প্রধানা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। কলকাতা ময়দানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় ৩৩৮ ফিট ২২৮ ফিট ও ১৮৪ ফিট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় মাকরানা মার্বেল পাথরের এই অপূর্ব শৈল্পিক সুষমা মন্ডিত স্মৃতি সৌধের রচয়িতা ছিলেন স্যার উইলিয়াম এমার্সন, ভিনসেন্ট এশ ও যোগ্য সহকারী হিসেবে ছিলেন এক বিশেষ প্রযুক্তিবিদ বঙ্গসন্তান স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। ভারতেশ্বরী বলে যিনি অভিহিতা ছিলেন সেই ইংল্যান্ডের মহারাণী আলে কজান্ডারিনা ভিক্টোরিয়া দীর্ঘদিন রাজত্বের পরে পরলোক গমন করলেন ১৯০১ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে। ভারতবর্ষে সেই সময় ইংল্যান্ডের শাসকের প্রতিনিধি হয়ে কলকাতায় রয়েছেন লর্ড জর্জ নাথানিয়েল কার্জন। যিনি গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয়।। এবারে তাঁর মনোগত অভিপ্রায় হলো যে ভারতবর্ষের রাজধানী এই কলকাতা শহরে(১৯১১ সালে দিল্লিতে পরিবর্তিত হয়) পরলোকগতা ভারত সম্রাজ্ঞীর স্মরণে একটি স্মৃতি সৌধ গড়ে উঠুক ও তার তুলনা যাতে করা যায় একমাত্র আগ্রার আর এক মর্মর মন্ডিত স্মৃতি সৌধ তাজমহলের সঙ্গে। কিন্তু এই বিশাল উদ্যোগের খরচ যোগাবে কে? এবারে স্থির হলো বকলমে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতীয় প্রজাদের মস্তক কর্তন করে এই উদ্যোগের ব্যয় বহন করবেন বা করা হলো। কলকাতার নতুন দুর্গের পুর্বদিকে বিস্তীর্ণ ময়দান। তার দক্ষিণে গ্র্যান্ড জেল বা প্রেসিডেন্সি জেল রয়েছে, আর রয়েছে কয়েকটি জলাশয়, যেমন বির্জি তালাও, ধোপা পুকুর ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে গ্র্যান্ড জেল তার স্থান পরিবর্তন করেছে আদি গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে আলিপুর গ্রামে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল এই নব অবতারে । সেই জায়গা পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে, শুধু তাই নয়, রয়েছে দু- চারটে প্রাকৃতিক জলাশয় ওই জেলের পরিসরে রয়েছে। প্রায় ৬৫ একর জায়গা; জমিটি ইংরেজ শাসকদের পছন্দ হলো, কারণ এই স্মৃতি সৌধ শেষ হওয়ার পরে তাকে ঘিরে একটি মানানসই উদ্যানের তো প্রয়োজন। এই স্মৃতিসৌধের নকশা করবার ভার দেওয়া হল স্যার উইলিয়াম এমার্সনকে যিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের রয়্যাল ইন্সটিটিউট অফ ব্রিটিশ আর্কিটেকচার এর প্রেসিডেন্ট ও সাহায্যকারী হিসেবে সাথে পেলেন ভিনসেন্ট জেরোম এশকে, যিনি ছিলেন তৎকালীন ইন্দো- সারাসেনিক স্থাপত্যের অন্যতম মুখ্য পথপ্রদর্শক। এবারে নকশাপাতি, তার খরচখরচা কি হবে জোর কদমে তার হিসেব শুরু হলো। ভাইসরয় কার্জন আগেই আদেশ দিয়েছেন যে এই পরিকল্পিত সৌধ সৌন্দর্য ও আকৃতিতে যেন আগ্রার তাজ মহলের সমতুল্য হয় বা তাকে ছাপিয়ে যায়, আবার তার মধ্যে পশ্চিমী স্থাপত্যও জুড়ে থাকবে। যা হয়ে উঠবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্থাপত্যের এক মেলবন্ধন । প্রচুর নকশা চালাচালির পরে ১৯০৬ সালের ৪ ঠা জানুয়ারী কলকাতায় এসে এই ভবিষ্যতের অনুপম সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রিন্স অফ ওয়েলস, যিনি পরবর্তীতে হয়ে উঠবেন ইংল্যান্ডের সম্রাট পঞ্চম জর্জ। মাত্র ১১৮ বছর আগে। মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি পেল কাজের বরাত। এই সৌধটি তৈরীর সময় তার প্রধান ভিতের কাজ শেষ করতে অনেকটাই দেরী হয়েছিল, তার অন্যতম কারণ ছিলো এই হুগলী নদীর অববাহিকায় পলিমাটি জমে জমে এই যে দক্ষিণবঙ্গের সৃষ্টি, তার পলল মাটি কি এই বিশাল মার্বেল পাথরের ভাবী সৌধের ওজন কি সহ্য করতে পারবে? অনেক চিন্তা- চা পানের পরে একজন বাঙালি প্রকৌশলী সহকারী রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, যিনি কিনা ছিলেন মার্টিন কোম্পানীর একজন কর্মচারী। তিনি ও ভিনসেন্ট জেরোম এশ সাহেব যৌথভাবে এক তত্ব প্রস্তুত করলেন এই সৌধের ভিত প্রস্তুতের। আর সেই তত্বকে নির্ভর করে গড়ে উঠতে লাগলো লর্ড কার্জনের স্বপ্ন সৌধ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কলকাতায়। অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে (যেমন লর্ড কার্জন ভারত ত্যাগ করে দেশে ফিরে গেলেন ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে পরিবর্তিত হলো যার ফলে কলকাতা শহরের আর বিশেষ প্রাধান্য থাকলো না, এবং এই সমস্ত কারণে এই উদ্যোগে অর্থাভাব) এই রকম অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ইংল্যান্ডের সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের ভারত আগমন হলো ও তিনি ২১ শে ডিসেম্বর, ১৯২১ সালে এই স্মারক ভবনটি উদবোধন করলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯২১ - দীর্ঘ পনের বছর পরে কিছুটা অসম্পুর্ণ অবস্থায়। কারণ এই সৌধের চারদিকের চারটি মিনার যোগ করা হলো ১৯৩৬ সালে। তার মানে আরও পনের বছর পরে। এখনকার চতুস্পার্শ্বের যে উদ্যান সেও শুরু হয়েছিল গত শতকের ত্রিশের দশক থেকে। এই অতুলনীয় শ্বেতবর্ণের মার্বেল মন্ডিত স্মৃতি সৌধের সৃষ্টিকর্তারা প্রথমে ভেবেছিলেন যে মার্বেল পাথর আনা হবে গ্রীস দেশের পেন্টিকিলন অঞ্চল থেকে, যে অঞ্চলের মার্বেল দিয়ে তৈরী হয়েছিল এথেনিয়ান এক্রো পোলিস। কিন্তু প্রচুর খরচ সাপেক্ষ বলে অচিরেই সেই প্রস্তাব আলমারির খুব উঁচু তাকে এক অগম্য স্থানে রেখে পরিত্যক্ত করা হলো। এবারে স্থির হলো একই ধরণের পাথর পাওয়া যায় রাজস্থানের মাকারানা অঞ্চলে, কারণ বিশ্বের বিস্ময় তাজমহল সেই পাথরেই তৈরী। তবে বিশেষ বিশেষ নকশার জন্য কিছু কিছু জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছিল ইতালীয় মার্বেল পাথর এছাড়াও উত্তর আফ্রিকার টিউনিসিয়ার খনি থেকে আনা হয়েছিল নুমিডিয় হলুদ আর গোলাপী মার্বেল পাথর। এই স্মৃতি সৌধের প্রতিটি অঞ্চলেই রয়েছে ইউরোপীয় স্থাপত্যকলা ও ভারতীয় স্থাপত্যকলার এক অসাধারণ মেলবন্ধন। প্রথমেই দেখা যাক এর প্রধান চূড়াটি। বারোক শিল্পকলা সমৃদ্ধ এই স্থাপত্যটির আদল নেওয়া হয়েছে ইতালীর ভেনিস শহরে ১৬৮৭ সালে গড়ে ওঠা।

পাঠকের দরবারে

শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ঊনবিংশ শতকের আর এক জ্যোতিষ্ক, ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বন্ধু। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বছর দুইয়ের ছোট,জন্ম ১৮৬৩ সালের ১০ মে। বৈচিত্র্যময় বিবিধ প্রতিভার সমাহারে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের পরই উপেন্দ্র কিশোরের স্থান। জন্ম ময়মন সিংহের অজ-পাড়াগাঁ মসুয়া গ্রামে হলেও বাল্য- কৈশোরের পর উপেন্দ্র কিশোরের জীবন কেটেছে কলকাতাতেই। মাত্র ৫২ বছরের জীবনকালে উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভা বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ে বিকশিত হয়েছে। উপেন্দ্র-কিশোরকে বলা যায় ভারতবর্ষে শিশুতোষ রচনার পথিকৃৎ, পুরাণ ও লোক- কাহিনিকে শিশুদের উপ-যোগী করে রচনার ক্ষেত্রে এখনো তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। টুনটুনির বই ছাড়াও ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, গল্পমালা (গুপী গাইন বাঘা বাইনসহ)-এর আবেদন এখনো অম্লান। আরও লিখেছেন ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞান ও মহাবিশ্ব বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা, যার মধ্যে সেকালের কথা আর আকাশের কথা বিজ্ঞান বিষয়ে শিশুতোষ রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তবে শিশু- কিশোরদের জন্য উপেন্দ্র কিশোরের সবচেয়ে বড় অবদান নিশ্চয়ই ছোটদের পত্রিকা সন্দেশ। ১৯১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়ে থেমে থেমে হলেও সন্দেশ-এর প্রকাশ এখনো অব্যাহত রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৌতুকরসের সম্মিলনে তিনি কিশোরচিত্তে সঞ্চার করেছেন জ্ঞান-অন্বেষা ও আনন্দ-উপভোগের এক ভিন্নমাত্রার জগৎ। তাঁর সময় সন্দেশ ছিল সারা ভারতবর্ষে শিশুদের জন্য একমাত্র রঙিন পত্রিকা। পরবর্তীকালে সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায় আর লীলা মজুমদারের মতো পরিবারের খ্যাতিমানদের পরিচালনা ও সম্পাদনায়, মুদ্রণ ও অলংকরণের সৌকর্যে আর লেখার মান ও বৈচিত্র্যে সন্দেশ হয়ে উঠেছে এক কিংবদন্তি। তবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপেন্দ্রকিশোরের পরিচিতি মূলত মুদ্রণ শিল্পে তাঁর মৌলিক অবদানের কারণে। তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা ইউ রে অ্যান্ড সন্সকে তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ছাপা খানায় পরিণত করেছিলেন। এনগ্রেভিং রীতিতে রঙিন আলোকচিত্র মুদ্রণ যখন ইউরোপেও শৈশবাবস্থায় সে সময় এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে মুদ্রণ প্রথার দুর্বলতা মোচন আর রঙিন ও হাফটোন ব্লক নির্মাণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটিয়ে তিনি পাশ্চাত্য এর মুদ্রণ জগৎকে অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে হাফটোন ব্লকের প্রবর্তন করেন এবং গবেষণা মাধ্যমে এর প্রভূত উন্নতি ঘটান। সম্পূর্ণ দেশীয় উপাদানে গবেষণা করে উপেন্দ্রকিশোর রঙিন মুদ্রণের নানা প্রকার ডায়া- ফর্ম যন্ত্র, স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার যন্ত্র, ডুয়োটাইপ ও টিন্ট প্রসেস পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর নাম যুক্ত করে রে-স্ক্রিন অ্যাডজাস্টার ও রে-টিন্ট সিস্টেম নামকরণ করা হয়। তাঁর পরিকল্পনা অনুসরণ করে ব্রিটেনে বাণিজ্যিক ভাবে 'স্ক্রিন অ্যাডজাস্টিং মেশিন' বানানো হয়। ব্রিটেনের মুদ্রণ কলাবিষয়ক অভিজাত পত্রিকা পেনরোজ অ্যানুয়াল ভল্যুম ১৯০৪-০৫ ও ১৯০৫-০৬-এ উপেন্দ্র কিশোরের মুদ্রণ বিষয়ক প্রবন্ধ ও তাঁর প্রতি প্রশংসা সূচক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ স্বশিক্ষিত হলেও চিত্রাঙ্কনে তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। মূলত নিজ রচনার অলংকরণের জন্য অঙ্কনের চর্চা করলেও তেলরং ও জলরং মাধ্যমেও ছবি এঁকেছেন তিনি।

-রামচন্দ্র বিশ্বাস, কলকাতা।

বিলুপ্তপ্রায় কাউন চাষ করে তাক লাগালেন মালবাজারের কৃষকেরা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৬ জুন ঃ কাউন বিলুপ্তির পথে! অনেকেই কাউন চেনেন, আবার অনেকেই নামই শোনেননি হয়তো! এক সময় বাংলার মানুষজন ক্ষুধা মেটাতে এই কাউন চালের ভাত খেয়েই দিব্যি দিন কাটাতেন। পুরাকালে হরেক রকমের পিঠে, ক্ষীর, পায়েস- সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী তৈরি হত কাউন থেকে। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই ফসলটি যেন কালের গর্ভে বিলীন হতে চলেছে। তবে উত্তরের মালবাজার মহকুমায় দেখা মিলল হারিয়ে যেতে বসা এই চালের। কাউন চাল দেখতে অনেকটা পোস্তর দানার মতো। পুষ্টিগুণে বেজায় ভাল। রক্তে মিশে থাকা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, কাউনে থাকা পটাশিয়াম শরীরে লবণের ভারসাম্য বজায় রেখে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। এতে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন-সি। তবে, একথা ঠিক, আগেকার দিনের মানুষ এর এত গুণাগুণ বুঝেই যে কাউন খেতেন, তা নয়। তবে তা সহজলভ্য ছিল। সহজলভ্য হওয়ায় শুধুমাত্র পেট ভরাতেই কাউনের চাল খেতেন তাঁরা। ৮০-র দশকের পর উন্নত কৃষিপ্রযুক্তির কল্যাণে পর্যাপ্ত ধান উৎপাদন হতে থাকলে ক্রমশঃ কমতে- কমতে এখন প্রায় হারিয়েই গেছে এক সময় গরিব অসহায় মানুষের ক্ষুধা নিবারণকারী বহু পুষ্টিগুণে ভরা এই কাউনে চালের চাষাবাদ। নিজে কোনও দিন এর স্বাদ না পেলেও মালবাজার মহকুমার দক্ষিণ ধূপঝোড়ার কৃষক তথা গরুমারা ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানির চেয়ারম্যান লিটন বাবুর দেওয়া উৎসাহে এবার প্রথম কাউন চালের চাষ করেছেন এলাকার চাষিরা। জানা গেছে, এই অঞ্চলে তাদের উদ্যোগেই প্রথম চাষ হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই চালের। কাউন নামের ফসলটি যাতে বিলুপ্ত হয়ে না যায় সেটাই তাঁর চেষ্টা। সেটিকে বাঁচিয়ে রাখতেই তাঁর এই উৎসাহ। প্রায় ৩০০ জন কৃষক যৌথভাবে এই চাষ করছেন। এই কাউন চাষে কোনও রাসায়নিক সার ব্যবহার না করেও ভালো ফলন সম্ভব। এছাড়াও বাজারে দাম ভালো মেলায় বেশ খুশি কাউন চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষকরাও। প্রায় ২০০ টাকা কেজি দর উঠছে বাজারে। প্রসঙ্গত, ১৯৬৯ থেকে প্রায় ৮০-র দশক এই সময়পর্বে চাহিদার তুলনায় ধানের উৎপাদন কম হওয়ায় চালের আকাল-সহ দাম ছিল গরিব, অসহায়দের নাগালের বাইরে। সেই সময় এই কাউন চালের ভাত খেয়েই দিন গুজরান করেছে সমাজের একটি বড় অংশ। যদিও বর্তমান সময়ে কাউন চালের পুষ্টিগুণের পাশাপাশি শারীরিক রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার এই তথ্য জানার পর আজ একদা গরিবের খিদে মেটানো সস্তা কাউনের চাল উচ্চবিত্তদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

নিটে দেশের সেরা শিলিগুড়ির সক্ষম আগরওয়াল

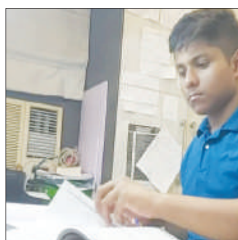

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুন ঃ মঙ্গলবার যখন গোটা দেশ ভোটের ফলাফল নিয়ে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় প্রকাশিত হয় নিট (ইউজি) ফল। ৭২০ মধ্যে ৭২০ পেয়ে দেশের সেরা শিলিগুড়ির নির্মাণ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের পড়ুয়া সক্ষম আগরওয়াল। তাঁর এই ফলাফলে খুশি পরিবার। ছোট থেকে পড়াশোনা করতে ভালোবাসতো সক্ষম। বাবা পেশায় ডাক্তার। আর সেই লক্ষ্য কে সামনে রেখে নিজেকে তৈরি করছিলো সক্ষম। তাঁর ইচ্ছে দিল্লি এইমস থেকে ডাক্তারি পড়ার। এদিনের ফলাফল প্রকাশ হতেই সেই স্বপ্ন যেন পূর্ণ হল সক্ষমের। ছেলের এই ফলাফলে খুশি বাবা ডাঃ চেতনকুমার আগরওয়াল ও মা মায়াকুমারী আগরওয়াল। সক্ষম জানান, প্রস্তুতিপর্বে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থেকেছে সে, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল না রেখে শুধু যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করতো ছোটো মোবাইল ফোন। শুধুমাত্র লেখাপড়ায় টেকনলজি ব্যবহার করত। বাড়িতে পড়াশোনায় ছয় ঘণ্টা সময় দিত রোজ। এই পথে এল সাফল্য। বাবা চিকিৎসক। তাই ছোট থেকে চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন ছিল। কারণ, এই পেশায় এলে মানুষকে সেবা করার সুযোগ মেলে। বরাবর লক্ষ্য ছিল দিল্লি এইমস। এদিন ফল প্রকাশের পর সেই স্বপ্নপূরণের পথে এগিয়ে গেল সে।

বীরভূমের দুটি লোকসভায় নোটা তৃতীয় স্থানে, জামানত জব্দ নির্দলের

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ জুন ঃ অষ্টাদশ লোকসভায় ফলাফল ঘোষণার পর দেখা গেল নোটা উঠে এসেছে তৃতীয় স্থানে এবং নির্দল প্রার্থীদের জামানত জব্দ। নোটার এই ফলের নিরিখে বীরভূম লোকসভা থেকে বোলপুর লোকসভা এগিয়ে। যা বীরভূম লোকসভার নোটার দ্বিগুণ। বীরভূম জেলায় বোলপুর লোকসভায় মোট ভোটদান করেছেন ১৫,২০,৪০৮ জন মতদাতা। ভোট বাতিল শূন্য। নোটায় ভোট পড়েছে ২১,৬৪০ টি। যা পাঁচ নির্দল প্রার্থী থেকে কয়েক গুণ বেশি। বীরভূম লোকসভায় মোট ভোটার ১৫,২৮,২১০ জন। কিন্তু ভোট বাতিল হয়েছে ৭৭৮ টি। ভোট দিয়েছেন ১৫,১৩,৩৩৯ জন। এই লোকসভায় নয় জন নির্দল প্রার্থীর থেকে নোটা এগিয়ে। শুধুমাত্র অমি ঘোষ ১১,৯৫৮ পেয়ে টক্কর দিয়েছে নোটার সঙ্গে। নোটা পেয়েছে ১৪,০৯৩ টি ভোট। বীরভূম লোকসভায় পোস্টাল ব্যালটে শতাব্দী নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে এগিয়ে। ৭,১৬২ টি পোস্টাল ব্যালটের মধ্যে তৃণমূলের শতাব্দী রায় পেয়েছেন ২৯৮৯টি এবং বিজেপির দেবতনু ভট্টাচার্য্য পেয়েছেন ২৫৫০টি।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, সাপের কামড়ে মৃত্যু চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুন ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়। গভীর রাতে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপটিবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি থানার পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মর্গে পাঠিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বাড়িতে সকলে মিলে খাওয়া - দাওয়া সেরে সেই ছাত্রী ঘুমাতে যায়। ঠাকুমা এবং দিদির সঙ্গে একই বিছানায় ঘুমাতো চতুর্থ শ্রেণীর ওই ছাত্রী। আর তারপরেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টা নাগাদ আচমকা সাপের ছোবল, চিৎকার করে ওঠে ছাত্রী। তড়িঘড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার উপক্রম হলেও গাড়ি আসতে দেরি হয়। প্রায় রাত ১.৩০ নাগাদ গাড়ি এলে তাকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি সেই ছাত্রীর। হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে প্রতিবেশীরা বৃহস্পতিবার সকালে ঘরের মধ্যে গর্ত থেকে উদ্ধার করেন সেই সাপটিকে। জানা গেছে, বিষধর গোখরো সাপের কামড়েই নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে কুমোরপাড়া এলাকার এক যুবক সাপের কামড়ে আহত হয়েছেন। গতকাল রাতে এই ঘটনার পরেই তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। যদিও বর্তমানে সে সুস্থ অবস্থায় পর্যবেক্ষণে রয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্য অমল রায় বলেন, 'সাপ আমাদের পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ন উপাদান। অনেক সময় সাপ খাবারের সন্ধানে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের কারণে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে। তবে সাপের কামড়ের পরেও অনেকে সুস্থ রয়েছে এমন নজির রয়েছে। ফলে সাপ কামড়ালে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ১০০ মিনিটের মধ্যে নিয়ে এলে তাকে সুচিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করা সম্ভব। তাই মানুষের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।'

টোটো ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় চালকের গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ

দুরন্ত বার্তা, নদী.া, ৬ জুন ঃ টোটো ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় বাদকুল্লার এক টোটো চালকের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় রানাঘাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নীতিশ দাস নামের ওই টোটো চালক। তাঁর বাড়ি বাদকুল্লার পঞ্চগ্রাম এলাকায়। বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিপুর থানার বাসদ্রোপ চাদরায়। জানা গেছে, বাসদ্রোপ যাবে বলে যাত্রী সেজে নীতিশবাবুর টোটোয় ওঠে এক দুষ্কৃতী। বাসদ্রোপের কিছু আগে চাঁদরা এলাকায় অন্ধকার একটি জায়গায় টোটোটিকে দাঁড় করায় ওই দুষ্কৃতী। এরপর ধারালো অস্ত্র বের করে টোটো চালককে হুমকি দিয়ে টোটোটি ছিনতাই করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বাধা দেন ওই টোটো চালক। এরপরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে টোটো চালক নীতিশ দাসের গলায় এলোপাথাড়ি কোপ মারে ওই দুষ্কৃতী। টোটো চালকের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এলে চম্পট দেয় দুষ্কৃতী। এরপর ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওই টোটো চালককে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে বর্তমানে ওই টোটো চালকের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

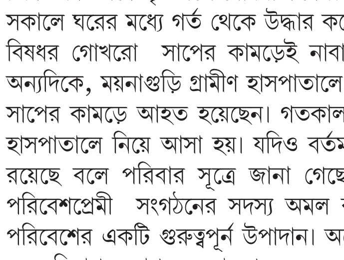

বিএসএফ সাফাই অভিযানে নামল জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুন ঃ জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অধিন সুপার স্পেশালি হাসপাতালে বিএসএফ এর সাফাই অভিযান বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয়। ১৫১ নম্বর সিকিউরিটি ফোর্স বিশ্ব পরি দিবস পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে ব্রত হয়েছেন। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে বিএসএফের রানীনগর এবং আসাম মোড়ে ইতিমধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার চারা গাছরোপন করার পাশাপাশি কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার চ্যাংড়াবান্ধা, হলদিবাড়ি ফুলবাড়ী সহ বিভিন্ন এলাকা সহ জলপাইগুড়ি হাসপাতাল চত্বরে বিএসএফের তরফে বিশ্বপরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সমাজ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক এই আবেদন বিএসএফের ১৫১ ব্যাটেলিয়ান কম্যান্ডেন্ট অজয় কুমার। আগামীতেও এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে বিএসএফের তরফে জানানো হয়। সাত সকালে ঝাড়ু, কোদাল, বেলচা, বালতি হাতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ শুরু করায় বিএসএফ জওয়ানদের এধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষজন।

ময়ূরকে বাঁচিয়ে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুন ঃ কুকুরের হামলার হাত থেকে ময়ূরকে বাঁচিয়ে বনদপ্তরের হাতে তুলে দিলেন গ্রামবাসী। ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত মাগুরমারি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ময়নাতলী গ্রামের উদ্যানপাড়া এলাকার। রাতে ভয়ংকর ঝড়ে কোনভাবে দিক ভ্রষ্ট হয়ে গ্রামে উড়ে আসে এই ময়ূরটি। সকালবেলা এলাকার বাসিন্দা ভবেশ শীল চাষের খেতে ভেন্ডি তোলার কাজ করছিলেন। সেই সময় পুত্রবধূ স্বপ্না মহন্ত ময়ূরটিকে দেখতে পায়। কুকুর ময়ূরকে খাবার উদ্দেশ্যে তারা করছে, কুকুরের হামলায় ময়ূরটির ডানায় আঘাত লাগে। ভবেশ্বর শীল এবং তার পুত্রবধূ ময়ূরটিকে কুকুরের হাত থেকে রক্ষা করে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন খবর দেন বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের কর্মীদের। খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে আসেন এবং সেই আহত ময়ূরটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে রেখে তার চিকিৎসা করা হবে বলে জানিয়েছে বনদপ্তর। তবে কিভাবে এত দূরে ময়ূরটি উড়ে এলো চিন্তায় পড়েছে বনদপ্তর এর কর্মীরা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে খাবারের সন্ধানে জঙ্গল থেকে শহরে চলে এসেছিল ময়ূরটি। কোনোভাবে গাছের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল সকালবেলা কুকুরের দল ময়ূরটিকে দেখতে পেয়ে হামলা চালায়।

হাতির হানায় মৃত্যু হল বৃদ্ধের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুন ঃ হাতির হানায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম অমল কার্জি (৭৫) বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের শিবনাথপুর এলাকায়। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে অমল কার্জি নামে এক বৃদ্ধ ঘর থেকে বেরোলে আচমকা হাতির সামনে পড়লে দাঁতাল হাতি তার সারা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় দাঁত ঢুকিয়ে দেয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয় বলে গ্রামবাসীরা জানায়। জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে হাতি প্রায় দিনই হামলা করে ঘরবাড়ি জমির ফসল নষ্ট করে দেয় এবং মাঝেমধ্যেই প্রাণহানি ঘটে এই নিয়ে এদিন গ্রামবাসীরা ক্ষোভ দেখায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বনদপ্তরের কর্মী আধিকারিক এবং ফালাকাটা থানার পুলিশ।

তিন দিন ধরে নেই বিদ্যুৎ, কর্মীদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুন ঃ ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার চক্রামপ্রসাদ মাধবপুর এলাকায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ তীব্র দাবদহে সাগরপাড়ার চক্রামপ্রসাদ মাধবপুর এলাকায় তিন দিন ধরে দুধ নেই, তাছাড়াও দীর্ঘদিনের বিদুতের সমস্যা। একধিক সমস্যা সম্মুখীন হতে হয় ওই গ্রামবাসীদের, যেমন দিনের পর দিন বিদ্যুৎ থাকে না, মাসে মাসে ট্রান্সফরমা নষ্ট হয়ে যায়, এছাড়াও বৈদ্যুতিক তার দড়ি দিয়ে বাঁধা। তারই প্রতিবাদে এদিন বিদ্যুৎ কর্মীদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। যতক্ষণ না বিদ্যুৎ এলাকায় ঠিক হবে ততক্ষণ ধরে চলবে বিক্ষোভ বলে জানান গ্রামবাসীরা।

তৃণমূলের বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান, রায়হান নয় গণি পরিবারকেই ভরসা মালদার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়ে গেছে। রাজ্য ব্যাপী তৃণমূলের সবুজ ঝড় দেখা গেলেও গোটা রাজ্যে একমাত্র সংসদ হিসেবে জয়লাভ করেছে ইশা খান। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রচারে এগিয়ে থাকলেও ভোটের ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টো। বিধানসভা ওয়াড়ি ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে , দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার মধ্যে কংগ্রেস লিড দিয়েছে চারটিতেই। বিজেপি লিভ দিয়েছে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে । তৃণমূল কোন বিধানসভা কেন্দ্রের লিস্ট দিতে পারেনি। শুধু তাই নয় তৃণমূল সাতটির মধ্যে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছে। দুটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে দ্বিতীয় স্থান। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের গড় এলাকায় তৃণমূলের এই ফলাফলের বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। মোথাবাড়ি বিধানসভা বেশির ভাগ বুথে কংগ্রেস লিড করেছে। বিজেপি ও তার ভোট বাড়িয়েছে এই বিধানসভায়। তৃণমূলের এই ফলাফল আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিধানসভাওয়াড়ি ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে ঃ কংগ্রেসের লিড পাওয়া বিধানসভা গুলি হল ঃ

মোথাবাড়ি - মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস পেয়েছে মোট ৭৭২৩৫, তৃণমূল পেয়েছে ৩১৫৪৭ এবং বিজেপি পেয়েছে ৪৩১০১ টি ভোট। মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের এই বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের লিড প্রায় ৩৫০০০ এর বেশি। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ডাউন প্রায় ৪৫০০০ ভোট। **সুজাপুর বিধানসভা** - সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস পেয়েছে মোট ১২৯৪২০ , তৃণমূল পেয়েছে ৪৫৭৯১ এবং বিজেপি পেয়েছে ১৮০৯৪ টি ভোট। এই বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের লিড প্রায় ৮৪০০০ এর বেশি। **ফারাক্কা বিধানসভা** - ফারাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস পেয়েছে মোট ৮৭৭৬৫, তৃণমূল পেয়েছে ৩৬৯৩১ এবং বিজেপি পেয়েছে ৪৭২৩২ টি ভোট। এই বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের লিড প্রায় ৪০০০০। **সামসেরগঞ্জ বিধানসভা** - সামসেরগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস পেয়েছে মোট ৮৩৬১৯, তৃণমূল পেয়েছে ৬৯৮০৫ এবং বিজেপি পেয়েছে ২৮৮৪১ টি ভোট। এই বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের লিড প্রায় ১৪০০০ । **বিজেপির লিড বিধানসভা গুলি হল ঃ ইংলিশ বাজার বিধানসভা** - ইংলিশবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস পেয়েছে মোট ৫১৩৫০ তৃণমূল পেয়েছে ৩৫৪১৪ এবং বিজেপি পেয়েছে ১৩৪২২২ টি ভোট। এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির লিড প্রায় ৮২০০০ এর বেশি। **মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্র** - মানিকচক বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস পেয়েছে মোট ৭৩৫৪৬ তৃণমূল পেয়েছে ৩৩৩৭১ এবং বিজেপি পেয়েছে ৮২০৮১ টি ভোট। এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির লিড প্রায় ১০০০০ - এর বেশি। **বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্র**- বৈষ্ণবনগর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস পেয়েছে মোট ৬৮০৩১ তৃণমূল পেয়েছে ৪৬৭০৬ এবং বিজেপি পেয়েছে ৮৭৯৫৩ টি ভোট। এই বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির লিড প্রায় ২০০০০ । এই ফলাফল বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি আসনের মধ্যে তৃণমূল মোথাবাড়ি, ইংলিশবাজার, মানিকচক, বৈষ্ণবনগর ও ফারাক্কা বিধানসভায় তিন নম্বরে নেমে গেছে। সুজাপুর ও সামশেরগঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। **রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের সবুজ ঝড় অব্যাহত থাকলেও এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা তৃণমূলের এই বিপর্যয়ের কারণগুলি হলো**- ১) মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্বাচিত বহিরাগত এই প্রার্থীকে মেনে নিতে পারেনি তৃণমূল নেতারা । তাই ভোটের সময় প্রচারে নামলে ভোট দেয়নি কেউ। ২) বিজেপিকে আটকাতে সংখ্যালঘু ভোট এক বাক্সে ফেলার কৌশল। সেই ক্ষেত্রে তৃণমূলের রায়হানের থেকে গণি পরিবারকেই ভরসা করেছে সংখ্যালঘুরা। ৩) মোথাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের ফল। সাবিনা বিরোধীরা এই সুযোগে জোট বেঁধে কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছে। ৪) পঞ্চায়েত নির্বাচনের তৃণমূলের প্রার্থী সিলেকশনের ক্ষেত্রে দলের বিরুদ্ধে কর্মীমহলে একটা ব্যাপক ক্ষোভ ছিল। অভিযোগ পঞ্চায়েতের প্রার্থী সিলেকশনে টাকার লেনদেন হয়েছিল। বহু যজ্ঞ তৃণমূল কর্মী পঞ্চায়েতে প্রার্থী হতে না পেরে দলের মধ্যে একটা খুব পুঞ্জিভূত ছিল। ৫) সর্বোপরি মোথাবাড়িতে একাধিক শিক্ষিত বসিয়ে দিয়ে বহু অযোগ্য অশিক্ষিতদের দলের টিকিট পাইয়ে দেওয়া। ৬) জেলা পরিষদের একজন অশিক্ষিত মাধ্যমিক ফেল ছেলে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের ড্যামি ফিরোজ সেখকে একই সঙ্গে জেলাপরিষদ সদস্য, পূর্ত কর্মধক্ষ ও ব্লক সভাপতি পদে উত্থান মেনে নিতে পারেনি তৃণমূল কর্মীরা। ৭) পঞ্চায়েত নির্বাচনে পর প্রায় একবছর ধরে ব্যাপক দুর্নীতি ও জনপ্রতিনিধিদের বেলাগাছিয়া রোজগার সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারে নি। দলের অন্দরমহলে এই ক্ষোভের আগুন আগামী বিধানসভা পর্যন্ত যেন গড়িয়ে যেতে না পারে তার জন্য দুশ্চিন্তায় তৃণমূল। ইতিমধ্যে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন দলীয় কর্মীদের নিয়ে একাধিক সভা সংগঠিত করেছেন। এদিকে নতুন এমপি কে পেয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বাসিত কংগ্রেস শিবির। সবমিলিয়ে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে নব শক্তি রূপে দেখা দিতে পারে কংগ্রেস সিপিএম জোট।

অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান জাল মদ সহ ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জুন ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান জাল মদ, নকল মদ তৈরির সরঞ্জাম সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল আবগারি দপ্তর। শিলিগুড়ি পৌরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের নর্মদা বাগান এলাকায় অভিযান চালায় আবগারি দপ্তর। সেখানে একটি গুদামে চলছিল ওই নকল মদের কারবার। অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার মদ। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় পাচারে ব্যবহৃত একটি চারচাকা গাড়ি ও স্কুটি। ঘটনায় দুজনকে ওই কারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হল, কৃষ্ণ প্রসাদ ও বরুন কুমার। বরুন কুমারের বাড়ি বিহারে এবং অন্যজন শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে বরুন কর্মী এবং কৃষ্ণ বাড়ির মালিক বলে জানা গেছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ১২৫ লিটার জাল বিদেশি স্পিরিট, ৩৫ লিটার সিকিম থেকে পাচার করে আনা মদ, প্রায় ৭০০ টি বিদেশি সংস্থার দামি কাঁচের বোতল সহ প্লাসটিকের বোতল, লেবেল সহ অন্যান্য সামগ্রী।

চা বিক্রি করেও নিটে সাফল্য, কার্ডিওলজিস্ট হতে ইচ্ছুক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ জুন ঃ নুন আনতে পান্তা ফুরায় ঘরের ছেলে মাহফুজ আলম। বাবা মজিবর রহমানের চায়ের দোকান আছে নলহাটির কয়থা হাসপাতাল মোড়ের কাছে বাস স্ট্যান্ডে। নিজেও দোকানে বসে চা বিক্রি করে বাবাকে সাহায্য করেছে। কি করে এই অভাবনীয় সাফল্য? তার উত্তরে মাহফুজ আলম ওরফে রাজু বলেন, ৫ মে মেডিক্যালের জন্য নিট পরীক্ষায় বসি। পয়লা জুন রেজাল্ট বের হয়। ৭২০ এর মধ্যে ৬৭৩ পাই। সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে আমি ১২,৫৭৩ র‌্যাঙ্ক করি। সামর্থ্য ছিল না বাইরে কোচিং নেওয়ার। একমাত্র ভরসা ছিল আমি। মা মারিয়াম বিবি গৃহবধূ। বাবা যখন বাড়িতে খেতে যেতেন, তখন দুই ঘণ্টা দোকানে বসতে হতো। আমার সাফল্য বলতে বাড়িতে পড়াশোনা। আর অনলাইনে কোচিং। সঙ্কল্প ভারত নামে একটি অনলাইন কোচিং নিতাম। বাইশশো টাকা দিয়ে ওই অনলাইন কোচিংয়ে রেজিস্ট্রেশন করি। তারপর দুই হাজার টাকার বিনিময়ে সমস্ত টেক্সট বাড়িতে ডাকমারফত পাঠিয়ে দিয়েছিল। মাহফুজ আলম জানায় সে কয়থা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছে। বরাবর ক্লাসে প্রথম বা দ্বিতীয় হতো। একুশ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়নি। সেবছর বিরানব্বই শতাংশ মার্কস পায় সে। ২০২৩ সালে উচ্চমাধ্যমিকে পঁচাশি শতাংশ মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হয় সে। মাহফুজ আলম একজন কার্ডিওলজিস্ট হতে চায়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায় সে। সে জানাতে ভোলেনি যে সে একজন জেনারেল ক্যাটিগরি থেকে পরীক্ষায় বসেছে।

ভুল ভ্যাকসিনেশন, অসুস্থ তিন শিশু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুন ঃ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারী গ্রাম পঞ্চায়েতের গেট বাজার এলাকায় ভুল ভ্যাকসিনেশনের ফলে অসুস্থ তিন শিশু। এমনটাই অভিযোগ অভিভাবকদের। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, দেড় মাসের কমলিকা রায়, দুই মাসের আলিশা পারভিন এবং চার মাসের অঙ্কিত অধিকারী ভুল ভ্যাকসিনেশনের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বুধবার রাতেই তাদের রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার দেড় মাসের কমলিকা রায়কে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি দু'জন এখনও গ্রামীণ হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন আছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এম-৭১৬-এসআইডিআই এনজি-বিজেই-০১-২৪, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪।

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (মেকানিক্যাল)/আদ্রা, দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ ই-টেন্ডার নং. এম-৭১৬-এসআইডিআইএনজি-বিজেই-০১-২৪,** যার বন্ধের তারিখ ২৭.০৬.২০২৪ - এর মাধ্যমে "০১ (এক) বছর সময়সীমায় ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ও ওয়াগন)/ ভোজুডিহ-র অধীনে আদ্রা ডিভিসনের বিভিন্ন সাইডিংয়ে আনলোডেবল ওয়াগনের যথাস্থানেই মেরামতি"। **ডিপার্টমেন্টাল ভ্যালু ঃ** জিএসটি সমেত ৩৯,৪৪,০২২.৯৯ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ২৭.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টা এবং **টেন্ডার খোলা হবে** ২৭.০৬.২০২৪-এ দুপুর ৩টার পর। ই-টেন্ডারের বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন **(PR-224)**

Tender No.-GGDC/KGP2/G-1/2024-25

Sealed tenders/quotations are invited from the prospective vendors/ suppliers within 30 days fromthe date of publication,for the purchase/ servicing/repair of items of equipments, lab equipmentsand components, lab furnitures, chemical & glass wares, gym and sports items, books and journals,computer and computer peripherals, air conditioner, air coolers, other electrical and electronicitems, wooden and steel furniture, ID cards printing & other printing materials, office stationery,gardening and beautification, musical items, CCTV items, LAN connection, Xerox machine andprinters,security services, water purifier machine, servicing & maintenance of college website andonline admission, office& library automation and other software, solar panel, canteen, audit, labour, jungle cleaning and AMC of computers, printers, Xerox, water purifiers, water cooler, air conditioner, lab equipment, furniture,sanitary items, electrical goodsetc.Terms and conditions, lists of requirements will be available from the office of Principal and collegewebsite within 30 days after publication.

Sd/-Officer-in-Charge,Govt. Gen. Degree College, Kharagpur-II,Ambigeria, Madpur-721149

PWD(GOVT. OF WB) TENDER

NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Short Notice Inviting Quotation for the works of: 1. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF detailed for counting & post poll duty in cw ensuing Loksabha Election 2024 at Anara SE Railway Colony High School under Para PS in the District of Purulia. 2. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF detailed for counting & post poll duty in cw ensuing Loksabha Election 2024 at Pandit Raghunathpur Murmu High School, Girls Hostel under Santuri PS in the District of Purulia. 3. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF detailed for counting & post poll duty in cw ensuing Loksabha Election 2024 at Maldih ITI College under Balarampur PS in the District of Purulia. 4. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF detailed for counting & post poll duty in cw ensuing Loksabha Election 2024 at Lalpur Community Hall under Hura PS in the District of Purulia. 5. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF detailed for counting & post poll duty in cw ensuing Loksabha Election 2024 at Velaitanr Model School under Jhalda PS in the District of Purulia. 6. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF detailed for counting & post poll duty in cw ensuing Loksabha Election 2024 at Krishak Bazar under Joypur PS in the District of Purulia. 7. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF detailed for counting & post poll duty in cw ensuing Loksabha Election 2024 at Bandwan Karmatirtha under Bandwan PS in the District of Purulia. 8. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF detailed for counting & post poll duty in cw ensuing Loksabha Election 2024 at ITI Govt. College, Duarsini under Manbazar PS in the District of Purulia. 9. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF detailed for counting & post poll duty in cw ensuing Loksabha Election 2024 at Netaji School, Purulia under Purulia [T] PS & at Lagda High School under Purulia [M] PS in the District of Purulia. NIQ No. 03 of 2024-2025. The quotations will be received up to 02:00 pm on 07-06-2024 and will be opened shortly. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from:- http://wbpwd.gov.in

Sd/-Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D.

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং. ১, ই-টেন্ডার নং ২৮_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১ (জেনারেল জোন) এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র – সকল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ : হাওড়া স্টেশন পুরনো কমপ্লেক্স (টার্মিনাল - ১) - পিএফ নং ১ থেকে পিএফ ১৬, কনকোর্স এলাকা, সকল সার্ভিস বিল্ডিং, রেস্ট হাউস, রিটায়ারিং রুম, রানিং রুম, আরআরআই কেবিন, [illegible] ড্রেন, পাইপ লাইন, হর্টিকালচার কাজ উপরোক্ত অধিকারক্ষেত্রে এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে। **ক্র.নং. ২, ই-টেন্ডার নং ২৯_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ২ (জেনারেল জোন) এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র - সকল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ : হাওড়া স্টেশন নতুন কমপ্লেক্স (টার্মিনাল - ২) - ডিআরএম ভবন, গুডস শেড নং ১, ২, ৩ এবং অন্যান্য গুডস শেড, পিএফ নং ১৭-২৩, নতুন কমপ্লেক্সের সকর সার্ভিস ভবন, রেল যাত্রী নিবাস, অফিসার'স রেস্ট হাউস, পাওয়ার হাউস ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এবং সার্কুলেটিং এলাকা নতুন কমপ্লেক্সের সামনে তৎসহ জাতীয় পতাকা এলাকা এবং নদীর সম্মুখভাগ, ০.৫ এমজিডি ওয়াটার ফিল্টার প্লান্ট, রেল মিউজিয়াম, রিভিয়েরা সেমিনার হল, এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ইত্যাদি, এলাকার মধ্যে আছে সিটি বুকিং কার্যালয় ইত্যাদি। সকল প্রকারের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, রাস্তা, ড্রেন, পাইপ লাইন, হর্টিকালচার কাজ উপরোক্ত অধিকারক্ষেত্রে এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে। **ক্র.নং. ৩, ই-টেন্ডার নং ৩০_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৩ (জেনারেল জোন) এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র - সকল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ : সকল স্টাফ কোয়ার্টার্স এবং সার্ভিস বিল্ডিং, অর্থোপেডিক হাসপাতাল, কলভিন কোর্ট, তেলকল ঘাট, হাইট ম্যানসন, চার্চ রোড, কেম্ব্রিজ টেরাস, অফিসার'স ক্লাব, বিআরআই অফিস ও গোডাউন, আরপিএসএফ ব্যারাক/ডগ শেল্টার, সিক লাইন, ট্র্যাক মেশিন অফিস ও শেড, রেল সদন কমপ্লেক্স (ডিআরএম রেসিডেন্স কমপ্লেক্স ও লন এলাকা), কনস্ট্রাকশন কার্যালয়, সিগন্যাল কার্যালয় ইত্যাদি। সকল প্রকারের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, রাস্তা, ড্রেন, পাইপ লাইন উপরোক্ত অধিকারক্ষেত্রে এইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে। **ক্র.নং. ৪, ই-টেন্ডার নং ৩০_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৪ (জেনারেল জোন) এইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (সকল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ : গুলমোহর কলোনি, টিন্ডার বাগান কলোনি, আরপিএফ ব্যারাক, রেলওয়ে ইনস্টিটিউট ইত্যাদি এবং হাওড়া জেনারেল স্টোর, সিগন্যাল ওয়ার্কশপ, প্রিন্টিং প্রেস, ২.৫এমজিডি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, র' ওয়াটার ইনটেক পয়েন্ট, লরি গ্যারাজ এলাকার সকল স্টাফ কোয়ার্টার্স এবং সার্ভিস বিল্ডিং, রোড, ড্রেন, পাইপ লাইন কাজ উপরোক্ত অধিকারক্ষেত্রে এইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে - ৮৩,০০,০০০ টাকা। (২) টিকিয়াপাড়া কোচিং ডিপো, ঝিল সাইডিং কোচিং ডিপো, ইএমইউ কারশেড, লন্ড্রি, ফ্লাই ওভার লাইন ইত্যাদির অধিকারক্ষেত্রে সকল সার্ভিস বিল্ডিং তৎসহ চাঁদমারি ব্রিজ পর্যন্ত ইয়ার্ড। কাঠ, রাস্তা, ড্রেন, পাইপলাইন, ব্রিজ কাজ উপরোক্ত অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচের অধীনে। (টিকিয়াপাড়া কারশেড - ২৫ লাখ, ইএমইউ কারশেড - ২৫ লাখ, ঝিল সাইডিং ও ইয়ার্ড - ২২ লাখ) মোট ৭২,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং. ৫, ই-টেন্ডার নং ৩২_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৫ (হর্টিকালচার জোন) এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে হর্টিকালচার ও প্ল্যান্টেশন সংক্রান্ত কাজ। **ক্র.নং. ৬, ই-টেন্ডার নং ৩৩_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৬ (জেনারেল জোন) এইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র - সকল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ : (১)সকল বামনগাছি সার্ভিস বিল্ডিং ও শেড ইলেক্ট্রিক লোকো শেড, ডিজেল শেট, ট্রিপ লোকো শেড, রানিং রুম, সর্টিং ইয়ার্ড, বেনারস ব্রিজ, আরআরআই কেবিন, আপ ও ডাউন ইয়ার্ড কেবিন, রানী ঝিল, কালভার্ট নং ৩, ৪, ৫ ও ৬ ইত্যাদি তৎসহ সংশ্লিষ্ট ইয়ার্ড, রাস্তা, ড্রেন, পাইপ লাইন কাজ উপরোক্ত অধিকারক্ষেত্রের অধীনে - ৭০,০০,০০০ টাকা। (২) বামনগাছি কলোনি, হেলথ ইউনিট ইত্যাদিতে সকল স্টাফ কোয়ার্টার ও ভবন, রাস্তা, ড্রেন, পাইপ লাইন কাজ উপরোক্ত অধিকারক্ষেত্রে এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে - ৬০,০০,০০০ টাকা। **ক্র.নং. ৭, ই-টেন্ডার নং ৩৪_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৪.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৩৮ (রোড জোন - এলসি গেট, স্টেশন, সার্কুলেটিং এলাকা, স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড, কলোনি রোড, ওয়ার্কশপ রোড ইত্যাদি) সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এইএন/এইচকিউ/ এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (বিবরণ : সাম্প্রতিকতম সংশোধন স্লিপ ইত্যাদি সহ সকল চ্যাপ্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের হারের বেশি/কম/সমান সামগ্রিক শতাংশ। (মূল্য ৫১,০০,০০০ টাকা)। দ্রষ্টব্য : ১. টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের জন্য কেবলমাত্র একটি দর দিতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্য হল বিভাগীয় ধার্য মূল্য। ২. সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের মৌলিক মূল্যে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় ধার্য মূল্য/বিজ্ঞাপিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে এই টেন্ডারের জন্য মূল্যায়নকৃত ব্যয়কে দৃঢ় করার জন্য মৌলিক ব্যয়ের উপর কোনও বৃদ্ধি বিবেচনা করা হয়নি। ৩. এই জোনাল টেন্ডারের মূল্যায়নকৃত খরচ/বিজ্ঞাপিত খরচ করার জন্য অবদান (i) মাটির কাজ - ২ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (ii) মর্টার - ৩ নং চ্যাপ্টারে ২%, (iii) কংক্রিট কাজ - ৪ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (iv) ম্যাসনরি কাজ - ৬ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (v) স্টিলের কাজ - ১০ নং চ্যাপ্টারে ৫%, (vi) ভেঙে ফেলা - ১৫ নং চ্যাপ্টারে ১%, (vii) রাস্তার কাজ - কেবলমাত্র ৮০%। ৪. কার্যকর করার সময় উল্লিখিত শতাংশ থেকে সংশ্লিষ্ট সূচী ভিন্ন হতে পারে, যদি প্রয়োজন হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আর্থিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চাওয়া হতে পারে। ৫. উপরোক্ত নির্দেশাবলী শুধুমাত্র টেন্ডারদাতাদের জন্য। দর দেওয়ার সময় টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত। ৬. টেন্ডারদাতাদের মূল্য উদ্ধৃত করার সময় ধার্য/বিজ্ঞাপিত মূল্যের সাপক্ষে বেশি/কম/সমান দর % দিতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট সূচীর বিপরীতে প্রতিফলিত হয়, প্রযোজ্য হিসেবে জিএসটি এবং অন্যান্য করের বৃদ্ধি এবং প্রভাব বিবেচনা করে। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,১০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য), ৮৫,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ১,৫৫,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ৬০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য), ১,৩০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য) ও ৫১,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৭-এর জন্য)। **বায়না মূল্য:** ২,০৫,০০০ টাকা (ক্র.নং ১ ও ২-এর জন্য), ১,৭০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ২,২৭,৫০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ১,২০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য), ২,১৫,০০০ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য) ও ১,০২,০০০ টাকা (ক্র.নং ৭-এর জন্য)। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-90/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অস্ত্র কাঁধে নিয়ে ছুটছে ‘রোবট সেনা’

সামরিক বাহিনীর মহড়া চলছে। তাতে অংশ নিয়েছে একটি পদাতিক ইউনিট। তবে সেই পদাতিক ইউনিটকে কোনো সেনা কমান্ডার নেতৃত্ব দিচ্ছেন না বরং সবার সামনে রয়েছে কুকুরের আদলে তৈরি একটি রোবট। পিঠে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে রোবটটি ছুটে চলেছে। তার পেছনে চলেছেন পদাতিক সেনারা। সম্প্রতি কম্বোডিয়ার সঙ্গে চীনের সামরিক বাহিনী যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়েছে। মহড়ার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভি। সেখানেই দেখা গেল চীনের তৈরি এই রোবট সেনা কমান্ডারকে।ভিডিওতে চেন ওয়েই নামের চীনের একজন সেনাকে কথা বলতে দেখা যায়। তিনি বলেন, ‘নগরাঞ্চলে যুদ্ধের জন্য নিয়োজিত আমাদের সেনা ইউনিটের নতুন সদস্য এই রোবট সেনা। অনুসন্ধানের কাজ, শত্রুপক্ষের অবস্থান শনাক্ত ও প্রতিপক্ষকে নিশানা করে আক্রমণ চালানোর কাজ করবে এটি।’

দুই মিনিটের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, অস্ত্র কাঁধে নিয়ে রোবটটি হেঁটে চলেছে। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে অবস্থান নিচ্ছে। প্রয়োজন হলে মাটিতে শুয়ে পড়া ও পেছন থেকে ফিরেও চলতে পারে রোবটটি। দূরবর্তী অবস্থান থেকে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। একবার দেখা গেল একটি ভবনে অভিযান চালানোর সময় একটি পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে এই রোবট সেনা কমান্ডার। সামরিক বাহিনীতে কুকুরের আদলে তৈরি রোবটের ব্যবহার অবশ্য নতুন নয়। গত বছরের নভেম্বরে যৌথ এক সামরিক মহড়া চালায় চীন, কম্বোডিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। সেই মহড়াতেও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রধারী এ ধরনের রোবট দেখা গিয়েছিল।

২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতেও এ ধরনের রোবট দেখা গিয়েছিল। মার্কিন বাহিনী এ ধরনের রোবট ব্যবহার করে তাদের অ্যাডভান্সড ব্যাটল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে (এবিএমএস)। বিশেষ এই ব্যবস্থায় মার্কিন সামরিক স্থাপনার ওপর ঝুঁকি মোকাবিলার কাজটি করা হয়। এ কাজ করা হয় মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার ও দ্রুত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই রোবট তারই অংশ।

মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ৬ জুন ঃ ইসিএলের আবাসন থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধের পচাগলা মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের বাবুইশোল কলোনি এলাকায়। মৃতের নাম অমল চ্যাটার্জী(৭৪)। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে আবাসনের ভিতর থেকে দুর্গন্ধ পায় বাসিন্দারা।

ইসরায়েলিদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ মালদ্বীপে

গাজাবাসীর প্রতি সংহতি জানিয়ে ইসরায়েলিদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ করতে যাচ্ছে মালদ্বীপ। দেশটির প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে বলে দেওয়া হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু ইসরায়েলি ভিসা নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে কবে নাগাদ এ বিধি কার্যকর হবে, তা বলা হয়নি। একই বিবৃতিতে গাজাবাসীর প্রতি সংহতি জানিয়ে একটি জাতীয় সমাবেশ করারও ঘোষণা দেওয়া হয়। দেশব্যাপী গাজাবাসীর জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট এ উদ্যোগ নিয়েছেন। নিরিবিলি সমুদ্রসৈকতের জন্য পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণীয় দেশ মালদ্বীপ।

দেশটির সরকারি হিসাবমতে, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে সেখানে ৫২৮ ইসরায়েলি ভ্রমণ করেছেন। তবে তা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৮৮ শতাংশ কম। ইসরায়েলি পর্যটকদের জন্য আগেও মালদ্বীপে ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। তবে ১৯৯০-এর শুরুর দিকে ওই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। মালদ্বীপের এ ঘোষণার পরপরই ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলি নাগরিকদের মালদ্বীপে ভ্রমণ না করতে অনুরোধ জানিয়েছে। যাঁরা ইসরায়েলসহ অন্য দেশের দ্বৈত নাগরিকত্ব ধারণ করেন, তাঁদেরও একই অনুরোধ করা হয়।

বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে সর্বকনিষ্ঠ শিশু শিল্পী

ঘানা, ৬ জুনঃ ঘানার এক শিশু সর্বকনিষ্ঠ শিল্পী হিসেবে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে। গত সপ্তাহে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস একটি বিবৃতিতে রেকর্ডটি নিশ্চিত করে। তাতে বলা হয়েছে, ঘানার শিশু এস-লিয়াম নানা স্যাম আঙ্করা এক বছর ১৫২ দিন বয়সে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ পুরুষ শিল্পী হিসেবে রেকর্ড গড়েছে। শিশুটির মা চ্যান্টেল কুকুয়া এঘান নিজেও একজন শিল্পী। গত জানুয়ারি মাসে আক্রার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে এসলিয়ামের ছবির প্রথম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। সেখানে তার আঁকা ১০টি ছবির মধ্যে নয়টি বিক্রি হয়েছিল। এঘান বলেন, তাঁর শিশুর ছবি আঁকার বিষয়টি হঠাৎ করে শুরু হয়। মাত্র ছয় মাস বয়সেই। তিনি বলেন, নিজের ছবি আঁকার জন্য সময় বের করতে শিশু এস-লিয়ামকে কিছু দিয়ে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলেন। এ সময় একটি ক্যানভাস দিয়ে তার ওপর কিছু রং দিয়ে দেন।

এ সময় শিশুটি হামাগুড়ি দিয়ে রং পুরো ক্যানভাসে ছড়াতে থাকে। আর এভাবে তাঁর ছেলের প্রথম ছবি ‘দ্য ক্রল’ তৈরি হয়। এরপর থেকে শিশুটি তার মায়ের চেষ্টায় নতুন করে আরও ছবি আঁকতে শুরু করে। শিশুটির জন্য রেকর্ড গড়ার অংশ হিসেবে গত জুন মাসে তার মা এঘান আবেদন করেন। গত নভেম্বর মাসে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ জানায়, নতুন রেকর্ড গড়তে হলে তার ছেলের চিত্রপ্রদর্শনী করতে হবে এবং ছবি বিক্রি হতে হবে। এরপর গত জানুয়ারি মাসে শিশুটির জন্য প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করেন তার মা।

R.T Tapas Production নিবেদিত তাপস দাস পরিচালিত
কাহিনী চিত্রনাট্য ও সংলাপ পরিচালনায় তাপস দাস। চিত্রগ্রহণ তাপস দাস। সম্পাদনা তাপস দাস।
G.D. প্রযোজিত আমাদের আগামী ছবি দুটি মুক্তি পাচ্ছে ২০২৪, ৯ জুন রবিবার সকাল ১০ টা ১০ মিনিটে, সোনার বাংলা টিভি চ্যানেলে। আমাদের মুভি সামাজিক স্টোরি গল্প নিয়ে তৈরি করা হয়েছে আশাকরি আপনাদের সকলের খুব ভালো লাগবে, অগ্রিম ধন্যবাদ সকলকে।
অভিনয়েঃ রোহিত মন্ডল, রাহুল ঘোষ, গনেশ দাস, অনুশান দে, সৌম্যদীপ পাল, সৌভিক দাস, শিবম বিশ্বাস, কিরণময় নন্দী, তুষার সেনাপতি পরিতোষ দত্ত, শেখ সাহান আলী, অনন্ত ব্যানার্জি, সমীরণ দাস, বাসুদেব নন্দী, তাপসী ঢালী।

পানিসাগরের নোয়াগাং বাজারে জুমের ফসলের জমজমাট বিকিকিনি

পানিসাগর, ৬ জুন ঃ পানিসাগরের নোয়াগাং বাজারে জুমের ফসলের জমজমাট বিকিকিনি। খুশি জুমিয়া পরিবারের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, পানিসাগর মহকুমা অন্তর্গত নোয়াগাং বাজার। এই বাজারে জনজাতিদের উৎপাদিত জুমের সমস্ত ফসল বাজারজাত করা হয়। বর্তমানে গ্রীষ্মের সময়ে সবচেয়ে বেশি বাজারজাত করা হয় রসালো লেবু এবং রসালো কাঁঠাল।

বৃহস্পতিবা ছিল এখানের হাটবার। ভোরবেলা থেকেই ক্রেতাদের ভিড় জমে চোখে পড়ার মত। ভোরবেলা থেকেই রাজ্য এবং বহিঃররাজ্যের পাইকাররা ভিড় জমান এই বাজারে। নোয়াগাং বাজারে বেশিরভাগই জনজাতিদের উৎপাদিত সামগ্রী রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামের উদ্দেশ্যেও বাজারজাত করা হয়। লেবু এবং কাঁঠাল ছাড়াও আনারস, বিভিন্ন শাকসবজি রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এবং আসামেও বাজারজাত হয়। নোয়াগাং বাজার এলাকার স্থায়ী বসবাসকারী রুবেল রাঙলং হালাম এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, ধর্মনগর, পানিসাগর, পেঁচারথল, কুমারঘাট ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে এখানকার উৎপাদিত সামগ্রী ফসল বাজারজাত হয়। গ্রীষ্মের সময় প্রচণ্ড গরমে এখান থেকে রসালো লেবু ও রসালো কাঁঠাল বিক্রি হয় এবং এগুলি প্রচুর পরিমাণে ফলন হয়। রাজ্য ও বহিঃরাজ্য ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশেও রাজ্যের উৎপাদিত কাঁঠাল পাঠানো হয়। তিনি বলেন, কয়েক সপ্তাহ পরে আসবে জুমের চিনার। খুব চাহিদা রয়েছে এবং এই এলাকায় এর ফলন খুব বেশি হয়। রাঙলং সম্প্রদায় তথা হালাম সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশি বসবাস করেন এবং এই বাজারে রাঙলং জনগোষ্ঠীর আধিপত্য রয়েছে।

বিশ্বজুড়ে ১৮ কোটির বেশি শিশু ঠিকমতো বেড়ে না ওঠার ঝুঁকিতে রয়েছে ঃ ইউনিসেফ

কাবুল, ৬ জুনঃ বিশ্বে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতি চারজনে একজনেরও বেশি শিশু পুষ্টিকর খাবারের অভাবে রয়েছে। শিশুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারের মারাত্মক ঘাটতি নিয়ে সতর্ক করছে জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। বিশ্বজুড়ে ১৮ কোটির বেশি শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে ঠিকমতো বেড়ে না ওঠার ঝুঁকিতে রয়েছে। বুধবার প্রকাশিত ইউনিসেফের একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত হ্যারিয়েট টরলেস এএফপিকে বলেন, ‘শুধু দুটি বা তার চেয়ে কম খাদ্য উপাদান খেয়ে বেঁচে আছে, এমন শিশুরা মারাত্মক খাদ্যঘাটতিতে রয়েছে। এই সময়ে এটা খুব দুঃখজনক।’ইউনিসেফের সুপারিশ অনুযায়ী এ বয়সী শিশুদের দৈনিক আটটি উপাদানের খাবারের মধ্যে অন্তত পাঁচটি উপাদান খেতে হয়। এগুলো হলো মায়ের বুকের দুধ, শস্য, মূলজাতীয় খাবার, কন্দ এবং কলা ডাল, বাদাম এবং বীজজাতীয় খাদ্য মাংস, মুরগি ও মাছ ডিম ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার ও সবজি এবং অন্যান্য ফল ও সবজি। কিন্তু বিশ্বের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের প্রায় ১০০টি দেশের ৪৪ কোটি শিশু দৈনিক এই আটটির মধ্যে পাঁচটি উপাদানসমৃদ্ধ খাবার খেতে পারে না। তাদের মধ্যে আবার ১৮ কোটির বেশি শিশু মারাত্মক খাদ্যঘাটতির মধ্যে রয়েছে, যারা দিনে সর্বোচ্চ দুটি উপাদানসমৃদ্ধ খাবারও খেতে পারে না। প্রতিবেদন প্রকাশের দিন এক বিবৃতিতে ইউনিসেফ প্রধান ক্যাথেরিন রাসেল এক বিবৃতিতে বলেন, যেসব শিশুরা দিনে মাত্র দুটি উপাদানসমৃদ্ধ খাবার (যেমন ভাত ও দুধ) খায়, তাদের অর্ধেকের বেশিই মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। এ ধরনের অপুষ্টির কারণে শিশুর মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। তারা এতটাই রোগা হয়ে যেতে পারে যে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এভাবে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরা স্কুলে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ে। উপার্জনক্ষম হয় না। টরলেস বলেন, এভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র চলতেই থাকে’। প্রায় ১০০টি দেশে শিশুরা পুষ্টিকর খাবারের অভাবে থাকলেও মারাত্মক খাদ্যাভাব ২০টির মতো দেশে বেশি। সবচেয়ে সংকটজনক অবস্থা সোমালিয়ায়। সেখানে ৬৩ শতাংশ শিশু পুষ্টিকর খাবারের ঘাটতিতে রয়েছে। গিনিতে ৫৪ শতাংশ, পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গিনি-বিসাউতে ৫৩ শতাংশ এবং আফগানিস্তানে ৪৯ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে। ইউনিসেফের এই প্রতিবেদনে ধনী দেশগুলোর শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। তবে ওই সব দেশে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোর শিশুরা পুষ্টি ঘাটতিতে থাকে। প্রতিবেদনে গাজার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করা হয়েছে। আট মাস ধরে ইসরায়েলের হামলার কারণে সেখানে খাদ্য ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। গত ডিসেম্বর থেকে এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ইউনিসেফ খুদে বার্তার মাধ্যমে গাজার ফিলিস্তিনি পরিবারগুলো থেকে পাঁচ দফায় তাদের আর্থিক সহায়তা গ্রহণের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে। তাতে দেখা গেছে, সেখানে প্রতি ১০ জনে ৯টি শিশুই মারাত্মক খাদ্যসংকটে ভুগছে। যদিও এই তথ্য প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবে ইউনিসেফ সতর্ক করে বলেছে, ‘২০২০ সাল থেকে সেখানে (শিশুদের মধ্যে) পুষ্টির অভাব ভয়ংকর রকমভাবে বেড়েছে। ২০২০ সালের আগে গাজায় মাত্র ১৩ শতাংশ শিশু ‘তীব্র’ খাদ্যসংকটের মধ্যে থাকত। গাজার পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হলেও বিশ্বজুড়ে শিশুদের মারাত্মক খাদ্যসংকট পরিস্থিতি ‘গত এক দশকের বেশি সময়ে ধীরগতিতে হলেও কিছুটা উন্নতি হয়েছে’। ইউনিসেফের ওই প্রতিবেদনে সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের জন্য আরও ভালো সামাজিক সেবা এবং মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংস্থাটি বৈশ্বিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করার আহ্বানও জানিয়েছে। বলেছে, চিনি সমৃদ্ধ পানীয় এবং অতিরিক্ত-প্রক্রিয়াজাত খাবার প্রচুর পরিমাণে বাজারজাত করা হচ্ছে। মা-বাবা ও পরিবার এগুলোতে আকৃষ্ট হচ্ছে।

করিমগঞ্জে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন জেলা বিজেপির

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ জুন ঃ বন্যা পরিস্থিতির আংশিক উন্নতি হলেও জল অনেকটা বেড়েছে করিমগঞ্জের তিন নদী লঙ্গাই, কুশিয়ারা এবং সিংলার। এমতাবস্থায় করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করেছে বন্যা প্লাবিত উত্তর করিমগঞ্জের সুপ্রাকান্দি এলাকা। অন্যদিকে আগামী ৭ ও ৮ জুন অসমের কয়েকটি জেলার সঙ্গে সীমান্ত জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য আবহাওয়ার হলুদ সর্তকতা খারাপ আবহাওয়াকে ইঙ্গিত করে। যার অর্থ আবহাওয়ার পরিস্থিতি পূর্বের তুলনায় আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস মতে গোটা জেলাতেই দুদিন হালকা এবং মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । অন্যদিকে ভোট পর্ব মিটতেই এবারে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা বিজেপি। করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল পরিদর্শন করে বন্যা প্লাবিত উত্তর করিমগঞ্জের সুপ্রাকান্দি এলাকা। কথা বলেন, বন্যাক্রান্ত মানুষদের সাথে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তথা বিজেপি ওয়ার্ড কমিশনার ডা. দেবতোষ পাল, উত্তর করিমগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি পাপলু দেব, সাধারণ সম্পাদক নিশীথ দাস, পান্না মালাকার, স্থানীয় জিপি সভানেত্রী কল্পনা মালাকার সহ অনেকে। জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ের মানুষ হয়ে মানুষের পাশেই দাঁড়ানো সবার কর্তব্য । জেলায় বর্তমান বন্যার পরিস্থিতিতে ত্রাণ বন্টন, মেডিকেল টিমের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান, পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য তিনি ইতিমধ্যে কথা বলেছেন জেলাশাসকের সঙ্গে ।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ জেলা অবিরাম বৃষ্টিপাতের দরুন বন্যার কবলে পড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রেমালের তান্ডবে গাছের ডাল ভেঙে ফকিরাবাজারে এক স্কুল পড়ুয়া সহ বন্যার জলে ডুবে কানাইবাজার এবং এরালিগুল সহ মোট তিনজনের প্রাণহানি ঘটেছে । বৃহস্পতিবার রাত অবধি কুশিয়ারা জলস্তর ১৪.৯৩ মিটার, লঙ্গাইর ২১.৮৬ এবং সিংলা নদীর জলস্তর ১৭.১১৫ মিটার ।

Name Change
I,APURBA CHATTERJEE, SON OF SALIL CHANDRA CHATTERJEE, RESIDING AT 419/E, DIAMOND HARBOUR ROAD, PO BARISHA ,PS THAKURPUKUR KOLKATA-700008, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APURBA KUMAR CHATTERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024.THAT ,APURBA CHATTERJEE AND APURBA KUMAR CHATTERJEE BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ANISUR RAHAMAN SAIKH, SON OF SAJAHAN SEKH, RESIDING AT N0064 VILL- GORAN BOSE PO BHARATGARH, PS BASANTI, BARUIPUR-743312, WEST BENGAL . SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANISUR RAHAMAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 20/05/2024. THAT ANISUR RAHAMAN SAIKH AND ANISUR RAHAMAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Prosanta Ku Dutta alias Prosanto Dutta alias Prosanta Dutta (Old Name) S/o Pulin Dutta Residing at VTC + P.O. - Ghoshpur, Sub District – Baduria, North 24 Parganas, Pin- 743289, W.B., India shall henceforth be known as Prasanta Dutta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-06-2024. Prosanta Ku Dutta, Prosanto Dutta and Prosanta Dutta (Old Name) and Prasanta Dutta (New Name) all are same and one identical person.

Name Change
I, DIPAK KUMAR SANNIGRAHI (OLD NAME), SON OF JUGAL KISHORE SANNIGRAHI, RESIDING AT FLAT-3B, TANIA APARTMENT, 3RD FLOOR, GARIA PLACE, KOLKATA-700084, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPAK SANNIGRAHI (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024.THAT DIPAK KUMAR SANNIGRAHI AND DIPAK SANNIGRAHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SAJAHAN SAIKH, SON OF ABDUL KHALEK SEKH, RESIDING AT N0064 GORAN BOSE PO BHARATGARH, PS BASANTI, BARUIPUR=743312, WEST BENGAL .SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAJAHAN SEKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 20/05/2024.THAT SAJAHAN SAIKH AND SAJAHAN SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Rup Kumar Mandal (Old Name) S/o Nityananda Mondal Residing at Duttapara, District 24 Pgs. (N), W. shall henceforth be known as Rup Kumar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-06-2024. Rup Kumar Mandal (Old Name) and Rup Kumar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I SWAPNA DAS PAUL, W/O HARI DAS DAS, R/O BASUDEBPUR, PO TRIBENI, PS MOGRA, HOOGHLY RURAL,PIN-712503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPNA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT SWAPNA DAS AND SWAPNA DAS PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I FARMINA BIBI, W/O MD AKTAR ALI MOLLA, R/O VILL KHARIBERIA, PO-KAMDUNI, PS RAJARHAT, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARMINA SULTANA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT FARMINA BIBI AND FARMINA SULTANA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SWAGATO BHATTACHERJEE (OLD NAME), S/O SUBHENDU BHATTACHARJEE, R/O DHARSA BRAHMIN PARA, PO GIP COLONY JAGACHA, PS JAGACHA, DIST HOWRAH, OIN-711112, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAGATA BHATTACHARJEE (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024, THAT SWAGATO BHATTACHERJEE AND SWAGATA BHATTACHARJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I TAPOSI SARKAR, W/O ANJAN SARKAR, R/O 74/1, SAHID ANONTA DUTTA SARANI, NORTH DUMDUM (M), PO RAJBARI COLONY, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700081, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPASI SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT TAPASI SARKAR AND TAPOSI SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I AKTAR ALI MOLLA, S/O MD AYNAL MOLLA, R/O VILL KHARIBERIA, PO-KAMDUNI, PS RAJARHAT, PIN-700135, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AKTAR ALI MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT AKTAR ALI MOLLA AND MD AKTAR ALI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRITY KUMARI (OLD NAME), D/O BIRENDRA KUMAR SINGH, R/O PARNASREE GREEN HEIGHTS, BLOCK -3, UNIT-4I, PARNASREE PALLY, PO PARNASREE PALLY, PS PARNASREE, PIN-700060, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITY SINGH (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/05/2024, THAT PRITY KUMARI AND PRITY SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ZAINAB RANGOONWALA, W/O MURTAZA HASIM RANGOONWALA, R/O 4TH FR, FL 4B, 9/7, EAST TOPSIA ROAD,PS PRAGATI MAIDAN, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZAINAB MURTAZA RANGOONWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT ZAINAB MURTAZA RANGOONWALA AND ZAINAB RANGOONWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SWAPNA DAS PAUL, W/O HARI DAS DAS, R/O BASUDEBPUR, PO TRIBENI, PS MOGRA, HOOGHLY RURAL,PIN-712503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPNA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT SWAPNA DAS AND SWAPNA DAS PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,HAMESHKUMAR GOVIND AGARWAL (OLD NAME), SON OF LATE GOVIND RAM AGARWAL, RESIDING AT 4E,4TH FLOOR, 15A SADANANDA ROAD, PO&PS-KALIGHAT, KOLKATA -700026, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAMESH KUMAR AGARWAL (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024.THAT HAMESHKUMAR GOVIND AGARWAL AND HAMESH KUMAR AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MURTAZA RANGOONWALA, S/O HASIM BHAI RANGOONWALA, R/O 4TH FR, FL 4B, 9/7, EAST TOPSIA ROAD, PS PRAGATI MAIDAN, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURTAZA HASIM RANGOONWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT MURTAZA HASIM RANGOONWALA AND MURTAZA RANGOONWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD GULAM RABBANI, S/O LATE MOTIUR RAHAMAN MOHAMMAD, R/O 45/A, SHAMSUL HUDA ROAD, PO-CIRCUS AVENVE, PS-KARAYA, KOLKATA-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD GHULAM RABBANI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024,THAT MD GULAM RABBANI AND MD GHULAM RABBANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SABIR ALI MOULA, SON OF SIRAJ ALI MOLLA, RESIDING AT VILL-MIRPUR, PO-CHAK ENAYETNAGAR, BISHNUPUR, SOURTH 24 PARGANAS-743503, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABIR ALI MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024. THAT SABIR ALI MOULA AND SABIR ALI MOLLA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I LITAN MAJAMDER, S/O LATE INDRA MOHAN MAJAMDER, R/O VILL BANGRAM, PO RASPUNJA, PS BISHNUPUR, DIAMOND HARBOUR, PIN-700104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LITAN MAJUMDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT LITAN MAJUMDAR AND LITAN MAJAMDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Saswati Nandi (old name) W/O Palak Nandi, Residing at Aryan Tower, 271B Sodepur Road, Flat No- T2/3F Madhyamgram, Dsit.- North 24 Pgs, Pin- 700129, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Saswati Nandi Dey (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/06/2024. Saswati Nandi Dey (new name) and Saswati Nandi (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Dhurjati Prosad Chattopadhyay (old name) S/O Manmohan Chattopadhyay, Residing at A/81, New Raipur Road, P.O.- Garia, P.S.- Patuli, Kolkata-700084, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Dhurjati Prasad Chattopadhyay (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/06/2024. Dhurjati Prasad Chattopadhyay (new name) and Dhurjati Prosad Chattopadhyay (old name) both are same identical person.

Name Change
I BARKET GAIN, S/O LATE AJIR GAIN, R/O CHAKDAHA, VTC UTTAR PANCH POTA , NADIA-741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BARKAT GAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT BARKET GAIN AND BARKAT GAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUMONA ROY, W/O BIMAL KUMAR SHAW, R/O 6/18, CARRY ROAD, CHATTERJEE HAT, HOWRAH -711104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMANA ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT SUMONA ROY AND SUMANA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Maya Bagchi (old name) W/O Nripen Bagchi, Residing at VILL.- Panpara, P. O.- Panpara, P. S.- Ranaghat, Dist.- Nadia, Pin-741201, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mayarani Bagchi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/06/2024. Mayarani Bagchi (new name) and Maya Bagchi (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Md Sahidul Hoque Gazi, Md Sahidul Haque Gazi & Sahidul Hoque Gazi (old name) S/O Ali Ahamed Gazi, Residing at VILL.- Trimohini Paschim Para, P. O.- Basirhat, P. S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743411, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sahidul Haque Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/06/2024. Sahidul Haque Gazi (new name) and Md Sahidul Hoque Gazi, Md Sahidul Haque Gazi & Sahidul Hoque Gazi (old name) all are same identical person.

Name Change
I MUSARRAF PARWEEN AND MUSARRT PARWEEN, D/O SABBIR AHAMAD, R/O BARAHI, BARHI, DARBHANGA BIHAR-846005, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUSARRAT JAHAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024,THAT MUSARRAF PARWEEN AND MUSARRT PARWEEN AND MUSARRAT JAHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Ashmira Bibi Sapui (old name) W/O Nasim Ali Sapui, Residing at 130 Chakthakurani, Dhalipara, Kolkata-700104, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ashmira Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/06/2024. Ashmira Bibi (new name) and Ashmira Bibi Sapui (old name) both are same identical person.

Name Change
I,MD NABI ALI NASKAR, SON OF MD C ALI NASKAR (OLD NAME),DL NO WB20 19920114559 AND AADHAR NO 8896-1360-3570, RESIDING AT 42A RAJA SANTOSH ROAD CHETLA ALIPORE KOLKATA-700027, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NABIR ALI LASKAR, SON OF CHHANNAT ALI LASKAR (NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 06/06/2024.THAT MD NABI ALI NASKAR, SON OF MD C ALI NASKAR (OLD NAME) AND NABIR ALI LASKAR, SON OF CHHANNAT ALI LASKAR (NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Yue Chai Chin (Old Name), D/o David Yue, resident of 86C, Christopher Road, P.S- Topsia, Kolkata – 700046, WB shall henceforth be known as AMY YUE (New Name) vide affidavit dated 06.06.24 before the Notary Public, Kolkata. That Yue Chai Chin (Old Name) and AMY YUE (New Name) are both same and one identical person.

Name Change
I, Zohar Taz & Johartaj Ali (old name) W/O Nasir Ali, residing at 5/1, Rameshwar Shah Road, Entally, P.S.- Beniapukur, Kolkata-700014, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Johar Taj (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/06/2024. Johar Taj (new name) and Zohar Taz & Johartaj Ali (old name) all are same identical person.

Name Change
I ABBAS ZARIF AND ABBAS MOHAMMAD ZARIF,S/O MOHAMMED ZARIF, R/O 26, POLLOCK ST, 1ST FLOOR, PS HARE STREET, KOLKATA -700001, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABBAS MOHAMMED ZARIF, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024, THAT ABBAS ZARIF AND ABBAS MOHAMMAD ZARIF ALSO ABBAS MOHAMMED ZARIF ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Previously called ASHISH JAIN (old name) S/o,Nihal Chand Jain R/o,217, Lake Town Block B 1st floor South Dum Dum Bidhannagar,P.S.Lake Town, 24, parganas North.PIN-700089. Have Changed My Name as ASHISH KUMAR JAIN (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-06/06/2024.Therefore ASHISH JAIN and ASHISH KUMAR JAIN are same identical persons not two different ones.

Name Change
I ASHOK KUMAR MAZUMDER, SON OF BINAY MAJUMDAR, RESIDING AT NARAYAN PALLY, B.A.C.FAST LANE, P.O.NIMTA, PIN - 700049, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOK MAJUMDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/05/2024.THAT ASHOK KUMER MAZUMDER AND ASHOK MAJUMDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,HEMEN MODY (OLD NAME), SON OF NIRANJANBHAI MODY @ NIRANJAN MANEKLAL MODY, RESIDING AT 11/1 HEYSHAM ROAD, PO-L.R. SARANI, KOLKATA -700020, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HEMEN NIRANJAN MODY(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/06/2024.THAT HEMEN MODY AND HEMEN NIRANJAN MODY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MD, SAJID S/o, MD, ASHIQUE, R/o,166/H/56,Keshab Chandra Sen Street, P.S.Amherst Street Kolkata -700009. Declare that my minor daughter (D.O.B.23.08.2007) Have changed her name from SARAH SAJID(old name) to SARA SAJID (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-06/06/2024.Therefore SARAH SAJID and SARA SAJID are same identical persons not two different ones.

বাংলা জুড়ে সবুজ ঝড়, তবুও কেন দার্জিলিঙে মুখ থুবড়ে পড়ল তৃণমূল?

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জুন ঃ মেয়র থেকে মেয়র পারিষদ, শিলিগুড়ির সব ওয়ার্ডে ধরাশায়ী তৃণমূল। তিন বিধানসভায় বিজেপির লিড রাজু বিস্তার জয়ের পথ সুগম করে দিয়েছে। এমনকি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের ওয়ার্ডে ৪০০ ভোটে লিড পেয়েছে বিজেপি। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের ওয়ার্ডে বিজেপি লিড হাজার ছাড়িয়েছে। দলের কাউন্সিলরদের কোনও ওয়ার্ডেই লিড দিতে পারেনি তৃণমূল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাই বলছেন, পাহাড় বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। ভোটে পাহাড়ে এবার ৯৩ হাজারে লিড পেল বিজেপি। পাল্টা লড়াইয়ে থাকতে কৌশল হিসাবে চোপড়া থেকে ৯১ হাজারে লিড নিয়ে আসে তৃণমূল। লড়াইয়ে থাকেন গোপাল লামা। গণনার পর্ব যত এগোতে থাকে, শিলিগুড়ি, ফাঁসিদেওয়া, মাটিগাড়ার মতো বিধানসভায় ঢোকে, তখন কার্যত কোমর ভেঙে যেতে দেখা যায় তৃণমূলের। কেবল ফাঁসিদেওয়াতেই ৩৫ হাজার লিড নিয়ে গেছে বিজেপি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে ৮৪ হাজার ভোটে লিড নিয়ে গেছে বিজেপি। শিলিগুড়ি শহরে কিছুদিন আগেই পৌরসভার দখল নিয়েছিল তৃণমূল। সেই শিলিগুড়ি শহরেও বিজেপির লিড ৬৭ হাজার। এক জন মেয়র পারিষদ, যিনি সংখ্যালঘু এলাকাতে থাকেন, তিনি ছাড়া সকল মেয়র পারিষদ, কাউন্সিলরদের এলাকায় তৃণমূল হেরেছে। তৃণমূল নেতৃত্ব বলছে, এই ফলাফলের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারে। আর যে সমস্ত কর্মীরা গণনাকেন্দ্রের বাইরে ছিলেন, তাঁরা বলছেন, এমন ফল হতে পারে না। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, শিলিগুড়ি এলাকাতেই তৃণমূল নেতাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। যে যাঁর মতন করে প্রচার করেছেন, তবে নেতাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে, কর্মীদের সুসবদ্ধ তো দূরের কথা।

ক্যান্সার আক্রান্ত অসহায় পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা দিলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ৬ জুন ঃ আবারও মানবিকতার পরিচয় দিলো কান্দি থানার পুলিশ, ক্যান্সার আক্রান্ত গ্রীন পুলিশকে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করলো কান্দি থানার পুলিশ। জানা গেছে মুর্শিদাবাদের কান্দি শহরের জীবরপাড়া এলাকার বাসিন্দা ধর্ম বিত্তার বনমেরো ক্যান্সারে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসাধীন। বাবা রবীন বিত্তার পেশায় রাজ মিস্ত্রি। অভাবের সংসার, চিকিৎসার জন্য টাকার প্রয়োজন। সেই অসহায় পরিবারের হাতে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করলেন কান্দি থানার আইসি মৃনাল সিনহা। পরিবার সূত্রে জানা গেছে ২০২০ সাল থেকে অসুস্থ ধর্ম

দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন স্থানে ছুটে যেতে হয় পরিবারকে। বর্তমানে পরিবার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। পরিবারের এই সমস্যায় কথা জানতে পেরে ক্যান্সার আক্রান্ত গ্রীন পুলিশ ধর্ম বিত্তার বনমেরোর পিতা রবীন বিত্তারকে বৃহস্পতিবার কান্দির আইসি ডেকে পাঠান। কান্দি থানার পুলিশ অফিসার ও কান্দি থানার আইসি তারা নিজেদের উদ্যোগে এই ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে দেন। এই সাহায্য পেয়ে কান্দি থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন ওই রোগীর পরিবার। এই বিষয়ে পিতা রবীন বিত্তার বলেন ছেলেকে সুস্থ করার জন্য ব্যাঙ্গালোরে ভর্তি করেছি, টাকার জন্য সমস্যায় ছিলাম। কান্দি থানার আই সি জানতে পেরে, আমাকে ডেকে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন এবং বলেন সমস্যা হলে জানাতে। এইভাবে কান্দি থানার অফিসারদের পাশে পেয়ে অনেক ভালো লাগছে। উল্লেখ্য এর আগেও কান্দি থানার আই সি আই সি মৃনাল সিনহা অসহায় মানুষের পাশে থেকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ তিনি বলেন ছেলের জন্য অসহায় পরিবার। পাশে থেকে কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছি।

রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীর দোকানপাট ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ জুন ঃ রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীর দোকানপাট ভাঙচুরের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কোচবিহার দাস ব্রাদার্স মোড় এলাকায়। বিজেপি কর্মীর দাবি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এঘটনা ঘটিয়েছে। প্রসঙ্গত গতকাল রাতে বেশ কিছু দুষ্কৃতী সেখানে একটি জুতোর এবং কাপড়ের দোকান সহ আরো পাশের কিছু দোকানে ভাঙচুর চালায়। জানা গেছে, যেই ব্যক্তির দোকান ভাঙা হয়েছে তিনি বিজেপি কর্মী। শেখর সরকার নামে ওই ব্যক্তি বলেন, কাল আমি রাত ১০ টায় দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়েছিলাম। সকালে এসে দেখি দোকান পাট সব ভাঙা। এসব তৃণমূলের কারসাজি। আমি বিজেপি করি বলে আমার দোকান ভেঙেছে।

রেলের টিকিটের দালাল গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুন ঃ জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে এক রেলের টিকিটের দালালকে গ্রেফতার করলো রেলের ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ও আরপিএফ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে রেলের টিকিট কাউন্টারে অভিযান চালিয়ে একজন রেলের টিকিটের দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফের ইন্সপেক্টর বিপ্লব দত্ত জানান। ধৃতের বাড়ি জলপাইগুড়ির ডেঙ্গুয়াঝাড়ের শেশাপাড়া এলাকায়। অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে রেলের টিকিটের দালালি করছেন প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। তার কাছে পাওয়া গেছে রেলের টিকিটও।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- NIQ NO.- 15/Q of 2024-25
N.W- Temporary Electrical installation work for accommodation of CAPF. related to parliamentary election 2024 under Sl no. 1. Tamluk Electrical Sub Division, PWD. 2. Haldia Electrical Sub Division, PWD. 3. Contai Electrical Sub Division, PWD.
Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.pwdwb.in
Last date of application: 07.06.2024 up to 03:00 P.M.
Last date of submission of quotation: 3:30 P.M. of 07.06.2024
Date and time of bid opening: 4:00pm of 07.06.24
SD/- Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ৬৮_২০২৪-২৫, তারিখ ০৬.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** হাওড়া ডিভিসনে বর্ষাকালে আপাতকালীন উপকরণ হিসেবে স্টোন বোল্ডার সরবরাহ। **আনুমানিক ব্যয়:** ১,২৯,৪১,২০০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,১৪,৭০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ :** সময়সীমা অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২০.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-93/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এএসএন/I/০৮ অফ ২০২৪-২৫ ফর ই-টেন্ডারিং, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন-১), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য সিলকরা টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম :** নিউ অন্ডাল-প্রধানখুন্তা মাল্টি-ট্র্যাকিং কাজের সাথে যুক্ত ডে. সিই/কন/১, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোলের অধীনে নিউ অন্ডাল থেকে প্রধানখুন্তা শাখায় মাইনর ব্রিজ, আরওবি, মেজর ব্রিজ, আরওআর, মাল্টিসেল্ড বক্স ব্রিজ, নন স্ট্যান্ডার্ড আরসিসি বক্সের জেনারেল অ্যারেঞ্জমেন্ট ড্রইং এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ, মেজর ব্রিজ, আরওআর, মাল্টিসেল্ড বক্স ব্রিজ, নন স্ট্যান্ডার্ড আরসিসি বক্স ইত্যাদির স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ও ড্রইং তৈরি। **টেন্ডার মূল্যমান:** ১.৪১ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি :** ২,২০,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ :** ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৭.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

(CON-25/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দুর্গাপুরে বিজেপি বিধায়কের দফতরে দুষ্কৃতি হানা, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৬ জুন ঃ ফলাফল ঘোষণা হতেই ভোট পরবর্তী হিংসা অব্যাহত শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে। বামেদের পর এবার শাসকদলের কোপে গেরুয়া শিবির। এবার খোদ বিধায়কের দফতরে দুষ্কৃতি হানার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়াল শিল্পশহর দুর্গাপুরে। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই-এর দুর্গাপুরের বেনাচিতি সংলগ্ন আর্টারিয়াল রোডের ওপর ডিএসপির আবাসনে রয়েছে বিধায়কের দফতর। অভিযোগ, বুধবার রাত্রে দুস্কৃতীরা চড়াও হয়ে অফিসের কম্পিউটার, প্রিন্টার, সাথে আলমারি ভেঙ্গে বিধায়কের সই করা প্যাড নিয়ে যায়। বাইরে লাগানো বিজেপির পতাকা ফেস্টুন ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে দেয়। শুধু তাই নয় পালিয়ে যাওয়ার সময় দফতরের বাইরে তৃণমূলের দলীয় পতাকা লাগিয়ে দিয়ে যায় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই ও বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ঘটনার প্রতিবাদে কার্যালয়ের বাইরে শ্লো-গান শুরু করে। একইসঙ্গে ক্ষুদিরাম মাঠের কাছে বিজেপির দলীয় দফতরের বাইরের দরজা ভাঙার অভিযোগ ওঠে দুস্কৃতীদের। এই ক্ষেত্রেও অভিযোগের আঙুল তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের দিকে। ঘটনায় বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুই জানান, নির্বাচন হার-জিত আছে। গত ২০২১ সালে নির্বাচনের ফল ঘোষনার পর বিজেপি কার্যালয়ে তাণ্ডব করেছিল। তারপর এদিনের ঘটনা। কম্পিউটার, প্রিন্টার চুরি করেছে। সই করা লেটার প্যাডও চুরি করেছে। থানায় বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েছি। পুলিশ তদন্ত করে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে এর দায় তৃণমূলকে নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের ফলাফলে দুর্গাপুরের বেশীরভাগ ওয়ার্ডেই বিজেপি এগিয়ে আছে। আগামীদিনে পুরসভার নির্বাচন হলে তৃণমূলের পরাজয় নিশ্চিত। তাই দুর্গাপুরকে আবারও অশান্ত করতে চাইছে তৃণমূল। তবে এভাবে হামলা করলে বিজেপি চুপ থাকবে না। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেতা উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, এসব তৃণমূলের কাজ নয়। মানুষ লোকসভা নির্বাচনে স্বৈরাচারী বিজেপিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এসব তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দুটি নতুন রেকে চার্জ করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে

কলকাতা, ৬ জুন ঃ মেট্রো পরিষেবায় নতুন ক্রয় করা MR-৫১৩ এবং MR-৫১৪ রেকগুলি প্রবর্তনের একটি বড় অগ্রগতি আজ অর্থাৎ ০৬.০৬.২০২৪-এ অর্জিত হয়েছে!

ভারত সরকারের বৈদ্যুতিক পরিদর্শক (EIG) তাদের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা পরীক্ষা করার জন্য তিন-ফেজ বৈদ্যুতিক প্রপালশন সিস্টেমের সাথে লাগানো দুটি নতুন রেকের (MR-৫১৩ এবং MR-৫১৪) বিশদ পরিদর্শন করেছেন। রুটিন পরীক্ষা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, EIG আজ 750V DC বৈদ্যুতিক সরবরাহের সাথে এই ৮ - কোচ রেকগুলিকে চার্জ করার জন্য তার অনুমোদনও দিয়েছে। EIG-এর এই অনুমোদন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এখন এই রেকগুলিকে বাণিজ্যিক পরিষেবায় প্রবর্তনের আগে অন্যান্য বাধ্যতামূলক পরিদর্শন করা সম্ভব হবে। তাতে কলকাতার মেট্রো পরিষেবা আরও উন্নত হবে।

দুর্ঘটনার কবলে বাইক, জখম তিন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুন ঃ জাতীয় সড়কে চার চাকার গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাইক। জখম তিন যুবক। জানা গেছে, নকশালবাড়ির সাতভাইয়া এশিয়ান হাইওয়ে ২ জাতীয় সড়কে পানিট্যাঙ্কি থেকে বাগডোগরা যাওয়ার সময় মদ্যপ অবস্থায় তিনজন বাইকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চার চাকার গাড়িকে ধাক্কা দেয়। ঘটনায় লুটিয়ে পড়েন তিনজন। আহতরা হল চন্দন দাস, কালু রায় ও কুন্দন রায়। আহতরা বাগডোগরার ভুজিয়াপানির বাসিন্দা। পরে আহতদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি হাসপাতালে আনলে একজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার পর চার চাকার গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় চালক। দুর্ঘটনাগ্রস্থ চার চাকার ও বাইকটিকে উদ্ধার করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

স্বয়ং কেষ্টও যা পারেননি, এবার সেই মিরাকেলই করে দেখাল বীরভূম তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ জুন ঃ একটা সময় ছিল যখন নির্বাচনের আগে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের মুখে নতুন- নতুন 'দাওয়াই' শোনা যেত। কখনও 'চড়াম- চড়াম ঢাক বাজানোর কথা বলতেন' 'কখনও বা গুড় বাতাসা' দেওয়ার কথা। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় অনুব্রত জেলায় থাকতেও দুবরাজপুর বিধানসভাকে 'বাগে' আনতে পারেননি। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতেই সেই বিধানসভাতেই এই বছর বড় জয় পেল শাসক শিবির। আর সেই কারণে তাঁর দেখানো পথেই হাঁটলেন সেখানকার তৃণমূল কর্মীরা। বীরভূম লোকসভার অন্তর্গত দুবরাজপুর বিধানসভাতেও তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের ব্যাপক সাফল্য পাওয়ায় আনন্দে গুড়-বাতাসা ও নকুল দানা বিলি তৃণমূল কংগ্রেসের। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে অনুব্রত মণ্ডল থাকাকালীনও এই দুবরাজপুর বিধানসভায় জয়ের স্বাদ পায়নি তৃণমূল। লোকসভা তারা জিতলেও সিউড়ি, দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট বিধানসভায় তৃণমূলকে হারতে হয়েছিল। আর এই বছর কেষ্টর অনুপস্থিতিতেই বীরভূম লোকসভার ৭টি বিধানসভাতেই জিতেছে তৃণমূল। প্রার্থী শতাব্দী রায় পেয়েছেন ৭ লক্ষের বেশি ভোট। কার্যত এই আনন্দই আর ধরে রাখতে পারেনি শাসক দল। রাজনৈতিক কারবারিদের একাংশের ধারনা, এই বিধানসভায় জয় পেয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিল বিজেপি। ফলতঃ প্রচার কম হয়েছে সেখানে। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায় প্রথম দিন থেকেই পড়েছিলেন ময়দানে। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে শুনেছেন গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগ। আশ্বাস সমস্যা সমাধানের। তাই সেই ম্যাজিকই এবার কাজ করল কি না তা যদিও নিশ্চিত করে বলতে পারেননি বিশেষজ্ঞদের একাংশ। বৃহস্পতিবার দুবরাজপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হয়। এদিন শহর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ছবি নিয়ে গুড় বাতাস ও নকুলদানা সহ মহিলাদের হাতে প্রতীকী লক্ষীর ভাণ্ডার দিয়ে আনন্দে মাতলেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা বলেন, তৃণমূল জিতেছে। সেই কারণে সকলে সমবেত হয়ে এই জয় সেলিব্রেট করছি। আর অনুব্রতর নির্দেশ মতোই গুড় বাতাসা দিচ্ছি। যেহেতু এই জেলায় খুব গরম পড়ে সেই কারণে বাতাসা দিয়ে এনার্জি ফেরাতে চেয়েছি।

বিজেপি কর্মীর বাড়িতে বোমা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ জুন ঃ অনুব্রতহীন বীরভূমে লোকসভায় বোলপুর সহ বীরভূম আসনে তৃণমূলের জয় বোলপুর ও বীরভূম কেন্দ্রে নিকটবর্তী বিজেপি প্রার্থীদের লক্ষাধিক ভোটে হারিয়ে সহজ জয় ছিনিয়ে ফের সংসদে তৃণমূলের ২ প্রার্থী অসিত মাল সহ শতাব্দী রায় । জেলায় ইতিমধ্যে সবুজ আবিরে বিজয় উৎসবে মেতেছে তৃণমূল সমর্থকরা । এরই মাঝে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ বীরভূমের বোলপুর লোকসভার মল্লারপুরের গোয়ালা গ্রামে । অভিযোগ গতকাল মধ্যরাতে তৃণমূলের একদল দুস্কৃতী গোয়ালা গ্রামের বিজেপি কর্মী শ্রীকান্ত রুইদাসের বাড়িতে বোমা মারে এমনকি তার প্রাণনাশের চেষ্টা করে বলেও অভিযোগ উঠেছে । বোমা মারার ফলে বাড়ির চালে অগ্নিসংযোগ হয় বলে অভিযোগ করেন মল্লারপুর ১নং মন্ডলের বিজেপি সভাপতি শ্যামল ব্যানার্জী । এই বিষয়ে তিনি আরো জানান পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্তদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার না করলে অভিযুক্তদের উপর চড়াও হয়ে বোমা মারার নিদান বিজেপি নেতা শ্যামল ব্যানার্জীর । ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার বেলা ১১.৩০ নাগাদ মল্লারপুর থানার পুলিশ এলাকা পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেছে । ঘটনার জেরে আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা , এলাকায় চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ।

ইসিএলের আবাসনে পচাগলা দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৬ জুন ঃ ইসিএলের আবাসন থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধের পচাগলা মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের বাবুইশোল কলোনি এলাকায়। মৃতের নাম অমল চ্যাটার্জী (৭৪)। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে আবাসনের ভিতর থেকে দুর্গন্ধ পায় বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। দরজা খুলে দেখা যায় গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে অমলবাবুর মৃতদেহ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অমলবাবু আগে কয়লা খনিতে কাজ করতেন। ১৫ বছর আগে অবসর গ্রহণ করেন। আবাসনে তিনি একাই থাকতেন।

রেমালে ক্ষতিগ্রস্তদের বীমার টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে

কলকাতা, ৬ জুন ঃলোকসভা নির্বাচন পর্ব শেষ হতেই ঘূর্ণিঝড় রেমালে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও বীমার টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যেই যাতে রেমাল দুর্গতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে । অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থার তরফে এই বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। শস্য হানি সহ অন্যান্য খাতে ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে দ্রুত বিমার অর্থ পান সেজন্য রাজ্য সরকারকে বেশ কিছু পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। রেমালের ক্ষতিজনিত বিমার টাকার বন্টন ও ব্যবস্থাপনার জন্য একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। যেসব জেলায় ক্ষয়ক্ষতির হার বেশি সেখানে জেলাভিত্তিক আধিকারিক নিয়োগ করে সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য মুখ্য সচিব মারফত বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে সহজেই ওইসব আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন সেজন্য ওয়েবসাইট চালু করতে বলা হয়েছে এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে তা প্রচার করতে বলা হয়েছে। সর্বক্ষণের জন্য একটি হেল্প লাইন চালু করারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে দ্বিমার টাকা বন্টন করার জন্য বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থার তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকার কারণে রেমাল ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতিপূরণ বা বিমার টাকা বন্টন করা যায়নি।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং. ১, ই-টেন্ডার নং ৩৫_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৭ (জেনারেল জোন, রোড জোন ও ব্রিজ জোন) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র - সকল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ : মেন লাইনে কিমি ৪.০০ থেকে ২১.০০ এবং এইচবিসি-তে কিমি ৪.০০ তেকে ১০.০০ ও বেলুড়মঠ লাইন এবং সকল রাস্তার কাজ তৎসহ লেভেল ক্রসিং ও ব্রিজের কাজ সহ এফওবি, আরইউবি ও আরওবি ইত্যাদি এবং জঙ্গল পরিষ্কারকরণ এইএন/এলএলএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে তৎসহ (এইএন/টিআর-এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে জঙ্গল পরিষ্কারণকরণ)। **ক্র.নং. ২, ই-টেন্ডার নং ৩৬_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৮ (জেনারেল জোন ও রোড জোন) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র - সকল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ : স্ট্র্যাচি রোড, গার্ডিনার রোড, জেনিনস রোড, জি.টি. রোড, পিয়ার্স রোড, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট ও বিজলী কোয়ার্টার্স, বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড, ফিডলে রোড, থ্যাকওয়াল রোড তৎসহ রাস্তার কাজ ও জঙ্গল পরিষ্কারকরণ এইএন/লিলুয়ার অধীনে)। **ক্র.নং. ৩, ই-টেন্ডার নং ৩৭_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৯ (জেনারেল জোন, রোড জোন ও ব্রিজ জোন) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র - সকল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ : কিমি ২১.০০ থেকে ৩৮.০০ (ব্যাণ্ডেল ব্যতীত) মেনলাইনে এবং সকল রাস্তার কাজ তৎসহ লেভেল ক্রসিং ও ব্রিজের কাজ সহ এফওবি, আরইউবি ও আরওবি ইত্যাদি এবং জঙ্গল পরিষ্কারকরণ এইএন/লিলুয়ার অধীনে)। **ক্র.নং. ৪, ই-টেন্ডার নং ৩৮_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১০ (জেনারেল জোন, রোড জোন ও ব্রিজ জোন) এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র - সকল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ : কিমি ২২.১৫ থেকে ৮১.৫৭ তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ লাইনে (শেওড়াফুলি থেকে আরামবাগ) এবং সকল রাস্তার কাজ তৎসহ লেভেল ক্রসিং ও ব্রিজের কাজ সহ এফওবি, আরইউবি ও আরওবি ইত্যাদি এবং জঙ্গল পরিষ্কারকরণ এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে)। **ক্র.নং. ৫, ই-টেন্ডার নং ৩৯_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১৮ (জেনারেল জোন, রোড জোন ও ব্রিজ জোন) এইএন/বিডিসি-র অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র - জোনাল কাজ - কিমি ৩৮/০-৪১/০ (ব্যাণ্ডেল ইয়ার্ড, ব্যাণ্ডেল স্টেশন ও ইএমইউ কারশেড সহ) মেন লাইনে, নৈহাটি ব্রাঞ্চ লাইন কিমি ০২/২ কিমি ৭/১৭ এবং বি.বি. ল্যু ০/০ তেকে ২.০ কিমি, সকল সার্ভিস বিল্ডিং কলোনি তৎসহ কাঠের ও স্যানিটারি ও পেন্টিং কাজ রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন কাজ, সকল রাস্তার কাজ ও সকল ব্রিজ কাজ সহ এফওবি, আরইউবি/আরওবি ইত্যাদি। এইএন/ব্যাণ্ডেলের অধীনে কারশেডের মেরামতি (১৫ লাখ)। **ক্র.নং. ৬, ই-টেন্ডার নং ৪০_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ১৯ (জেনারেল জোন, রোড জোন ও ব্রিজ জোন) এইএন/বিডিসি-র অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (অধিকারক্ষেত্র - জোনাল কাজ - কিমি ৪১/০-৯১/০ মেন লাইনে, সকল সার্ভিস বিল্ডিং কলোনি তৎসহ কাঠের ও স্যানিটারি ও পেন্টিং কাজ রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন কাজ, সকল রাস্তার কাজ ও সকল ব্রিজ কাজ সহ এফওবি, আরইউবি/আরওবি ইত্যাদি এইএন/ব্যাণ্ডেলের অধীনে)। **ক্র.নং. ৭, ই-টেন্ডার নং ৪১_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৩১ (রোড জোন - এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (বিবরণ : সাম্প্রতিকতম সংশোধন স্লিপ ইত্যাদি সহ সকল চ্যাপ্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের হারের বেশি/কম/সমান সামগ্রিক শতাংশ। (মূল্য ৫১,০০,০০০ টাকা)। দ্রষ্টব্য : ১. টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের জন্য কেবলমাত্র একটি দর দিতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্য হল বিভাগীয় ধার্য মূল্য। ২. সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের মৌলিক মূল্যে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় ধার্য মূল্য/বিজ্ঞাপিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে এই টেন্ডারের জন্য মূল্যায়নকৃত ব্যয়কে দৃঢ় করার জন্য মৌলিক ব্যয়ের উপর কোনও বৃদ্ধি বিবেচনা করা হয়নি। ৩. এই জোনাল টেন্ডারের মূল্যায়নকৃত খরচ/বিজ্ঞাপিত খরচ করার জন্য অবদান (i) মাটির কাজ - ২ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (ii) মর্টার - ৩ নং চ্যাপ্টারে ২%, (iii) কংক্রিট কাজ - ৪ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (iv) ম্যাসনরি কাজ - ৬ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (v) স্টিলের কাজ - ১০ নং চ্যাপ্টারে ৫%, (vi) ভেঙে ফেলা - ১৫ নং চ্যাপ্টারে ১%, (vii) রাস্তার কাজ - কেবলমাত্র ৮০%। ৪. কার্যকর করার সময় উল্লিখিত শতাংশ থেকে সংশ্লিষ্ট সূচী ভিন্ন হতে পারে, যদি প্রয়োজন হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আর্থিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চাওয়া হতে পারে। ৫. উপরোক্ত নির্দেশাবলী শুধুমাত্র টেন্ডারদাতাদের জন্য। দর দেওয়ার সময় টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত। ৬. টেন্ডারদাতাদের মূল্য উদ্ধৃত করার সময় ধার্য/বিজ্ঞাপিত মূল্যের সাপক্ষে বেশি/কম/সমান দর % দিতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট সূচীর বিপরীতে প্রতিফলিত হয়, প্রযোজ্য হিসেবে জিএসটি এবং অন্যান্য করের বৃদ্ধি এবং প্রভাব বিবেচনা করে। **ক্র.নং. ৮, ই-টেন্ডার নং ৪২_২০২৪-২৫-জোন, তারিখ ০৫.০৬.২০২৪। কাজের বিবরণ:** জোন নং ৩১ (রোড জোন - এলসি গেট এবং স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ইত্যাদি) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রে এইএন/বিডিসি-র অধীনে সময়সীমা ৩০.০৬.২০২৫ (বিবরণ : সাম্প্রতিকতম সংশোধন স্লিপ ইত্যাদি সহ সকল চ্যাপ্টারে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের হারের বেশি/কম/সমান সামগ্রিক শতাংশ। (মূল্য ৫১,০০,০০০ টাকা)। দ্রষ্টব্য : ১. টেন্ডারদাতাকে টেন্ডারের জন্য কেবলমাত্র একটি দর দিতে হবে। বিজ্ঞাপিত মূল্য হল বিভাগীয় ধার্য মূল্য। ২. সিপিডব্লুডি-ডিএসআর-২০২১ আইটেমের মৌলিক মূল্যে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় ধার্য মূল্য/বিজ্ঞাপিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি নির্দেশ করে যে এই টেন্ডারের জন্য মূল্যায়নকৃত ব্যয়কে দৃঢ় করার জন্য মৌলিক ব্যয়ের উপর কোনও বৃদ্ধি বিবেচনা করা হয়নি। ৩. এই জোনাল টেন্ডারের মূল্যায়নকৃত খরচ/বিজ্ঞাপিত খরচ করার জন্য অবদান (i) মাটির কাজ - ২ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (ii) মর্টার - ৩ নং চ্যাপ্টারে ২%, (iii) কংক্রিট কাজ - ৪ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (iv) ম্যাসনরি কাজ - ৬ নং চ্যাপ্টারে ৪%, (v) স্টিলের কাজ - ১০ নং চ্যাপ্টারে ৫%, (vi) ভেঙে ফেলা - ১৫ নং চ্যাপ্টারে ১%, (vii) রাস্তার কাজ - কেবলমাত্র ৮০%। ৪. কার্যকর করার সময় উল্লিখিত শতাংশ থেকে সংশ্লিষ্ট সূচী ভিন্ন হতে পারে, যদি প্রয়োজন হয়, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এই ক্ষেত্রে আর্থিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চাওয়া হতে পারে। ৫. উপরোক্ত নির্দেশাবলী শুধুমাত্র টেন্ডারদাতাদের জন্য। দর দেওয়ার সময় টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা উচিত। ৬. টেন্ডারদাতাদের মূল্য উদ্ধৃত করার সময় ধার্য/বিজ্ঞাপিত মূল্যের সাপক্ষে বেশি/কম/সমান দর % দিতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট সূচীর বিপরীতে প্রতিফলিত হয়, প্রযোজ্য হিসেবে জিএসটি এবং অন্যান্য করের বৃদ্ধি এবং প্রভাব বিবেচনা করে। **আনুমানিক ব্যয়:** ৯৫,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ১,০০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২ ও ৬-এর জন্য), ৯০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩ ও ৫-এর জন্য), ৭০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য) ও ৫১,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৭ ও ৮-এর জন্য)। **বায়না মূল্য:** ১,৯০,০০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ২,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২ ও ৬-এর জন্য), ১,৮০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩ ও ৫-এর জন্য), ১,৪০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য) ও ১,০২,০০০ টাকা (ক্র.নং ৭ ও ৮-এর জন্য)।। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-91/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (ARSM SQ.BPS), Water Supply, KMC invites tender online in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/ARSM/02/2024-25
Name of the work: **Engagement of HT gang for Auckland Sq. BPS.** Estimated amount: ₹ **2,11,970.00.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/ARSM/03/2024-25
Name of the work: **Upkeeping of plant at Kasba Booster Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **2,98,801.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(3) NIT No. : KMC/WS/ARSM/04/2024-25
Name of the work: **Upkeeping of plant at Park Circus Booster Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **2,99,834.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **15.06.2024 up to 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 3).** For detailed information please visit website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/039/010/23-24/R
Name of the work: **Restoration of IPS and paver block at 9, Marcus Sq., 100, M. G. Road, 180, C. R. Avenue, 37, Munshi Sadaruddin, 60, M. M. Burman Street and other places in Ward No.-039.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,93,602.47.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/026/E113/23-24/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of collapsed pit, catch pit, S.W. pipe at Kachuri Goli, Ramesh Dutta Street and other places in Bustee area in Ward No.-26 under Borough-IV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,51,844.32.** Earnest money: ₹ **5,050.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/039/014/23-24/BUSTEE
Name of the work: **Repairs to IPS and concrete passage at 92C, M. M. Burman Street, 102/H/15, 102/H/9, M. M. Burman Street, 2/3 Marcus Lane and other Bustee places for upcoming minority festival in Ward No.-039.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,49,727.22.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/039/013/23-24/BUSTEE
Name of the work: **Repairs to paver block at 106/H/9, M.M. Burman Street, 148/H/6, C. R. Avenue, 102/H/5, M. M. Burman Street and other Bustee places for upcoming minority festival in Ward No.-039.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,49,642.51.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **15.06.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The tender will be opened on: **18.06.2024 - 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **07.06.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC intends to invites e-quotation two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIV/121/PUMP/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Installation & operation of 3" dia portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No. 121. Maximum nos. of pumps to be deployed - 06 (six) nos.** Work value: **Amount to be quoted.** Earnest money: **Initially ₹ 4,200.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).** Period of completion: **140 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIV/127/PUMP/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Installation & operation of 3" dia portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No. 127. Maximum nos. of pumps to be deployed - 15 (fifteen) nos.** Work value: **Amount to be quoted.** Earnest money: **Initially ₹ 10,000.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).** Period of completion: **140 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIV/128/PUMP/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Installation & operation of 3" dia portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No. 128. Maximum nos. of pumps to be deployed - 08 (eight) nos.** Work value: **Amount to be quoted.** Earnest money: **Initially ₹ 5,600.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).** Period of completion: **140 days.**

(4) NIT No. : KMC/XIV/129/PUMP/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Installation & operation of 3" dia portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No. 129. Maximum nos. of pumps to be deployed - 10 (ten) nos.** Work value: **Amount to be quoted.** Earnest money: **Initially ₹ 7,000.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).** Period of completion: **140 days.**

(5) NIT No. : KMC/XIV/130/PUMP/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Installation & operation of 3" dia portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No. 130. Maximum nos. of pumps to be deployed - 06 (six) nos.** Work value: **Amount to be quoted.** Earnest money: **Initially ₹ 4,200.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).** Period of completion: **140 days.**

(6) NIT No. : KMC/XIV/131/PUMP/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Installation & operation of 3" dia portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No. 131. Maximum nos. of pumps to be deployed - 06 (six) nos.** Work value: **Amount to be quoted.** Earnest money: **Initially ₹ 4,200.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).** Period of completion: **140 days.**

(7) NIT No. : KMC/XIV/132/PUMP/24-25 (1st Call)
Name of the work: **Installation & operation of 3" dia portable pump for dewatering including providing operator, helper & issue of pol at different locations within Ward No. 132. Maximum nos. of pumps to be deployed - 03 (three) nos.** Work value: **Amount to be quoted.** Earnest money: **Initially ₹ 2,500.00 is to be deposited online (Final EMD @2% of total quoted amount will need to be deposited by the lowest bidder after finalization of tender).** Period of completion: **140 days.** Last date of submission of bid: **15.06.2024 (Up to 12 noon) (For Sl. No. 1 to 7).** Tender will be opened on: **18.06.2024 (12 noon) (For Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from 07.06.2024 (From 5 p.m.) from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Controlling Officer/EWS, KMC invites e-tender for the under mentioned work:

(1) NIT No. : KMC/ET/03/MS/01/24-25
Name of the work: **Removal of scrap materials and stacking of screened usable materials at Machine Shop under EWS.** Estimated cost: ₹ **2,64,064.00.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Last date and time of submission of bid (online): **14.06.2024 (3 p.m.).**

(2) NIT No. : KMC/ET/04/MS/02/SHD/24-25
Name of the work: **Repairing of damaged shed with replacement of damaged structure and other allied works over the heavy duty impeller turning machine at Machine Shop.** Estimated cost: ₹ **2,84,123.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Last date and time of submission of bid (online): **15.06.2024 (3 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **07.03.2024 (5.30 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).** (12/24-25)

বিশ্বকাপে নিউইয়র্কের ড্রপ ইন পিচ

কারও চোখে বিপজ্জনক, কারও চোখে জঘন্য

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

একই লেংথের বল, অথচ একটি পিচে পড়ার পর ব্যাটসম্যানের বুক বরাবর আসছে তো আরেকটি যাচ্ছে হাঁটুর নিচ দিয়ে। ভালো লেংথের বল সামলানো তো ব্যাটসম্যানদের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অস্বাভাবিকভাবে বল উঠে কোনোটি ব্যাটসম্যানের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আবার কোনো কোনোটি হেলমেটে আঘাত করছে। কোন পিচ ব্যাটসম্যানদের জন্য বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে- ওপরের অংশটি পড়ার পর নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের ২২ গজ এখন এক গোলকধাঁধা! ব্যাটসম্যানদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা জটিল-দুর্বোধ্য এই পিচ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনার টেবিলে ঝড় তুলেছে। সপ্তাহ দুয়েক আগেও যেসব ক্রিকেটপ্রেমী আইপিএলে রানবন্যায় বুঁদ হয়ে ছিলেন, তাঁরাই নিউইয়র্কের পিচের কারসাজিতে দেখছেন টি-টোয়েন্টিতেও রান তোলা কতটা কঠিন! যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ার যে ইচ্ছা নিয়ে আইসিসি নিউইয়র্কে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আটটি ম্যাচ রেখেছে, সূচি ঘোষণার পর সর্ব মহলেই তা বাহবা পেয়েছে। কিন্তু বিশ্বকাপ শুরু হতেই ক্রিকেট বিশ্লেষকেরা আইসিসিকে তুলেছেন কাঠগড়ায় আর নিউইয়র্কের পিচকে রেখেছেন আতশি কাচের তলে। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে এখন পর্যন্ত দুটি ম্যাচ হয়েছে। দুই ম্যাচ মিলিয়ে রান উঠেছে মাত্র ৩৫০। ইনিংসগুলো দেখুন না-শ্রীলঙ্কা ৭৭ রানে অলআউট। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ উইকেটে ৮০, খেলতে হয়ে ১৬.২ ওভার। গত সোমবার শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আয়োজনের যাত্রা শুরু হয় নিউইয়র্কের। নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের অভিষেকে লো স্কোরিং ম্যাচ নিশ্চিতভাবেই কোনো ক্রিকেট অনুরাগীকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। তবে প্রথম ম্যাচ বলেই হয়তো নিউইয়র্কের পিচ নিয়ে সমালোচনা সেদিন ততটা ডালপালা মেলেনি। কিন্তু গত রাতে ভারত-আয়ারল্যান্ড ম্যাচেও একই দৃশ্যের অবতারণা হওয়ার পর পিচ নিয়ে সমালোচনা চরম মাত্রায় পৌঁছে গেছে। টি-টোয়েন্টিতে ভয়ডরহীন খেলে অনেকের প্রশংসা কুড়ানো আয়ারল্যান্ড কাল ৯৬ রানেই শেষ! ভারত লক্ষ্য তাড়া করেছে ১২.২ ওভারে, হারিয়েছে ২ উইকেট। ভারতের স্কোরকার্ড দেখে থাকলে লক্ষ্য তাড়াকে সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ভারতকেও কম বেকায়দায় ফেলেনি নিউইয়র্কের পিচ। জশ লিটলের বলে বাহুর উপরিভাগে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে রোহিত শর্মাকে। সেই লিটলের বলেই ঋষভ পন্ত কনুইয়ে চোট পান। ঘটনার পর মাঠে ছুটে যাওয়া ভারতীয় দলের ফিজিওর কাছ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসাও নিতে হয়েছে পন্তকে। এমন নয় যে লিটল কাল দুর্দান্ত বোলিং

করেছেন। বরং অন্য বোলারদের মতোই শুধু বল ছুড়েছেন, বাকি কাজ পিচই করে দিয়েছে। আয়ারল্যান্ডের হ্যারি টেক্টরও ব্যাটিংয়ের সময় শরীরের বিভিন্ন জায়গায় একাধিকবার আঘাত পেয়েছেন। প্রশ্ন হলো, নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের পিচ কেন এমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে? উত্তরও এত দিনে জেনে যাওয়ার কথা। এই মাঠে মোট ১০টি পিচ রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি মূল পিচ এবং ৬টি ড্রপ-ইন (প্রতিস্থাপনযোগ্য বা অন্যত্র থেকে নিয়ে এসে বসানো) পিচ। শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত-আয়ারল্যান্ড ম্যাচ হয়েছে এই ড্রপ-ইন পিচেই। গত শনিবার বাংলাদেশ-ভারত প্রস্তুতি ম্যাচও হয়েছে এ ধরনের উইকেটে। এসব পিচ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে বানানো হয়েছে, কারিগর অ্যাডিলেড ওভালের প্রধান পিচ কিউরেটর ডামিয়ান হফ। অ্যাডিলেড থেকে পিচগুলো জাহাজে করে পাঠানো হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায়। এ বছরের শুরুর দিকে ফ্লোরিডা থেকে নিয়ে এসে বসানো হয় নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে। কিন্তু ড্রপ-ইন পিচ স্থায়ীভাবে বসে যেতে আরও অনেক সময়ের প্রয়োজন। সেই সময়টা পায়নি বলেই ব্যাটসম্যানদের নাভিশ্বাস তুলে ছাড়ছে। বর্তমানে নিউইয়র্কের ড্রপ-ইন পিচগুলো যে অবস্থায় আছে, তাতে কেউ এটিকে 'বিপজ্জনক' আবার কেউ 'জঘন্য' বলে বর্ণনা করেছেন। জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক ও ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধান কোচ অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ইএসপিএন ক্রিকইনফোর 'টাইম আউট' অনুষ্ঠানে বলেছেন, ''বলতে বাধ্য হচ্ছি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য এ ধরনের পিচ মোটেও ভালো নয়। এটা এখন বিপদসীমার ওপরে অবস্থান করছে। আপনারা দেখেছেন বল একই লেংথে পড়ে দুই দিকেই বাঁক খাচ্ছে। কিছু বল স্কিড করে নিচু হয়ে আসছে। বাউন্সগুলো অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে এবং ব্যাটসম্যানদের বৃদ্ধাঙ্গুলি, গ্লাভস ও হেলমেটে আঘাত করছে। এ ধরনের পিচ সব ব্যাটসম্যানের জীবন খুব কঠিন করে তুলেছে।'' ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, 'জঘন্য পিচ। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেট বিক্রির চেষ্টা করা বড় ব্যাপার, আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু খেলোয়াড়দের নিউইয়র্কের যে নিকৃষ্ট মানের পিচে খেলানো হচ্ছে, তা অগ্রহণযোগ্য। দলগুলো বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার জন্য এত পরিশ্রম করল। আর এখন এ ধরনের পিচে খেলতে হচ্ছে।' দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানের প্রাক্তন কোচ মিকি আর্থার এক্সে লিখেছেন, 'নিউইয়র্কের এই পিচ খুবই বাজে।' ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান মহম্মদ কাইফ রোহিত শর্মার প্রশংসা করলেও পিচের নিন্দা জানিয়েছেন, 'রোহিত শর্মার অর্ধশতকের জন্য করতালি। নিউইয়র্ক বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন পিচ। যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের জন্য এটি ভালো বিজ্ঞাপন নয়।' তাহলে কি নিউইয়র্কের পিচে 'হাই স্কোরিং' ম্যাচ দেখা যাবে না? এ ধরনের পিচে রান করার জন্য ব্যাটসম্যানদের একটা উপায় বাতলে দিয়েছেন আইপিএলে ১৫ বছর ধরে কোচিং করানো এক বিখ্যাত কোচ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই কোচ ক্রিকবাজকে বলেছেন, ''এ ধরনের পিচে আপনি সুইপ-রিভার্স সুইপও খেলতে পারেন। তবে ছক্কার পরিবর্তে স্কোয়ার অব দ্য উইকেট দিয়ে এক বা দুই বাউন্সে চার মারার চিন্তা করতে হবে। এ ছাড়া ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে না খেলে ইনসাইড আউট শট খেলতে হবে। আপনি এভাবে ব্যাট করতে থাকলে বোলাররা কিছুটা ফুল লেংথে বল করার চেষ্টা করবে। তখন আপনি ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে ছক্কা মারার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু এ ধরনের শট খেলার সময় ব্যাট কোনাকুনিভাবে চালাতে হবে, সোজা চালালে হবে না।'' সে না হয় হলো, কিন্তু নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের আউটফিল্ডও তো ভারী আর মন্থর। স্টেডিয়াম নির্মাণের আগে এই মাঠ ছিল বালিময়। সেই বালি এখনো রয়ে গেছে। ফিল্ডাররা দৌড়ানোর সময় যেন বালি না ওড়ে এবং মাটি যেন উঠে না আসে, সে কারণে ঘাস কিছুটা বড় রাখতে হয়েছে। এই লম্বা ঘাসের মধ্যে বল প্রায়ই থেমে যাচ্ছে। নিউইয়র্কে আগামী এক সপ্তাহে আরও ছয়টি ম্যাচ হবে। সবচেয়ে বড় ম্যাচ কোনটা, নিশ্চয় জানেন। আগামী রবিবার সেখানে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের ম্যাচটিও ড্রপ-ইন পিচে হবে। এমন পিচে রোহিত-বাবরদের লড়াই কল্পনাও করতে পারছেন না জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে। এক্সে তিনি লিখেছেন, '(নিউইয়র্কের) পিচগুলো নিয়ে কিছু একটা করতে হবে। এ ধরনের পিচে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ কল্পনাও করতে পারছি না।' কিন্তু আইসিসি চাইলেও এখন আর নিউইয়র্কের পিচ বদলে ফেলার সুযোগ নেই। বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে তাই হয়তো আরও কিছুদিন সমালোচনার তিরে বিদ্ধ হতে হবে। নতুন এক শিক্ষাও তো হবে!

ভারত-পাক ম্যাচের জন্য তর সইছে না বাবরের

নিউ ইয়র্ক, ৬ জুনঃ ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ সফর শুরু হয়েছে। আজ লক্ষ্মীবার ভারতীয় সময় অনুসারে রাত ৯টায় বিশ্বকাপ সফর শুরু করবে পাকিস্তান। বাবর আজমের টিম কি পারবে ভারতের মতো জয় দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করতে? বাবরের গ্রিন আর্মির আজ প্রতিপক্ষ আমেরিকা। যে আমেরিকা টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে কানাডাকে হারিয়েছিল। পাকিস্তানের এই ম্যাচ হওয়ার পর ফোকাস ভারতের বিরুদ্ধে রবিবারের ম্যাচে। নিউ ইয়র্কের নাসাউ স্টেডিয়ামে রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে পাক নেতা বাবর জানালেন, এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ নিয়ে তাঁর ভাবনা। পাক ক্যাপ্টেন বাবর আজ টি-২০ বিশ্বকাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বলেছেন, ''যখন থেকে আমি ক্রিকেট খেলা শুরু করেছি, এই ম্যাচ নিয়ে শুনে আসছি। তবে মাঠের মধ্যে আমি কখনও এটা অনুভব করিনি। একটা আলাদা অভিজ্ঞতা অবশ্যই। পুরো দুনিয়া এই ম্যাচটার অপেক্ষায় থাকে। আমরা এই ম্যাচটা বেশ উপভোগ করি। আসল বিষয় হল, ক্রিকেটটা উপভোগ করা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো থাকেই। উত্তেজনাও থাকে।'' এরপরই বাবর জানান, এই ম্যাচের একটা আলাদাই চাপ থাকে। তিনি বলেন, ''এই ম্যাচের চাপ আলাদাই হয়। স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। অভিজ্ঞতা থেকে শেখা যায়। যত বেশি খেলা যায়, তত বেশি শেখা যায়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে কঠিন পরিস্থিতিতে কী ভাবে চাপ সামলাতে হয়, এটা আগে শুনতাম। এখন খেলছি। একটা আলাদা আমেজ থাকে। অবশ্যই বড় ম্যাচ। আর সব সময় এই ম্যাচ উপভোগ করি।'' টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে ভারতের বিরুদ্ধে মোট ৮ বার মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান।

তাতে মাত্র ১ বারই জয়ের মুখ দেখেছে গ্রিন আর্মি। দুই দলের এক সাক্ষাতের কোনও ফল হয়নি। আর বাকি ৬টি ম্যাচ জেতে মেন ইন ব্লু। এ বছরের টি-২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাক সাক্ষাতের ফল কি হবে? দুই টিমের সমর্থকরা চাইছেন, তাঁদের প্রিয় দল যেন জেতে।

রাগারাগি ভুলে কোহলির পাশে সানি, পাকিস্তান ম্যাচের আগে করলেন 'বিরাট' ভবিষ্যদ্বাণী

নিউ ইয়র্ক, ৬ জুনঃ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচে বড় রান পাননি বিরাট কোহলি, মাত্র ১ রানেই সাজঘরে ফেরেন ভারতীয় দলের তারকা। ওপেনিং করতে নেমে প্রথম ম্যাচে সেভাবে ছন্দে পাওয়া না গেলেও, বিরাট পরের ম্যাচ থেকেই ফিরবেন স্বমহিমায়, আশায় রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকর। কয়েকদিন আগেই স্ট্রাইক রেট ইস্যুতে সানির সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল কোহলির। একে অপরকে নাম না করেই আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু সেটা ছিল আইপিএলে। এখন লড়াই দেশের জন্য টি২০ বিশ্বকাপে, তাই সেখানে মিলে মিশে একাকাকার ভারতের প্রাক্তন এবং বর্তমান। এক ম্যাচে বিরাট রান না পেলেই চিন্তার কিছু নেই, বড় প্লেয়াররা বড় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়ায়, পাকিস্তান ম্যাচের আগে বলছেন সানি। টি২০ বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ড ম্যাচের আগে বিরাট কোহলির গড় ছিল ৮১.৫। ২৫ ম্যাচের মধ্যে ১৪টিতেই ৫০ রান বা তার বেশি করেছেন। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ বিশ্বকাপে নিজের সর্বনিম্ন ১ রানের ইনিংস খেলেন কোহলি। যদিও তাতে ভয়ের কিছু দেখছেন না সুনীল গাভাসকর। বরং এই ম্যাচে খারাপ পারফরমেন্স করায়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বড় রান পেতেই মুখিয়ে থাকবেন কোহলি, মনে করছেন তিনি। ভারতের এই কিংবদন্তী বলছেন, ''স্টিভ স্মিথ, বিরাট কোহলি, বাবর আজম, বিরাট কোহলির মতো ব্যাটাররা এক ম্যাচে রান না পেলে, পরের ম্যাচেই তা পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান না পেলেও পরের ম্যাচেই দ্বিগুন রান করতে চাইবেন বিরাট, আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই কাজ ওর থেকে ভালো আর কেই বা পারবে।'' টি২০ বিশ্বকাপে রান তাড়া করতে নেমে বিরাট কোহলির স্কোর এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত ছিল, ৭৮, ৩৬, ৫৪, ৫৭, ৭২, ২৩ এবং ৫৫। প্রথম ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি২০-তে ৪০০০ রানের মালিকও হয়েছেন বিরাট, ফলে আয়ারল্যান্ড ম্যাচে তিনি রান না পেলেও, তাতে ঘাবড়ানোর কিছু দেখছেন না গাভাসকর, বরং শাপে বর হয়েছে বলেই মনে হল তাঁর কথা শুনে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে অবশ্য তিনটি ম্যাচ খেলে মাত্র ১০ রান করেছেন বিরাট কোহলি। বিশ্বের শক্তিশালী বোলিং লাইন আপের বিরুদ্ধে হেলায় রান করলেও, আয়ারল্যান্ডের আনকোরা বোলারদের বিরুদ্ধে বারবারই কম রানে আউট হয়েছেন তিনি। এদিকে বিরাটদের পরের ম্যাচ রবিবার নিউ ইয়র্কেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, ম্যাচ শুরু ভারতীয় সময় সন্ধে ৮টায়।

সুনীল তুমি একজন কিংবদন্তি, শেষ ম্যাচে সতীর্থরা উজাড় করে দেবে, লুকার আবেগমুখর বার্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুনঃ আবেগের স্রোত বয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। ৩৯ বছরের এমন একজন ফুটবলারের আজ ছিল বিদায়ী ম্যাচ, যিনি আর দেশের হয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর সুযোগ পাবেন না। যাঁকে ভারতীয় ফুটবল নামই দিয়েছিল, ক্যাপ্টেন ফ্যান্টাস্টিক। সুনীল ছেত্রী মানে শুধু একজন ফুটবলার নন, সুনীল মানে আবেগ, লড়াই, দায়বদ্ধতার এক অপূর্ব নিদর্শন, তিনি নিজেই এক দৃষ্টান্ত। এমন একটা সময়ে সুনীল দেশের জার্সি তুলে রাখছেন, যাঁর নামে সেই আকুতি ভেসে উঠছে, 'কেন এত তাড়া ছিল তোমার খেলা ছাড়ার!' এটাই চেয়েছিলেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবল আইকন। শুধু দেশেই নয়, বিদেশের ফুটবলাররাও এই মহান ফুটবলারের শেষ ম্যাচের আগে ব্যথিত। ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক তথা রিয়াল মাদ্রিদের অক্লান্ত সৈনিক লুকা মদরিচ যেমন টুইট করেছেন, 'সুনীল তুমি মহান খেলার এক কিংবদন্তি। তোমার বিদায়ী ম্যাচ স্মরণীয় হয়ে থাকুক, এই শুভেচ্ছা জানাই। কুয়েতের বিরুদ্ধে ম্যাচের জন্য অজস্র অভিনন্দন তোমাকে। আমি নিশ্চিত, তোমার সতীর্থরা শেষ ম্যাচে উজাড় করে জিততে চাইবে।'

ফের ব্যর্থ ম্যাক্সওয়েল, স্টইনিসের দৌলতে ওমানের বিরুদ্ধে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জিতল অজিরা

নিউ ইয়র্ক, ৬ জুনঃ ওমানকে হারিয়ে টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ওডিআই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। ৩৯ রানে ওমানকে হারিয়ে দিল ব্যাগি গ্রিন্সরা। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে খুব বেশি রান তুলতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ক্যারিবিয়ানদের ডেরায় উইকেটে তেমন বাউন্স বা গতি ছিল না। ৫ উইকেটে ১৬৪ রান করে অজিরা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৫ রান করে আনকোরা ওমান। গত ম্যাচে নামিবিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ সুপার ওভারে নিয়ে গেছিলেন ওমানের বোলাররা, এদিনের ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়ার তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন আপের সঙ্গে ভালোই লড়াই দিলেন ওমানে বোলাররা। সেই কারণেই বড় রান তুলতে পারলেন না ওয়ার্নার, হেডরা। এই ম্যাচে অবশ্য বিশ্রাম দেওয়া হয় প্যাট কামিন্সকে। প্রত্যাশিতভাবেই ওমানকে হারিয়ে টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল অস্ট্রেলিয়া। উইকেটে তেমন গতি না থাকায়, মার্কাস স্টইনিসরা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শট খেললেন। একসময় পরপর উইকেটে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, কিন্তু ওয়ার্নার এবং স্টইনিস উইকেট বুঝে নিয়ে সোজা ব্যাটে শট খেলতে থাকেন, আর তাতেই রানের গতি বাড়ে। ওমানের বোলারদের বিরুদ্ধে এক সময় অজিদের

রান রেট ৬-এর নিচে নেমে যায়। ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলরা ব্যর্থ হন। ৮.৩ ওভারে ৫০ রানে তিন উইকেট পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার, সেখান থেকেই খেলা ঘুড়িয়ে দেন ওয়ার্নার এবং স্টইনিস, দুই ক্রিকেটারই করলেন অর্ধশতরান। অবশ্য ওয়ার্নার অর্ধশতরান করলেন অত্যন্ত ধীর গতিতে। ওমান জিততে না পারলেও তাঁদের লড়াই মন জিতেছে ক্রিকেটভক্তদের। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের বোলাররা যথেষ্ট লড়াই দিলেন। ডেভিড ওয়ার্নার ৫১ বলে করলেন ৫৬ রান। শেষ দিকে মার্কাস স্টইনিস ৩৬ বলে ৬৭ রান না করলে অজিদের কাজটা আরও কঠিন হয়ে যেত। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আইপিএলের খারাপ ফর্ম বজায় রাখলেন টি২০ বিশ্বকাপেও, এই ম্যাচেও গোল্ডেন ডাক করে সাজঘরে ফিরলেন ম্যাক্সি। ওডিআই বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে বল হাতে ছন্দে দেখা যায় মিচেল স্টার্ককে। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং ওপেন করেন তিনি, তুলে নেন ২ উইকেট। নাথান এলিস এবং অ্যাডাম জাম্পাও নিলেন জোড়া উইকেট। ব্যাট হাতে নজর কাড়ার পর বল হাতেও দুরন্ত ছন্দে দেখা যায় অলরাউন্ডার মার্কাস স্টইনিসকে। ৩ ওভারে ১৯ রান দিয়ে তুলে নেন তিন উইকেট। অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সৌজন্যে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পান অস্ট্রেলিয়ার এই ক্রিকেটার। শনিবার ব্যাগি গ্রিন্সদের পরের ম্যাচ, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বারবাদোসের কেনিংটন ওভালে।

জলবয় যখন প্যাট কামিন্স, বিশ্বজয়ী অধিনায়কে মুগ্ধ নেটিজেনরা

নিউ ইয়র্ক, ৬ জুনঃ টি-২০ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। আর ওই ম্যাচ না খেলেও সকলের হৃদয় জিতলেন প্যাট কামিন্স। এ কথাই এখন বলতে হচ্ছে। কারণ? সোশ্যাল মিডিয়ায় অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের এক ছবি ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে মাঠের মধ্যে সতীর্থদের জল দিতে যাচ্ছেন প্যাট কামিন্স। যা দেখে নেটিজেনরা কামিন্সকে বাহবায় ভরিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইরফান পাঠানও সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ কামিন্সের ছবি শেয়ার করে একটি বার্তা লিখেছেন। প্যাট কামিন্স অস্ট্রেলিয়ার বেশ সফল ক্যাপ্টেন। তাঁকে সতীর্থদের জন্য টি-২০ বিশ্বকাপে জল বইতে দেখে

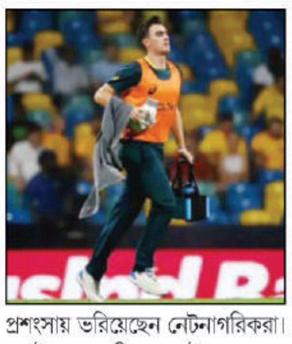

প্রশংসায় ভরিয়েছেন নেটনাগরিকরা। একইসঙ্গে কামিন্সের ওই জলবয়ের ভূমিকা পালনের ছবি নেটদুনিয়ায় হু হু করে ছড়িয়ে পড়েছে। কামিন্সের ওই ছবি অনেককে আবার মনে করিয়ে দিয়েছে বিরাট কোহলিকে। আসলে বিরাট কোহলিকেও এর আগে জল বয়ের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। এশিয়া কাপে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলি সতীর্থদের জন্য জল, তোয়ালে নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন। এ বার একই অবতারে দেখা গেল কামিন্সকে। ভারতীয় প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান অজি তারকার এই কাজের প্রশংসা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ প্যাট কামিন্সের একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'সংস্কৃতি।' আসলে বিরাট কোহলি, প্যাট কামিন্সের মতো ক্রিকেটাররা নিজেদের দলের সঙ্গে এতটাই একাত্ম করে রেখেছেন যে, এই কাজ তাঁদের কাছে কোনও অংশে কম সম্মানের মনে হয় না। তাঁদের এই ভাবনার জন্যই তাঁরা এত ভালোবাসাও পান।

শততম ম্যাচে গোল ডি ব্রুইনার, এমবাপের গোল, হলান্ডের হ্যাটট্রিক

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বেলজিয়াম ২-০ মন্টেনিগ্রো

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউরো) খেলতে জার্মানিতে যাওয়ার আগে প্রস্তুতিমূলক দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বেলজিয়াম। ব্রাসেলসে গতকাল রাতে তার প্রথম ম্যাচে মন্টেনিগ্রোকে ২-০ গোলে হারিয়েছে বেলজিয়াম। জাতীয় দলের হয়ে নিজের শততম ম্যাচে গোল পেয়েছেন বেলজিয়ান তারকা কেভিন ডি ব্রুইনা। ডিফেন্সের ভুলে নিজের পজিশনে থাকতে পারেননি মন্টেনিগ্রো গোলকিপার। এ সুযোগে দূরপাল্লার দারুণ শটে গোল করেন ডি ব্রুইনা। ৮৮ মিনিটে মিলোস ব্রানোভিচ লাল কার্ড দেখায় ১০ জনের দলে পরিণত হয় মন্টেনিগ্রো। এর ২ মিনিট পর মন্টেনিগ্রোর বক্সে ফাউলের শিকার হন জেরেমি ডকু। পেনাল্টি পায় বেলজিয়াম। ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে স্পটকিক থেকে গোল করেন লিয়ান্দ্রো ত্রোসার। বেলজিয়ামের অষ্টম খেলোয়াড় হিসেবে জাতীয় দলের হয়ে শততম ম্যাচ খেললেন ডি ব্রুইনা। এই পথে ২৭ গোল করার পাশাপাশি ৪৯ গোলও করিয়েছেন। জয়ের পর ডি ব্রুইনা বলেছেন, ''বেলজিয়ামে নিজের শততম ম্যাচ খেলতে পেরে ভালো লাগছে। শুরুটা ভালো হলো। গোল করতেও ভালো লেগেছে।'' শনিবার ব্রাসেলসে লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে দ্বিতীয় প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলবে বেলজিয়াম। আগামী সপ্তাহে জার্মানি রওনা হবে তারা।

ফ্রান্স ৩-০ লুক্সেমবার্গ

ইউরোর প্রস্তুতিমূলক ম্যাচে মেৎসে লুক্সেমবার্গকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আয়োজক ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপে গোল করার পাশাপাশি দুটি গোল করিয়েছেন। ইউরোয় খেলতে জার্মানিতে রওনা হওয়ার আগে রবিবার কানাডার বিপক্ষে শেষ প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলবে ফ্রান্স। ৪৩ মিনিটে এমবাপের পাস থেকে হেডে গোল করেন ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড রান্দাল কোলো মুয়ানি। বিরতির পর ম্যাচের ৭০ মিনিটে এমবাপের পাস থেকে বুলেট গতির শটে গোল করেন জোনাথন ক্লাউস। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে নিচু শটে ফ্রান্সের হয়ে নিজের ৪৭তম গোলটি করেন এমবাপে। পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর ফ্রান্সের হয়ে এটাই ছিল তাঁর প্রথম ম্যাচ। সব মিলিয়ে ফ্রান্সের হয়ে ৭৮ ম্যাচে মোট ৮০ গোলে অবদান রাখলেন এমবাপে। ফ্রান্সের হয়ে অভিষেক ম্যাচে এমবাপেকে দিয়ে গোল করিয়েছেন ফরোয়ার্ড ব্রাডলি বারকোলা। ম্যাচ শেষে বারকোলা বলেছেন, ''গর্ব লাগছে। কী করতে পারি সেটা দেখাতে মুখিয়ে ছিলাম। ভালো লাগছে কারণ আমি একটি গোল করিয়েছি এবং ম্যাচটা ৩-০ গোলে জিতেছি।''

নরওয়ে ৩-০ কসোভো

অসলোয় প্রীতি ম্যাচে কসোভোর বিপক্ষে নরওয়ের ৩-০ গোলের জয়ে হ্যাটট্রিক করেন আর্লিং হলান্ড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এবারের মরসুমে সর্বোচ্চ গোলদাতা হলান্ডের ক্যারিয়ারে এটি ২২তম হ্যাটট্রিক। প্রথমার্ধে একটি এবং বিরতির পর দুটি গোল করেন হলান্ড। নরওয়ের হয়ে ৩২ ম্যাচে এ নিয়ে ৩০ গোল করলেন হলান্ড। ম্যানচেস্টার সিটি তারকা আর ৪ গোল করলেই নরওয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হবেন। ৪৫ ম্যাচে ৩৩ গোল নিয়ে এ তালিকায় শীর্ষে নরওয়ের প্রাক্তন স্ট্রাইকার জোর্গেন জুভ। কসোভোর পোস্ট তাক করে নেওয়া চারটি শটের মধ্যে তিনটিতেই গোল পেলেন হলান্ড। গত বছর অক্টোবরের পর নরওয়ের হয়ে এই ম্যাচেই প্রথম গোল করলেন সিটি তারকা। শনিবার পরের প্রীতি ম্যাচে ডেনমার্কের মুখোমুখি হবে নরওয়ে। এবার ইউরোর মূল পর্বে জায়গা করে নিতে পারেনি নরওয়ে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com